নারীজীবনের কর্ত্তব্য।

শ্রীবসন্তকুমারী বসু-প্রণীত।

কলিকাতা,
৮ নং উইলিয়ম্‌স্‌ লেন,
দাস-যন্ত্রে,
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৯ সাল।

মূল্য—৷৷০ আনা।

উৎসর্গ।

—•—

আমার পরমারাধ্যা ও পরম ভক্তিশ্রদ্ধাস্পদা জননী,—যিনি স্ত্রীশিক্ষায় চির অনুরাগিনী এবং মহিলা মাত্রেরই চির হিতৈষিণী, ভক্তিভরে তাঁহার শ্রীচরণকমলে এই সামান্য পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে জননীকে বার বার প্রণাম করি।

তদীয় অভাগিনী কন্যা

শ্রীবসন্তকুমারী বসু।

ভূমিকা।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে ও এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমাজ ও বিজ্ঞান দর্শনের অনেক অমূল্য সত্য আবিষ্কৃত ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির অশেষবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এবং স্ত্রীজাতিরও নানা প্রকারের উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে যাহাই হউক, কিন্তু দুই চারিটী সুশিক্ষিত স্ত্রীলোক ব্যতীত স্ত্রীজাতির যে বিশেষ কিছু উন্নতি হইয়াছে, ইহা ত অনুভবই হয় না। স্ত্রীজাতি আজিও সেই চরিত্র গঠনের অসামঞ্জস্যতা-কারিণী। সেই স্বাভাবিক বিমল স্বাধীনতার অপব্যবহার রূপিনী। সেই—সংসারাতীত কার্য্যে পুরুষের সহায়তা প্রদানে অনধিকারিণী। সেই—সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ, ও আত্মোন্নতিতে উদাসিনী। সেই—সাধ্য সত্ত্বেও জগতের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে বিমুখিনী। সেই—অল্প-শিক্ষার অনিষ্টকারিতায় অনিষ্ট বিধায়িনী। সেই—জ্ঞানের অসীমতা ও অতলস্পর্শ গভীরতা ধারণে অপার-দর্শিনী। সেই—স্বাবলম্বনহীনতায় পরমুখাপেক্ষিনী ইত্যাদি। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীজাতির হিতৈষী মহাত্মাগণের আশা পূর্ণ হইতে এখনও অনেক

বিলম্ব আছে। অবশ্য জ্ঞানের গভীরতার অভাবনিবন্ধনই তাঁহাদের উক্ত শোচনীয় অবস্থার অপনয়ন হইয়াও হইতেছে না। তন্নিমিত্ত অধুনা যাঁহারা শিক্ষার্থিনী হইয়া জ্ঞানরূপ পরম রত্ন লাভের জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানালোকে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী ভগিনীগণকে শ্রেয় পথ সত্য পথ দেখাইয়া চলিতে সমর্থ হইবেন, এবং যাঁহারা চরিত্রের সামঞ্জস্যতা, স্বাধীনতা, স্বাবলম্বনতা প্রভৃতির সুদৃষ্টান্ত স্বরূপিনী হইবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীজাতির শুভাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণের শুভ ইচ্ছাপূর্ণ ও উত্তর কালের ভগিনীগণের উন্নতির পথ বিশেষভাবে প্রমুক্ত করিয়া দিবেন বলিয়া যাঁহাদের দিকে ভবিষ্যৎ আশাপূর্ণনয়নে চাহিয়া আছে, প্রধানতঃ তাঁহাদেরই জন্য এই পুস্তকখানি রচিত হইলেও আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধিতে সমস্ত স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে যাহা সুযুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইল, তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইল। এই পুস্তকখানি দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পৃথিবীস্থ সমস্ত ভগিনীগণের করকমলে সাদরে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা ইহাকে একটু সুচক্ষে দর্শন করিলেই সুখী হইব।

রচয়িত্রী।

৩৬ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
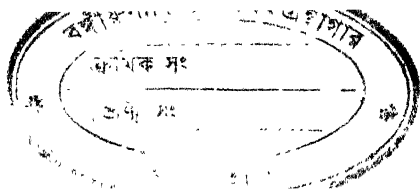
প্রকাশকের বক্তব্য।

এই পুস্তকের নাম 'নারীজীবনের কর্ত্তব্য' সেই জন্য অন্য সকল প্রবন্ধই নারীগণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, কেবল শেষের তিনটী গদ্য প্রবন্ধ ও পদ্য তিনটী নারী-সম্বন্ধীয় না হইলেও লেখিকার মাতা ও আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইল। 'মনুষ্য ও পশুগণের প্রতি দয়া' প্রবন্ধে লেখিকা বাবু ব্রজমোহন দত্ত প্রতিষ্ঠিত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং 'আমাদের ধর্ম্মে ঔদাসিন্য' প্রবন্ধ ১৩১৬ সালে, 'বৈরাগ্য' প্রবন্ধ ১৩১৭ সালে, এবং 'সাজিয়ে দাও মা আর একবার' পদ্য ১৩১৮ সালে মাঘোৎসবের সময় ভারত মহিলা সমিতির যে উৎসব হয়, তাহাতে পঠিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে লেখিকা বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছিলেন।

এই পুস্তকের লেখিকা বালবিধবা, কোন স্কুল বা কলেজে পাঠাভ্যাস করেন নাই, নিজ দুরদৃষ্টবশতঃ স্বামীর কাছেও শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। চিরদিন রন্ধনাদি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও নিজের চেষ্টায় বাঙ্গলা ও কিছু কিছু ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছেন, মানুষ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে লেখা তাদৃশ ভাল হইবার

সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু লেখিকা যে অবসরের এরূপ সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন ইহা বাস্তবিকই তাঁর মেধা ও শক্তির পরিচয়। ইহার লেখাও বহু গবেষণাপূর্ণ ও প্রশস্ত মনের পরিচায়ক। আশা করা যায় এই পুস্তক পাঠে আমাদের দেশীয় মহিলাদের মনের বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ হইবে।

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

নারীজীবনের কর্ত্তব্য।

স্ত্রীজাতির অল্পশিক্ষার অনিষ্টকারিতা।

যদিও বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় ভগিনীগণ সকলেই কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছেন ও শিখিতেছেন কিন্তু বিশেষরূপে যাঁহারা জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা অতি বিরল। অধিকাংশ ভগিনীই অল্পশিক্ষা কারাগারের বদ্ধবায়ু সেবন করিয়া মানসিক স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না।—আধুনিক নবীনা ভগিনীগণকে প্রায়ই নিরক্ষরা দেখিতে পাওয়া যায় না; বিশেষ সহরবাসিনীগণকে। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক গৃহস্থ নারীই উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছেন। নারীগণ গৃহ কর্ম্মের সুব্যবস্থা ও সন্তান পালনের সুপ্রণালী শিক্ষার উপযোগী কতকগুলি বিষয় শিক্ষা করিয়া নিরস্ত হউন; ইহাপেক্ষা বেশী আর তাঁহাদের শিক্ষার আবশ্যকতা নাই; ইহাপেক্ষা ঊর্দ্ধে

উত্থিত হইবার তাঁহাদের অধিকার নাই—এই বলিয়া অনেক সহৃদয় ব্যক্তিগণ স্ত্রী-শিক্ষার একটী সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞান-শিক্ষার যে অনন্ত সোপান-পরম্পর গ্রথিত রহিয়াছে, তাহার অতি নিম্নতম সোপান মাত্রে ভারতবাসিনীগণ পদার্পণ করিয়াছেন; এখনি তাঁহাদের শিক্ষার সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলে, আর তাঁহাদের উন্নতির আশা কোথায়? "উচ্চ জ্ঞানলাভে স্ত্রী-ভাব বিলুপ্ত হয়, ও তাঁহাদের অবশ্য প্রতিপাল্য পরম পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে অনাস্থা জন্মায়;—ইহাই উক্ত সদাশয় মহাত্মাগণের ভয়ের কারণ। কিন্তু তাঁহারা কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেখিলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে মানব মনের যে কোন উচ্চ ভাবই হউক না, উন্নত জ্ঞান-সহযোগে তাহা আরও অধিকতর সুন্দর, উজ্জ্বল, ও বিশুদ্ধ আকার ধারণ করে। আর নরনারী যিনিই কেন হউন না, শুধুই কেবল ভাবের পথে জীবনকে পরিচালিত করিলে মানব জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিকশিত হয় না। ভাবের পথে উন্নত জ্ঞানের উচ্চ আলোক-স্তম্ভ না থাকিলে পদে পদে অনেকেরই বিপথে পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা। মানবজীবনে ন্যায়-যুক্ত পবিত্র ভাবের কঠোরতা ও কোমলতা দুই সন্নিবেশিত হইলে, তবে সে জীবন মনোরম শোভা সৌন্দর্য্যের বিকা-

শক্ত হয়, সেই জীবনের সু-দৃষ্টান্ত অনেকের জীবন পথের আলোক হয়। জ্ঞান এমনি সুমহান্ পবিত্র ও গৌরবাস্পদ পদার্থ যে উহা মানব হৃদয়ের যে ভাবের সহিত মিশ্রিত হয়; তাহাই অতি পবিত্র ও গৌরবান্বিত ভাব ধারণ করে। জ্ঞান-বিরহিত ভাব অনেক সময়ে অনেক অশুভ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। উহাদ্বারা ধর্ম্ম বিশ্বাস কুসংস্কারে, ঈশ্বর-প্রেম অন্ধ ভক্তিতে, সুশীলতা কপট বিনয়ে, ক্ষমা, স্নেহ ও দয়া অনুচিত প্রশ্রয়দানে—অমঙ্গলে পরিণত হয়; স্বাধীনতা, আত্ম-মর্য্যাদা, স্বাবলম্বন প্রভৃতি উচ্চতর গুণগুলি মলিন করিয়া দেয়; এবং অনেক স্থলে সত্যাচরণে ভয় আনয়ন করে। এ সবই যে ভয়ানক দোষা-বহ, তাহা জ্ঞানী মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। যথার্থ উচ্চজ্ঞান-ভূষিত অন্তরই পবিত্র ভাব সমূহে পরিপূর্ণ হয় এবং সেই অন্তরই জীবন্ত ঈশ্বর-প্রেমের আবাস ভূমি; কারণ, তিনি প্রতি পদবিক্ষেপে, ঈশ্বরের অপার জ্ঞান শক্তির প্রত্যক্ষ জাজ্জ্বল্যতর প্রমাণ প্রতীতি করিয়া অপার আনন্দে নিমগ্ন হয়েন। সেই অন্তরই যথার্থ অকপট বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি; কারণ, তিনি পলকে পলকে আপনার ক্ষুদ্রতা, অন্ধতা, মূর্খতা বিশদরূপে অনুভব করেন। সেই অন্তরের স্নেহ, দয়া, ক্ষমা সকলই অতি পবিত্র, উচ্চ, ও নিঃস্বার্থ; কারণ, তাঁহার হৃদয় অতি সুদৃঢ় গঠনে গঠিত ও বিশুদ্ধ

উপাদানে নির্ম্মিত।—সেই অন্তরই উচ্চ উদারতার ও নিরপেক্ষ ভাবের আধার ; কারণ, তিনি কোন মনুষ্য বিশেষকে, কিম্বা এক ধর্ম্মভাব সম্পন্ন কতকগুলি মনুষ্যকে একবারে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তিনি আপনার প্রতিও আপনি একান্ত পক্ষপাতী নহেন ; কারণ, তিনি আপনাকেও একজন ভ্রম-সঙ্কুল মনুষ্য বলিয়া জানেন। সেই অন্তরই—বিশ্ব-জনীন ভালবাসা কি অবর্ণনীয় পদার্থ, তাহার প্রগাঢ়তা ও গভীরতা এবং অসীমতা কত! তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। যথার্থ উচ্চ-জ্ঞান ভূষিত হৃদয়রূপ সৌরজগতে জ্ঞান-সূর্য্য-কেন্দ্র-স্থলে থাকিয়া ভাবরূপ গ্রহ উপগ্রহগণকে আলোকিত, উত্তাপিত, বিশোধিত ও নিয়মিত করিয়া থাকে। সেই হৃদয় সকল অবস্থাতে নির্ব্বিকার চিত্তে সাংসারিক সহস্র প্রলোভন সমূহের মস্তকে আন্তরিক ঘৃণার সহিত পদাঘাত করিতে করিতে জীবনপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়।

উচ্চ-জ্ঞান ভূষিতা সুশিক্ষিতা নারী দ্বারাই সহজেও সুশৃঙ্খলায় যথাবিহিত রূপে সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইতে পারে। কর্ত্তব্যসাধন করিতে তিনি যেমন পারেন, অল্পশিক্ষিতা কুসংস্কারাপন্ন ক্ষুদ্র অপ্রশস্তমনা স্ত্রীলোক কখনই তেমন পারেন না। তাঁহাদের হৃদয়ের ধৈর্য্য ক্ষমা, সুশীলতা, দয়া, ভক্তি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি

অমূল্য সদ্ভাব সকল জ্ঞান-সংযুক্ত ও অতীব বিশুদ্ধ। তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান—রাজমহিষী; সদ্ভাব সমূহ সেই জ্ঞান-রূপা রাজমহিষীর প্রিয়তমা সহচরী। ভাবরূপা সহচরীগণ সেই রাজমহিষীর আজ্ঞা পালনে, তাঁহার সন্তোষসাধনে অহর্নিশ নিযুক্ত থাকেন। আর সেই জ্ঞান-রূপা পরমশ্রদ্ধাস্পদা, মহত্তর গৌরবান্বিতা রাজমহিষীও উক্ত প্রিয়তমা সহচরীগণের সম্যক কল্যাণ সাধনের জন্য নিয়ত তাহাদের তত্ত্বাবধান করেন। অধৈর্য্য, কপটতা, স্বার্থপরতা, অল্প কারণে বিরক্তি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া বাৎসল্য-বিহীনতারূপ কুৎসিত সঙ্গিনীদের সহবাস হইতে তাঁহার সেই প্রিয়তমা সহচরীগণ যাহাতে দূরে থাকেন, সে বিষযে তাঁহার লক্ষ্য স্থির থাকে। জ্ঞানবিজ্ঞান-ভূষিতা, সহৃদয়া নারীরই সংসার অতি সুখের সংসার। তাঁহা হইতে তাঁহার পরিবারস্থ সকলে ও অতিথি-অভ্যাগত দীন দুঃখী অনাথ এবং অধীনস্থ জনে—বহু পরিমাণে সুখ, সন্তোষ ও শান্তি আরাম লাভ করিয়া থাকেন; তাহার কারণ এই যে, তিনি যেমন মনোবিজ্ঞান ও মানব প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় পারদর্শিনী, অল্পশিক্ষিতা নারী কখনই সেরূপ নহেন। উচ্চ শিক্ষিতা নারী দ্বারা সমস্ত কর্ত্তব্য সাধন নিশ্বাস প্রশ্বাসবৎ অতি সহজে সুসম্পন্ন হইবারই সম্ভাবনা। তিনিই স্বামীকে বিচক্ষণ সচীবের ন্যায় নিয়ত সৎপরামর্শ প্রদান করিতে

সক্ষম, তিনিই স্বামী পুত্র কিম্বা পিতা ও ভ্রাতার স্বদেশোন্নতিকর উৎকৃষ্টতর সুমহৎ কার্য্যসমূহের সহকারিণী হইবার সম্যক উপযুক্তা। সন্তানসন্ততিগণের সুকোমল হৃদয়ে সুনীতির বীজ বপন করিতে, তাহাতে সদৃষ্টান্তের বারি সেচন করিতে এবং তাহাদের সেই হৃদয় নিহিত সুনীতির বীজ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতেছে কিনা দেখিতে, ফলপ্রসূ হইবে কিনা বুঝিতে তিনি যেমন সক্ষম হয়েন, অল্পশিক্ষিতা নারী কখনই সেরূপ হইতে পারেন না; তাহার কারণ, অল্পশিক্ষিতা মাতা সন্তানগণকে সুনীতি শিক্ষা, ও সদুপদেশ প্রদান করিতে পারেন বটে. কিন্তু সন্তানগণের জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও দর্শনে কত দূর অভিজ্ঞতা জন্মিল; তাহাদের ধর্ম্মনীতি ও মনোবৃত্তির গতি কোন দিকে; তাহারা নিজ নিজ চরিত্র সুগঠিত করিবার জন্য চারি দিক হইতে কতদূর ও কিরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদের সরল সুকোমল ও মনোরম স্বভাব কুসুমে কীটাদি জন্মগ্রহণ ও অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া শোভাহীন করিবার উপক্রম করিতেছে কি না; ইহা উচ্চ-শিক্ষিতা ও যথার্থ জ্ঞান ভূষিতা মাতা না হইলে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না। উচ্চ-শিক্ষিতা নারী দাসদাসী বা অধীনস্থ জনগণের প্রতি

স্বপ্নেও কথন সাহঙ্কার দৃষ্টিপাত করেন না, কারণ তিনি জানেন, কেবল জগতের—দুর্ব্বোধ্য ও অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বশতঃ ও অবশ্যম্ভাবী অবস্থা বৈচিত্রের জন্য ইহারা দাস দাসী ও অধীন আর তিনি কর্ত্রী ও স্বাধীন হইয়াছেন; ইহাদের প্রতি ঘৃণা তাচ্ছিল্য করিবার তাঁহার অধিকার নাই।

উন্নত-জ্ঞান-ভূষিতা নারী ক্ষমাগুণকে হৃদয়ে যত্নের সহিত পোষণ করেন,—কারণ তিনি জানেন, প্রকৃতি বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী। সংসারে নানা প্রকৃতির মানব অবস্থান করে সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির নর নারীর সহিত সদ্ব্যবহার করিতে তিনিই সক্ষম। তাঁহার অন্তর অকৃত্রিম সরলতার খনি; কারণ তিনি জানেন, সরলতা রূপ অমৃত রাশিতে কৃত্রিমতাবিষবিন্দু মিশ্রিত থাকিলে, তাহা ভয়ানকরূপে নিজেরই প্রাণ বিনাশের কারণ হয়। তিনি কখনও অপ্রিয় সত্য ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না, কারণ, তিনি—যথেচ্ছাচারিতা নয়—কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা কি তাহা বুঝিতে পারেন। সেই নারী সমস্ত পদার্থতত্ত্ব অবগত; এজন্য তিনি অসুস্থকে উপযুক্ত পথ্য, ও সুস্থকে উপযুক্ত আহার পানীয় প্রদান করিতে সক্ষম। গভীর জ্ঞানবিজ্ঞানভূষিতা নারী-হৃদয় কখনও ধৈর্য্যকে অতিক্রম করে না। তিনি হৃদয় বিদারক শোক

দুঃখকেও দূরে রাখিয়া দিতে সমর্থ হন। তাঁহার উন্নত চিন্তা, তাঁহার ঘন গভীর ঈশ্বর প্রেম, তাঁহাকে সংসারের শোক দুঃখের অতীত স্থানে রাখিয়া দেয়। সংসারে অহর্নিশ মানবের অপ্রীতিকর ঘটনা সকল ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্লাসকর বা অপ্রীতিকর ঘটনায় উল্লাসিত কিম্বা বিষাদিত হইতে গেলে, হৃদয়ের উচ্চতা ও গাম্ভীর্য্য চলিয়া যায়। এরূপ বিক্ষেপযুক্ত হৃদয় নানা অনিষ্ট ও বহু দুঃখের হেতু জানিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ চিত্তের অচঞ্চলভাব রক্ষা করিতে যত্নবতী থাকেন। তিনি ক্ষণকালের জন্যও মনুষ্য জীবনের পরম উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়েন না। তাঁহার হৃদয় অবিচলিততার, বিশুদ্ধতার, ও দৃঢ়তার প্রশস্ত-ক্ষেত্র; তাঁহার হৃদয়ের অনুপম সৌন্দর্য্য জ্যোতি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার বদনে বিকীর্ণীত হয়; তিনি সংসারে বা যেখানে অবস্থিতি করেন, সেখানে এক অবর্ণনীয় স্বর্গীয় তেজঃপ্রভাবের বিস্ফুরণ হয়; তাঁহার সৌন্দর্য্য জ্ঞানী ও যোগীদেরও মন মুগ্ধকর। তাঁহার হৃদয়ের বিমল সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া বিমলাত্মা সাধুগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তিভরে বিশুদ্ধ প্রীতির নয়নে সন্দর্শন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করেন, আর পাপীর অপবিত্র চক্ষু তাঁহার চির-স্থির পবিত্রতার তীক্ষ্ণ জ্যোতিতে আপনা আপনি ঝলসিত ও নিমীলিত হইয়া পড়ে, তাহার

পাপ চিন্তাপূর্ণ মস্তক তাঁহার দিকে উত্তোলন করিবে কি, আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়ে।

উচ্চ-জ্ঞানালঙ্কৃতা নারী দ্বারা স্ত্রী-ভাব প্রকাশক সদ্ভাব সমূহের অভাব, ও পবিত্র গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতি পালনের ত্রুটী হওয়া দূরে থাকুক, তাহা আরও ভালরূপেই সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব।

উন্নত জ্ঞান শিক্ষায় কখনও স্ত্রী-ভাব বিলুপ্ত বা বিকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। যে জ্ঞান প্রকৃতির বিকৃতি ঘটায়, তাহা জ্ঞান শব্দের বাচ্য নহে; কোন জ্ঞানী তাহাকে জ্ঞান নামে অভিহিত করিতে পারেন না। বর্ত্তমানকালের উন্নত শিক্ষা যদি ধর্ম্মভাব বিরহিত হয়, যদি অপরা বিদ্যার সহিত পরা বিদ্যার সুখময় সম্মিলন না হইয়া থাকে; যদি স্থল বিশেষে স্ত্রী প্রকৃতির বিকৃতি কেহ দেখিয়া থাকেন, তাহা কখনও জ্ঞানের অপরাধ নহে। অশিক্ষিতা বা অল্প শিক্ষিতার প্রকৃতিতে স্ত্রী সুলভ গুণের বা ভাবের যেমন অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি ইহা যথার্থ উন্নত জ্ঞানলাভে বিলুপ্ত হইবারও নহে; কারণ ইহা ত আর মনুষ্য মন কল্পিত বা কেবল নারীগণের আয়াস লব্ধ পদার্থ নহে। যাহা বিধাতৃ প্রদত্ত, বিধাতার বিহিত, যাহা মহাত্মাগণ দ্বারা ধ্রুব, অকাট্য অবিনাশী সত্য বলিয়া নির্ণীত; তাহা কালের আঘাতে

বিচুর্ণিত হইবার নহে। তাহা কোনপ্রকারে উন্নত জ্ঞান দ্বারা বিলুপ্ত হইবারও নহে। যে জ্ঞানের কাছে মানব এই সত্য শিক্ষা করে যে, উন্নত জ্ঞান-শিক্ষায় মনুষ্য মনের সদ্ভাব সমূহ সর্ব্ব সামঞ্জস্যীভূত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অতি উচ্চ ও পবিত্র ভাব ধারণ করে—সেই উন্নত জ্ঞানশিক্ষায় মানব মনের সদ্ভাবের হ্রাস হয়, নারী হৃদয় ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করে, এরূপ বলা কি উন্নত জ্ঞানের বিষম অব-মাননা নয়? জ্ঞান শিক্ষায় স্ত্রী জাতির হৃদয়ের সদ্ভাব বিনষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রাকৃতিক, ধর্ম্মনৈতিক, ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষরূপে অভিজ্ঞতাশালিনী নারীর হৃদয়ের সদ্ভাব সমূহ অতি উজ্জ্বল ভাবে দীপ্তি পায়, ও পবিত্রতার অচল ভিত্তির উপর চিরজীবন দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইয়া থাকে। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের সম সূত্রপাতে থাকিলে নিজে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া সমস্ত পৃথিবীকেও জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোলে, তেমনি মনুষ্য হৃদয়ের ভাবচন্দ্র জ্ঞানরূপ সূর্য্যের সমসূত্রপাতে থাকিলে নিজে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া মনুষ্যের সমুদয় জীবনকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া রাখে। পুরাকালীন অনেক প্রসিদ্ধ ও তৎকাল প্রচলিত জ্ঞানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিতা রমণীগণের হৃদয়ে জ্ঞান ও ভাবের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

গান্ধারী মহারণে গমনোদ্যত অধার্ম্মিক পুত্রকে এক

দিকে যেমন দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিলেন, "যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে জয়" আর একদিকে তিনিই আবার সেই পুত্রের জন্য আকুল ক্রন্দনে ধরাতল অভিষিক্ত করিয়া মাতৃস্নেহের অনিবার্য্য ও অপরাজিত ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী একদিকে যেমন আন্তরিক বীর্য্য ও স্বাধীনতারস্বরে পতিকে বলিয়াছিলেন, "হে মুনি শ্রেষ্ঠ! যাহা লইয়া আমি অমর না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব।" আর একদিকে তিনিই, আবার পতিঅনুগমন ও পতি সেবার জন্য পতি-সমীপে কতই কাতরতা ও কতই অনুনয় বিনয় করিয়া পতিভক্তির ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কণ্ব মুনি প্রতি-পালিতা সুশিক্ষিতা শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান সময়ে একদিকে যেমন আভ্যন্তরিক শৌর্য্যের, তেমনি আবার আর একদিকে স্ত্রীপ্রকৃতিগত কোমলতারও বিশেষভাবে পরিচয় দিয়াছিলেন। অনেক উন্নত-জ্ঞান সম্পন্ন ইংলণ্ডীয়া মহিলাগণও আভ্যন্তরিক শৌর্য্যের ও কোমলতা মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপিণী হইয়া পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন ও আজিও করিতেছেন। তাই আমরা বলিতেছি, উচ্চজ্ঞানশিক্ষা কখনই স্ত্রীজাতির হৃদয়ের সদ্ভাবের প্রতিরোধক বা বিনাশক হইতে পারে না বরং উহার বৃদ্ধি করে।

ভগিনীগণ! তোমরা যে অল্পশিক্ষারূপ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ গৃহের বিষবায়ু সেবন করিয়া প্রকৃতিকে শোচনীয় দুর্ব্বলতায় পরিণত ও মানসিক স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতেছ, তাহা কি একবার অনুভব কর! অল্প-শিক্ষায় ভগিনী-গণের কত প্রকারে অনিষ্ট হইতেছে তাহা কি একবার চিন্তা কর! উচ্চ-জ্ঞানই যে সুখের মূল, উচ্চজ্ঞানই যে নরনারী উভয়েরই হৃদয়ে সর্ব্বোচ্চ আসন পাইবার উপযুক্ত, তাহা কি একবার উপলব্ধি কর? দেখ! পুরুষজাতির মধ্যে যিনি এই সুখপ্রদ কল্যাণপ্রদ শান্তিপ্রদ জ্ঞানের বিন্দুমাত্র আস্বাদন পাইয়াছেন, তিনিই ইহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে কত শত কঠোর সাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। কেহ আত্মীয় স্বজনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছেন; কেহ প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া রাক্ষস তুল্য অসভ্য জাতিদিগের অস্ফুট ধর্ম্ম ভাবের ও নৈতিক ভাবের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য তাহাদিগের মধ্যে গিয়া পড়িতেছেন, কোন কোন মহাত্মা সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক ব্যাপার হইতে আপনাদিগকে বিমুক্ত করিয়া দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ হস্তে নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ, কেহ আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ ও জীবতত্ত্ব অবগত হইতেছেন; কেহ নিজ শরীর ভুলিয়া অসঙ্গত চিন্তা অধ্যয়নাদিতে দিবারাত্রি মস্তিষ্ককে বিলোড়িত করিতেছেন।

মহাত্মাগণ এই যে সব কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছেন, সে কেবল অক্ষয় অবিনাশী জ্ঞান ধনে ধনী হইবার জন্য। ভগিনীগণ! তোমরা কি চিরদিনের জন্য এ অধিকারের বাহিরেই থাকিবে? বিজ্ঞান, দর্শনের কঠোর চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে চিরদিনই অবহেলা করিবে? উন্নত-জ্ঞান অমৃতময় ফলপ্রসূতি; উন্নত-জ্ঞান—অমৃতময় ফল হস্তে করিয়া নরনারী উভয়কেই আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। নরনারী উভয়েরই জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য—উন্নত জ্ঞানধর্ম্মে হৃদয়কে উন্নত করা। আর এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানই উন্নত ধর্ম্মভাবে উত্থিত হইবার সহজসোপান। কেবলমাত্র সন্তান পালন, সংসারের সুশৃঙ্খলাসাধন, বা মনোহর শিল্পাদিতে নিপুণতা লাভ করিতে পারিলেই (যদিও এ সকলে হৃদয় নীচ হয় না, বরং উন্নতই হইয়া থাকে) জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। সর্ব্ব-নিয়ন্তার মঙ্গল নিয়মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া, সৃষ্টিকৌশল প্রকৃতরূপে বুঝিয়া তাঁহার প্রতি প্রাণের ভক্তিপ্রীতি অর্পণ করিয়া আত্মাকে সুশীতল করা; আর কি ভাল, কি মন্দ, কি মঙ্গল, কি অমঙ্গল, কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, কি ধ্রুব, কি অধ্রুব, কি প্রেয়, কি শ্রেয়—এ সকল বিশেষরূপে স্বাধীনভাবে চিন্তা দ্বারা অবগত হইয়া এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে স্বাধীনভাবে চলিতে

চলিতে মানসিক মহত্তোৎকর্ষতা লাভ করতঃ চিরজীবন অটল বিমল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করাই যদি নশ্বর মানব-জীবনের পরম লক্ষ্য ও চরম উদ্দেশ্য হয় ; তাহা হইলে ভগিনীগণ! আমাদের এমন সব শিক্ষনীয় বিষয় আছে যেখানে পৌঁছিতে আমাদের যুগযুগান্তর ও কাল কালান্তর সময়ের আবশ্যক। এখনও আমাদের শিক্ষোপযোগী অসংখ্য বিষয় সম্মুখে বিস্তারিত রহিয়াছে। প্রকৃতির জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার অনন্ত বিদ্যালয়ের যে শ্রেণীতে পাশ্চাত্য দেশীয় বিদুষী ভগিনীগণ অধ্যয়ন করিতেছেন, ভারতবাসিনী ভগিনীগণ তদপেক্ষা বহু বহুতর নিম্ন-শ্রেণীতে পাঠাভ্যাস করিতেছেন। ভগিনীগণ! শিক্ষা বিষয়ে এখনও আমাদের নিদারুণ অভাব! শোচনীয় অচিন্তনীয় অবর্ণনীয় অভাব!! প্রাণনাশক মারাত্মক, সাংঘাতিক অভাব!!! এই নিদারুণ অভাব হৃদয়ে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া ব্যথিত ও বিনম্র হৃদয়ে যথাসাধ্য কিছু প্রকৃত শিক্ষার জন্য এস সকলে যত্নশালিনী হই।

ভগিনীগণ! অল্প শিক্ষা বহু অমঙ্গলের প্রসূতি, অল্প শিক্ষা অহঙ্কারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। অনেক অনেক ভগিনী একটু আধটু মাত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মনে করেন, আমরা লেখাপড়া শিখিয়াছি, কিন্তু কি শিখিয়াছেন, তা একবারও বুঝিতে পারেন না। তা হবেই

ত; যিনি যত শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি লাভ করেন, তাঁহার নিজ মূর্খতা তত বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, তিনি ততই বিদ্যার অপার অসীম ভাব উপলব্ধি করিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, আর শিক্ষা বিষয়ে যাঁহার যত অবনতি, তাঁহার ততই শিখিয়াছি ও জানিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার; স্বাভাবিক তেজস্বিনী কল্পনা ও সুদূরদর্শিনী প্রতিভা বিদ্যমান থাকিলেও যে কোন বিষয় বা বস্তুর "বড়" যিনি অধ্যয়ন বা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত না করিয়াছেন—(এখানে বড়র অর্থ কেবল আকারে বড় নহে; আকৃতিতে, প্রকৃতিতে, শ্রেষ্ঠত্বে, ঔৎকর্ষে সর্ব্ব বিষয়ে যাহা বড়) তাঁহার পক্ষে সেই বিষয় বা বস্তুর বড় একটা ভাব, বড়র একটা কল্পনা বা বড়র একটা আভাস হৃদয়ঙ্গম করা যার পর নাই দুরধিগম্য ও দূরায়ত্ত সন্দেহ নাই। যেমন, যে দরিদ্রসন্তান চিরদিন শাকান্নে প্রতিপালিত, সে কখনও পোলান্নের স্বাদ অনুভব করিতে সক্ষম নহে; যেমন, যে দরিদ্র গৃহস্থ চিরদিন সামান্য ও স্বল্পমূল্য গৃহ সজ্জায় গৃহ সজ্জিত করিয়াছেন, তিনি কখনও ধনীর বহুমূল্য সু-পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খলাযুক্ত গৃহ সজ্জার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারেন না; যেমন, নিজ গৃহ ও কয়েকটী প্রতিবেশী মণ্ডলীর মধ্যে চিরদিন বাস করিলে (ভূগোল বা ভূতত্ব পাঠ ব্যতীত)

এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর আকৃতি, ব্যাস, পরিধি প্রভৃতি এবং নানা দেশের নানাভাব, নানা বৈচিত্র্য প্রতীতি করিতে কেহই সমর্থ হয় না; তেমনি ভগিনী-গণের মধ্যে যাঁহারা কয়েকখানি নাটক, উপন্যাস, বা কবিতা পাঠ ও পত্রাদি লেখা ব্যতীত আর কোনরূপ বিদ্যাচর্চ্চায় মনোযোগিনী নহেন; অথবা যাঁহাদের পিতা ভ্রাতা বা স্বামী পুত্র দর্শনবিজ্ঞানালোচনায় বিমুখ, যাঁহারা এ সব বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ তাঁহাদের নিকট শ্রবণ বা আলোচনাদি করেন নাই; তাঁহারা—জ্ঞানী-গণের মুকুরে কত জড়তত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব নভোতত্ত্ব প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত হয়, কত যে বিদ্যার অসীমত্ব, এবং বিজ্ঞান দর্শন জগতের অনন্তত্ব ও তাহার অভ্যন্তরস্থ বৈচিত্র্য, গাম্ভীর্য্য, এবং সৌন্দর্য্য—ইহা কিরূপে অন্তরে অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন!! সুতরাং তাঁহারা যে অল্প শিক্ষাতেই আপনাদিগকে লেখা পড়া জানা স্ত্রীলোক বলিয়া অভিমানিনী হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যই বা কি, বিচিত্রতাই বা কি, আর তাঁহাদের দোষই বা কি! তাই বলিতেছি ভগিনীগণ! এস আমরা উপরোক্ত মহানিষ্ট নিবারণ জন্য যথাসাধ্য জ্ঞানা-লোচনায় যত্নবতী হই; তাহা হইলে আমরা জ্ঞানের অসীমত্বের কিঞ্চিৎ আভাস উপলব্ধি করিবার শক্তি প্রাপ্ত

হইয়া অল্পশিক্ষাপ্রসূত মিথ্যা অভিমানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সক্ষম হইব।

ভগিনীগণ! বল দেখি; আমাদের মধ্যে—আবার যাঁহারা জীবনের ঊষাকালে বিধাতা কর্ত্তৃক সংসার হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অল্প শিক্ষা কত অনিবার্য্য ও দুর্ব্বিসহ দুঃখ ও কষ্টের কারণ! যদি তাঁহারা আজ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজ নিজ দুর্ভাগ্য চিন্তা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, অমূল্য উন্নত চিন্তায়—অমূল্য সময় কাটাইতে পারিতেন; তাঁহাদিগকে দুর্ভাগ্যের বিষম চিন্তানলে দিবানিশি দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে হইত না; তাঁহাদিগকে পরের গলগ্রহ হইয়া আমরণ পরাধীনতার শিকল পরিয়া থাকিতে হইত না ও তাঁহাদের দ্বারা স্বদেশেরও প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা থাকিত। এদিকে সৌভাগ্যবতী অল্প বয়স্কা নারীগণ অল্প শিক্ষার জন্য ভাল ভাল জ্ঞান বিজ্ঞানপূর্ণ পুস্তকাদি পাঠে অযোগ্যতানিবন্ধন অপাঠ্য কুপাঠ্য নাটক উপন্যাসাদি পাঠে মনোযোগিনী হইয়া প্রাচীনাগণের স্কন্ধে সংসার ভার অর্পণ করিয়া বৃথা সময় ক্ষেপণ করিতেছেন; —অধুনা ইহাতে ভারতের গৃহে গৃহে অশান্তি বিরাজ করিতেছে, প্রাচীনাগণ বধূ ও কন্যাগণের এবম্বিধ ব্যবহারে সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট মনে কালযাপন করিতেছেন। উচ্চ

উচ্চ ও দুর্ব্বোধ্য বিষয়ে মনঃসংযোগের ক্ষমতা বা অভ্যাস থাকিলে আপনা হইতেই কুপাঠ্য পাঠে সময় কাটাইতে তাঁহাদের লজ্জা ও অরুচি জন্মাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক স্থলে আবার এই অল্প শিক্ষাই নারীর শোচনীয় অধঃপতনের কারণ হয়. যে সব নারীর প্রত্যেক অস্থিতে অস্থিতে পবিত্রতার অগ্নি জ্বলিতেছে, যাঁহাদের প্রত্যেক ধমনীতে পবিত্রতার শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহাদের কথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু যে সব নারীর হৃদয়ে পবিত্রতার স্বাভাবিক উৎস উৎসারিত হয় না, অপবিত্রভাবে যাহাদের স্বাভাবিক ঘৃণা নাই, বিধি যে সব নারীর হৃদয়গঠনের উপাদান বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতার চির সম্মিলন ঘটান নাই, যাহারা সঙ্কীর্ণ-মনা ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অক্ষম; সেই সব কৃপা-পাত্রী মেয়েদের পক্ষে অল্পশিক্ষা এক মহা বিনাশের ও অধোগতির কারণ; আর এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ভগিনীগণ! এই অল্পশিক্ষা আমাদের মহৎ অনিষ্টের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইহা হইতেই শোকের প্রবলতা, পরাধীনতা, শিক্ষাভিমান, আলস্য ও অধঃপতনের উৎপত্তি; তাই আবার বলি ভগিনীগণ! শিক্ষাবিষয়ে আমাদের এখনও নিদারুণ অভাব! শোচনীয় অচিন্তনীয় অবর্ণনীয় অভাব! প্রাণনাশক, মারাত্মক, সাংঘাতিক অভাব!

উপসংহারে নারীহিতৈষী সদাশয় মহাত্মাগণের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, যদি আপনারা নারীগণের উন্নতিতে আপনাদেরও উন্নতি নির্ভর করে ইহা বুঝিয়া থাকেন, যদি আপনারা নারীগণের হৃদয় ভাবকে জ্ঞানসংযুক্ত দেখিতে চান, যদি নারীগণকে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করিতে চান, যদি নারীগণকে পরের গলগ্রহ দেখিতে না চান, যদি নারীগণ অত্যুত্তম গৃহিণী হইবে, ইহা প্রার্থনা করেন; যদি ভাবী বংশধরগণ উন্নত জ্ঞানধর্ম্মে সমুন্নত হইবে, ইহা ইচ্ছা করেন; তাহা হইলে স্ত্রী-শিক্ষার সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবেন না; বরং যাহাতে নারীগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন, যাহাতে বিজ্ঞান দর্শনে কোমল নারীহৃদয় অলঙ্কৃতা হইতে পারে, তজ্জন্য আরও যত্নশীল হউন।

স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা।

অধুনা সভ্য দেশীয় ব্যক্তি মাত্রেই কেহ আর—স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী নহেন ; কিন্তু—স্ত্রীজাতিকে উচ্চ শিক্ষায় অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য কি না" এ সম্বন্ধে এখন স্থানে স্থানে সমালোচনা হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যাহা কিছু ভাল, যাহা সর্ব্বজনীন হিতজনক, তাহাতে নরনারী সকলেরই সমান অধিকার। নারী মাত্রেই যে উচ্চ শিক্ষার সমুন্নত শিখরে আরোহণ করিয়া মানবজীবন সার্থক করিতে সক্ষম হইবে, তাহা নহে, কারণ সাংসারিক দুরবস্থা, অসুস্থতা, বুদ্ধি হীনতা, প্রভৃতি অপরিহার্য্য বাধা চিরদিন ঘোরতর অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিবে। তা বলিয়া অধিকার না দিবার কারণ কি ? যাহা হউক, "স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষায় অধিকার নাই" এরূপ সঙ্কীর্ণ মতের পরিপোষক যাঁহারা করেন, তাঁহাদের মতের অনুদারতা পৃথিবীতে আর অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারিবে না। যেমন স্রোতস্বতীর স্রোতাবেগে ক্ষুদ্র তৃণ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি কালের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনের প্রবল স্রোতে তাঁহাদের এ সঙ্কীর্ণ মত যে কোথায়—ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু মনুষ্যত্ব লাভের উপায়, যাহা কিছু চির মঙ্গলজনক,

তাহাতে জাতি, বর্ণ, সভ্য, অসভ্য, নরনারী নির্ব্বিশেষে সমান অধিকার দিতে যাঁহারা সঙ্কুচিত, ও কুণ্ঠিত, তাঁহারা যে ন্যায়বাদ ও সাম্যবাদের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহাদের জ্ঞান ও বিদ্যাতে কলঙ্ক আনয়ন করেন; তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা কিছু ভাল, তাহাতে অধিকার না দেওয়ার অধিকার ন্যায়তঃ—জগতে কাহারও নাই।

উচ্চ শিক্ষা বিহীন মানব জীবন শূন্য ভাবে অবস্থিতি করে। অনেকে হয়ত বলিবেন, "এই ত কত মূর্খ ও সামান্য শিক্ষিত নরনারী এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে কে আর উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতেছে, সকলেই ত জীবিত থাকিয়া নিজ নিজ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছে।" ভগিনীগণ! কেবল ধমনীতে শোণিত ধারা সঞ্চালিত ও নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইলেই এবং দৈনন্দিন সাংসারিক কার্য্য কলাপ নিষ্পন্ন করিতে পারিলেই আমরা তাহাকে জীবিত জীবন বলিয়া কখনই অভিহিত করিতে পারি না। যে জীবনোদিত সত্য সূর্য্য প্রাকৃতিক সূর্য্যের ন্যায় অযাচিত, অবারিত ও অবাধিত এবং সুবিস্তৃত ভাবে জগতে নিজ জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে না পারিল! যে জীবন আলোক স্তম্ভরূপে সংসার সমুদ্রের যাত্রী ও নাবিকদলকে লক্ষ্য পথ দর্শাইতে

এবং বহুবিধ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে না পারিল, যে জীবনের নিরুপম দৃষ্টান্ত সুষমায় নরনারী সকলে মোহিত বিস্মিত ও নিজ নিজ জীবনকে পরিবর্ত্তনাভিমুখে আনয়ন করিতে না পারিল, যে জীবনের বৈদ্যুতিক প্রভাব নরনারী সকলের প্রাণকে জীবন্ত-ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে না পারিল! যে জীবনের জ্যোতি অন্যান্য সাধারণ জীবন সমূহে বিকীর্ণ ও চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতে না পারিল! যে জীবন মনুষ্যত্ব-সাধক কোন না কোন বিষয়ের নবাবিষ্কৃত নবসত্য প্রেমভরে জগৎকে প্রদান করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইতে না পারিল! যে জীবন মরিয়াও জীবিত থাকিতে না পারিল! সে জীবন কি জীবিত জীবন? না মরণের প্রতিচ্ছায়া!! অবশ্য উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সকল নারীই যে ঐরূপ আদর্শে জীবন গঠন করিতে সক্ষম হইবেন, সে আশা বৃথা!— কারণ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত পুরুষ আজকাল অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মনুষ্যত্ব-সাধক গুণে ভূষিত হইয়াছেন, উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত এরূপ পুরুষ অতি বিরল!—সন্দেহ নাই। তাহাতে নারীজাতি যে বহু প্রকার প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও আদর্শ জীবন গঠন করিতে সক্ষম হইবেন, ইহা ত কল্পনাও করিতে সাহস হয় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, যে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে অধিকাংশ

নরনারীই আদর্শ জীবন যে কি, তাহা দূর হইতে দৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন, এবং ক্রমে ক্রমে আদর্শ জীবনের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে সচেষ্টিত হইবেন।

ভগিনীগণ! উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য উন্নত-সুজ্ঞান লাভ করা, উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেও অনেকে এই সুজ্ঞান লাভের অধিকারী হইতে পারেন না। কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষা করিলে সুজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস এখানে লিখিত হইতেছে। মনুষ্য মাত্রেরই ভ্রম ও রুচি তারতম্য থাকার অনিবার্য্য সম্ভাবনা, তজ্জন্য যাহা কিছু পাঠ কর না কেন, তাহা অতুলনীয় প্রতিভাশালী লেখকের লেখনী বিনিঃসৃত হইলেও সেই পঠিত বিষয়রূপ বহুমূল্য গৌরবান্বিত সুবর্ণকেও নিজ নিজ স্বাধীন-চিন্তা রূপ—কষ্টিপাথর দ্বারা কষিয়া লওয়া প্রত্যেক সুজ্ঞান লাভার্থী নরনারীর অতীব কর্ত্তব্য। যদি এক ঘণ্টা পাঠ কর, তাহা হইলে দু ঘণ্টা সেই পঠিত বিষয় চিন্তা কর! দ্বিতীয়তঃ কেবল গ্রন্থকীট হইয়া বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে, আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মদর্শী মহাজনোক্ত ধর্ম্ম নৈতিক উপদেশ সমূহ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, এবং যে মহাত্মারা প্রকৃতির মূলদেশে বিচরণ করতঃ বহু কৃচ্ছ্র-সাধনে প্রাকৃতিক মৌলিক তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া সাদরে তোমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, পাঠান্তে সেই

তত্ত্ব সকলের সুগভীর মর্য্যাদা বিশেষরূপে অনুভব করিয়া প্রকৃতির অন্তর বাহিরের সৌন্দর্য্য যথাসাধ্য প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত বিমুগ্ধ ও বিস্তৃত ভাবাপন্ন হওয়াও প্রত্যেক সুজ্ঞান লাভার্থী নরনারীর অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। উচ্চ-শিক্ষা প্রসূত সমুন্নত জ্ঞানে হৃদয়, মন, ও বুদ্ধি মার্জ্জিত দর্পণের ন্যায় বিমল হইলে তাহাতে যে প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক মহা সত্য সকল প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে, যদি সেই মহা সত্য সমূহ বিশ্বজনীন অযাচিত প্রেমভরে পৃথিবীর ভাই ভগিনীগণকে বিতরণ করিবার প্রবল বাসনা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলেও সুজ্ঞান লাভের অনিবার্য্য সম্ভাবনা, কারণ যে কোন উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত নরনারীর চিত্ত উপরোক্ত বাসনায় অনুপ্রাণিত হয়, তাঁহারই হৃদয়ে সতত এই শঙ্কার উদয় হয়, যে, পাছে আমি কুসংস্কার মিশ্রিত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, বা নিন্দনীয় নীতির অনুমোদন করিয়া অথবা ভ্রম প্রমাদ কলুষিত নৈসর্গিক সত্য প্রকাশ করিয়া সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে মহা অমঙ্গলের বীজ বপন করতঃ ইহলোক হইতে অবসৃত হই ! এই মহা শঙ্কায় তাঁহাকে সতত সত্যানুসন্ধানের সুগভীর ভাবনায়, ও স্বাধীন চিন্তার অবিশ্রান্ত পরিচালনায় নিযুক্ত থাকিতে হয়; তজ্জন্য তিনি আশাতীত সুজ্ঞান লাভের অধিকারী বা অধিকারিণী হয়েন। প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মহা প্রতিভা-

শালী মহা পণ্ডিতগণ মানবসাধারণের জন্য যে সত্যরূপ বিশুদ্ধ দুগ্ধ রাখিয়া যান, তাহাই স্বাধীন চিন্তারূপ মন্থনে মথিত হইলে—যে নিরজ, নির্ম্মল নবনীত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পৃথিবীস্থ ভাই ভগিনীগণকে সমাদরে প্রদান করিবার উপযুক্ত সামগ্রী।

ভগিনীগণ! উচ্চশিক্ষায় জ্ঞান, বুদ্ধি ও মন সুমার্জ্জিত সুপ্রসারিত ও সুব্যবস্থিত হয়, উচ্চ শিক্ষায় সুদৃঢ়তা, নির্ভীকতা, স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন শিক্ষা হয়, উচ্চশিক্ষা মানবকে অসাধারণত্বে, মনুষ্যত্বে, ও দেবত্বে উত্থিত হইবার অধিকার প্রদান করে,—উচ্চশিক্ষায় প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের নব নব সত্যরত্নখনি আবিষ্কার করিবার বিশেষ ক্ষমতা ও যোগ্যতা মানব লাভ করে! উচ্চশিক্ষা লব্ধ জ্ঞানের এমনি সঞ্জীবনী শক্তি যে, মানুষ বিগত হইলেও নিজ অসাধারণ শক্তি ও প্রভাব মানবজাতির মধ্যে চিরদিন সঞ্চারিত করিতে থাকে।

তবে যে কখন কখন কোন কোন স্থলে ইহার সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল ও সুজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কুজ্ঞান দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কেবল নিরাবিল স্বাধীন চিন্তার অভাব, ও প্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক সত্য সমূহ বিপরীতার্থে গ্রহণ, এই দুই কারণে উচ্চশিক্ষার সুফল সকল স্থলে পরিদৃষ্ট হয় না, ইহাই প্রতীয়মান হয়। উচ্চশিক্ষায় অনেক স্থলে

সত্য সকল এমন নীরস কঠোর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দেন, যে স্ত্রীলোক ত দূরের কথা, অনেক উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষও সেই ভয়াবহ মূর্ত্তির নিকটস্থ হইতে কদাচই সম্মত হয়েন না, এবং জীবনান্ত পর্য্যন্ত চির পোষিত কুসংস্কার দলন সেই মহা পরাক্রান্ত সত্যবীরের মহা তেজস্বিতা সহ্য করিতে অপারক হইয়া দূর হইতে দূরান্তরে পলায়ন করেন। এইরূপ প্রকৃতির নরনারীরা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও যে কখনই প্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উজ্জ্বল তেজোময় সত্য অনুভব করিয়া সুজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়। আবার উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক ভগিনীকে উন্নত নীতি সম্বন্ধেও বিপরীতার্থ গ্রহণ করিতে দেখা যায়, কেহ হয় ত দেবত্ব-প্রদ স্বাধীনতার সঙ্গে স্ত্রী জাতির একান্ত পরিত্যাজ্য স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কেহ হয় ত মনুষ্যত্ব প্রদ আত্মমর্য্যাদার উচ্চাসন ঘৃণার্হ আত্মম্ভরিতাকে প্রদান করিয়া বসিলেন, কেহ হয় ত তেজস্বিতার নামে স্ত্রীজাতির জীবন শোভা সংসার তাপহরণ চিরযত্নরক্ষিত অতি আদ-রের ধন কোমলতাকে বিসর্জ্জন দিয়া কঠোরতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নারী নামে কলঙ্ক আনয়ন করিলেন, কেহ হয় ত স্বাবলম্বনের নামে আত্মীয় স্বজনের অপ্রিয়কর শাস্ত্রানুমোদনীয় স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া বসিলেন,

ইত্যাদি। কিন্তু ভগিনীগণের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, উপরোক্ত উন্নতনীতি সমূহের বিপরীতার্থ গ্রহণ কেবল প্রকৃতির সরলতা, আত্মানুসন্ধান, সত্যানুসন্ধান, স্বাধীন চিন্তার অভাবনিবন্ধন ঘটিয়া থাকে, উচ্চশিক্ষার দোষে নহে। তবে আমরা একথা বলিতেছি না যে, নারীজাতির উচ্চশিক্ষা একবারে দোষস্পর্শ শূন্য! যা অতি অল্প মাত্রায় দোষ আছে, তাহা গণনার মধ্যে আনয়ন করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ জগতে যে কোন বিষয়েরই হউক, ভালর যাহা উচ্চতম আদর্শ, তাহারও দোষানুসন্ধান করিলে অতি অল্প পরিমাণে দোষ বাহির হইয়া পড়ে, সেজন্য মঙ্গল যাহা ভাল যাহা, তাহা কেহই পরিত্যাগ করেন না, এবং করাও নিতান্ত অযুক্তিকর সন্দেহ নাই।

স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার সময়—

কৌমার্য্যাবস্থাই যে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার উন্মুক্ত, উপযুক্ত ও উৎকৃষ্টতম সময়, ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না, যদিও স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কৌমর্য্যাবস্থাই শিক্ষার অত্যুত্তম অবস্থা, এবং একান্ত উপযুক্ত সময়; কিন্তু যদি পুরুষের অভিভাবক বা কর্ত্তৃপক্ষীয় লোক বর্ত্তমান থাকেন, এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চিন্তিত না হইতে হয়, তাহা হইলে পুরুষজাতি দার পরিগ্রহ করিয়া সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও উচ্চশিক্ষায়

শিক্ষিত হইতে পারেন, ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে ; কিন্তু বিবাহিতা হইয়া কোন নারী উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা হইতে সক্ষমা হইয়াছেন, এ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নিতান্তই বিরল। ইহার কারণসমূহ বুদ্ধিমান পাঠকপাঠিকা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। ইহার কারণ এই যে, স্ত্রীজাতি বিবাহিতা হইলেই তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষীয়াগণ বর্ত্তমান, এবং দাসদাসী পাচক পাচিকা নিযুক্ত থাকিলেও সংসারের খুঁটিনাটী কার্য্যে এবং সন্তানসন্ততি পরিবেষ্টিতা হইয়া তাঁহাকে এরূপ বিব্রত থাকিতে হয় যে, সে সময় তাঁহার উচ্চশিক্ষার বা উন্নত চিন্তার অবসর প্রাপ্ত না হইবারই সবিশেষ সম্ভাবনা। মাতার চিত্তের এরূপ নৈসর্গিক নিয়ম, যে সন্তান অন্যের ক্রোড়ে বা অন্যের দ্বারা লালিত হইলেও মাতার ঐকান্তিক স্নেহপ্রবণ হৃদয় মন পলকে পলকে সেই সন্তানের দিকেই আকর্ষিত হয়। এ অবস্থায় কি প্রকারে তাঁহাদিগের উচ্চ শিক্ষার আশা করা যাইতে পারে এবং এ সমস্ত নৈসর্গিক অপরিহার্য্য নিয়মের প্রতিরোধ কথনও সম্ভব নয়।

সংসারকে একটী ক্ষুদ্র রাজ্যবিশেষ বলা যায়, ইহাতে রাজা রাণী বা রাজপ্রতিনিধি, ধন-ভাণ্ডার, আয় ব্যয়ের হিসাব গণনা, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ছাত্র ছাত্রী, অধ্যাপক, সভা, সমিতি, প্রভৃতি এবং পরিবারবর্গরূপ প্রজা-

গণের স্বাস্থ্য, সুখ, সন্তোষ, ও শান্তিরক্ষা প্রভৃতি সমস্ত-গুলিই এই সংসাররূপ ক্ষুদ্র রাজ্যে ক্ষুদ্রাকারে আবশ্যক করে। এই ক্ষুদ্র রাজ্য যথাবিহিতরূপে শাসন ও পালন করিবার সময় উচ্চশিক্ষার অবকাশ প্রাপ্ত হওয়ার অত্যল্প সম্ভাবনা, এবং ইহাও সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যেমন কোন রাজা বা রাজপ্রতিনিধি অগ্রে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট না হইলে, কোন রাজ্যশাসন বা পালন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন না; প্রকৃতি মাতা যেমন গর্ভস্থ শিশুর ইন্দ্রিয়াদি পৃথিবী বাসোপযোগী পরিপুষ্টতা লাভ না করিলে তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেন না; প্রাচীন কালের আর্য্যঋষিগণ যেমন শিষ্যকে তৎকালীন সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ না দেখিলে দারপরিগ্রহানন্তর সংসারে প্রবেশাধিকার দিতেন না, তেমনি প্রত্যেক পিতা মাতা কন্যাকে, অর্থাৎ সংসার রাজ্যের রাণীকে যত দিন না উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা ও গার্হস্থ্য নীতি অর্থাৎ সংসার রূপ রাজ্যের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বিশেষরূপে লাভ করিয়াছে ইহা জ্ঞাত হইবেন, ততদিন কন্যাকে উদ্বাহ-শৃ লে আবদ্ধ হইতে দিবেন না। যখন কন্যা, পরা, অপরা, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিতা হইয়াছেন জানি-বেন, তখন তাঁহার পাণিগ্রহণ করাইয়া নিজেরা পরম

সুখী এবং চিরদিনের জন্য কন্যার সুখ সুবিধা ও শান্তির দ্বারোদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবেন। যে পিতামাতা মনে করেন যে, শিক্ষার কতকাংশ বা কন্যার কৌমার্য্যাবস্থায় সম্পন্ন হইল, আর কতকাংশ বা বিবাহিতাবস্থায় সম্পাদিত হইবে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি! তাঁহারা কখনই আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন না। কারণ পূর্ব্বোক্ত সংসার পালন ও সন্তানপালন ত আছেই, তদ্ব্যতীত যদি কন্যা দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃ দারিদ্র্যদশা বা বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হন, তবে সে দুঃসহনীয় বিপাকে কন্যার সুখসূর্য্য অস্তমিত হইল, সর্ব্ব আশার মূলোৎপাটিত হইল, জীবনে নিদারুণ পরিবর্ত্তম সংঘটন করাইল, হয় ত বা পরানুগৃহীত হইয়া জীবন কাটাইতে হইল, এইরূপ দুর্ব্বিসহ ভগ্নোৎসাহ ও ভগ্নচিত্তে কিরূপে সাধারণ প্রকৃতি ভগিনীগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিবেন? কথিত আছে, প্রাচীনকালের বিদুষী রমণীরত্ন লীলাবতী বালবিধবা ছিলেন, তাঁহার স্নেহময় পিতা বলিয়াছিলেন, "আমি আমার কন্যা লীলাকে সর্ব্ববিদ্যায় বিশেষতঃ সুকঠিন গণিত বিদ্যায় সতত অভিনিবিষ্ট করাইয়া রাখিব, নতুবা কি প্রকারে আমার বালিকা কন্যা বৈধব্যের নিদারুণ কঠোর যন্ত্রণা ভুলিতে সক্ষম হইবে।" কিন্তু এরূপ পিতা ও কন্যা পৃথিবীতে কয়জন আছেন? এতাদৃশ ভয়াবহ বিষম ভগ্নোৎসাহ অবস্থাতেও যদি কোন

নারী উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তিনি যে অসাধারণ ধৈর্য্যশালিনী ও মেধাবিনী তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ নারীজীবন অতি বিরল। কৌমার্য্যাবস্থায় উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিতা হইয়া থাকিলে ভগিনীগণের অপরের গলগ্রহ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এবং নানা প্রকার উন্নত চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের বিষম জ্বালা কতক পরিমাণে দূরীকরণে সমর্থ হইতে পারেন। বিবাহিতাবস্থায়, দারিদ্র্যদশা এবং বৈধব্য দশায় ভারতীয় ভগিনীগণের উচ্চশিক্ষা লাভ করা নিতান্তই সুকঠিন, ও সুদূরপরাহত। কৌমার্য্যাবস্থাই তাঁহাদের উচ্চশিক্ষার পক্ষে অতীব উন্মুক্ত, উপযুক্ত ও উৎকৃষ্টতম সময় সন্দেহ নাই।

স্ত্রীজাতির পাঠ্যনির্ব্বাচন।

যদিও ছাত্র বা ছাত্রীগণের পাঠ্য বিষয়—শিক্ষা-সংস্কারক কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণদ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে, তত্রাচ আমরা এমন দু-চারটী পাঠ্যবিষয়ের কথা বিবৃত করিব, যাহা পুরুষজাতি শিক্ষা না করিলেও তাদৃশ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সেগুলি স্ত্রীজাতির পাঠান্তর্গত না থাকিলে তাঁহাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং জীবনের কার্য্য কতক পরিমাণে অসম্পন্ন থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংসার বা গার্হস্থ্যাশ্রম একটী

ক্ষুদ্র রাজ্যবিশেষ। অনেক ভগিনীই সংসারধর্ম্ম ও সন্তানপালন অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ, ও দায়িত্ব-বিহীন কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। অনেকের ধারণা এই যে, রন্ধন পরিবেশন, ও গৃহসামগ্রী পরিষ্কার করণের নামই সংস্কার ধর্ম্ম পালন, এবং সন্তানগণের দেহ পরিষ্কার ও অশন বসনের সুব্যবস্থা করার নামই সন্তান পালন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এই সংসারধর্ম্ম ও সন্তানপালনের অর্থ অতি ব্যাপক, ও অপরিমেয় বিস্তীর্ণতাসম্পন্ন। এই ব্যাপকতা ও বিস্তীর্ণতা সংরক্ষণকল্পে নিম্নোক্ত পাঠ্য বিষয়গুলি কিয়ৎ পরিমাণেও সহায়তা করিতে সমর্থ হইবে, বোধ হয় তন্নিমিত্ত নিম্নোক্ত পাঠ্য বিষয়গুলি স্ত্রীজাতির পাঠ্যন্ত-ভুক্ত থাকা আমরা একান্ত প্রার্থনীয় ও বাঞ্ছনীয় মনে করি।

১। শারীর বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান। এদেশীয় নারীগণের শারীর-বিজ্ঞান ও চিকিৎসায়—অনভিজ্ঞতার জন্য সংসারে প্রতিনিয়ত অমঙ্গলের বিষ বায়ু সঞ্চারিত হইতেছে, নরনারী সেই বিষ বায়ুতে নিমজ্জিত থাকিয়া দিন দিন ম্রিয়মাণ ও অবসন্নতাকে প্রাপ্ত হইতেছেন, পরিবারস্থ সামান্য রোগাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা গৃহেই হওয়া অত্যাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। পুরাকালীন

নারীরা নানাপ্রকার মুষ্টিযোগ ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত শারীর-বিজ্ঞানে পারদর্শিনী ছিলেন, তাঁহারা প্রকৃতির সাহায্য-কারিণী দেবীর ন্যায় নিজ নিজ পরিবারে ও অপরের পরিবারে আপনাপন পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা প্রতি-ফলিত করিয়া পৃথিবীতে যে কত অনির্ব্বচনীয় অজস্র মঙ্গলোৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইদানীন্তন কালের মহিলাগণ না জানেন গাছ পাছড়ার গুণাবলী, আর না জানেন আধুনিক চিকিৎসা প্রণালী। শূন্য স্থান অবিলম্বে ভাল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ না করিলে তাহা যে ক্রমে নানাপ্রকার আবর্জ্জনা রাশিতে পূর্ণ হইয়া নয়নের অতৃপ্তিকর ও পূতিগন্ধ বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিবেই, এ কথা প্রত্যেক সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্ম-সংস্কারক ও শিক্ষা-সংস্কারক মহাত্মাগণের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যতদিন না ভগিনীগণের এই শারীর-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষাবিষয়ক শূন্য স্থান পূর্ণ হইতেছে, ততদিন পৃথিবীতে অশেষবিধ অমঙ্গল অসুবিধা ও দুঃখ অশান্তি বিরাজ করিবেই। ধাত্রীবিদ্যা এবং পশু পক্ষিগণের দেহতত্ত্ব ও চিকিৎসাও তাহাদের শারীর-বিজ্ঞান শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। উপরোক্ত শিক্ষালাভ যে কেবল পারিবারিক মঙ্গলের জন্য তাহা নহে, পৃথিবীর

প্রভূত কল্যাণ-সাধনের জন্য। যদিও দুঃখী অনাথ অসহায় মানবের ও পশু পক্ষিগণের রোগের শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করা স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিরই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণণীয়, কিন্তু স্ত্রীজাতিরই ইহাতে অধিকতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বলিয়া অনুমিত হয়, কারণ বিধাতা তাঁহাদিগকে দয়া, সেবাপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা পুরুষাপেক্ষা অধিকতররূপে প্রভাবান্বিতভাবে ও প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়াছেন। ইহাই জগতের এক অবিনশ্বর সত্য ও অকাট্য নিয়ম, যে ব্যক্তিগত বা জাতি-গতই হউক, আর নর নারীগণের মধ্যেই হউক, যে কোন প্রকার বিশেষ শক্তি বিধাতা যে পরিমাণে যে ব্যক্তি বা যে জাতিকে প্রদান করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি বা জাতি সেই বিশেষ শক্তিকে পৃথিবীতে বিতরণ করিবার জন্য—সেই পরিমাণে দায়িত্ববিশিষ্ট এবং কর্ত্তব্যবদ্ধ। কেবল দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বদ্ধতার জন্যও নহে, ইহাতে তাঁহাদের স্ত্রীজীবন গঠনের পক্ষেও অতীব কল্যাণপ্রদ সহায়তা প্রদান করিবে। যে শোভনীয় কমণীয়ভাবের জন্য রমণীর রমণীয়ত্ব, স্ত্রীজাতির স্ত্রীজাতিত্ব, সেই কমনীয়-ভাবের পরিপোষণ, পরিবর্দ্ধন ও সম্প্রসারণকল্পে দয়া, সেবাপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা একান্ত আবশ্যক, আবার ঐ দয়া, সেবাপরায়ণতা, ও সহিষ্ণুতা যেমন শারীর-বিজ্ঞান

ও চিকিৎসাভিজ্ঞতা দ্বারা বিশেষরূপে ব্যাপকভাবে এবং জ্ঞানসহকৃত নৈপুণ্য সহকারে সম্পাদিত হইতে পারে, এমন অন্যতম কিছুতে সম্ভব নহে। চিকিৎসা বিষয়ে প্রধানতঃ—ধাত্রীবিদ্যা ও সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের কারণ ও লক্ষণ এবং পশুপক্ষিগণের দেহতত্ত্ব ও চিকিৎসা—ভগিনীগণ শিক্ষা করিবেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

২। উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও কৃষি-বিজ্ঞান।

স্ত্রীজাতি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে পারদর্শিনী হইলে এ অভাবান্বিত দেশ প্রভূত পরিমাণে অপ্রতুলতা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইতে পারে। অবস্থানুসারে সকল ভগিনীই ফল মূল শস্য ও পুষ্পাদি উৎপন্ন করিতে বা করাইতে পারেন। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারিণী বা কোন দেশের সাম্রাজ্ঞী, তাঁহারা স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে, উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বিদ্যালয়সমূহ সংস্থাপন এবং নিজ নিজ স্বাধিকারভুক্ত স্থানে যাহাতে কৃষককুল উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের নিয়মপ্রণালী অনুসারে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়, তাহার উপায়াবধারণে বিশেষরূপে কৃতকার্য্যশালিনী হইতে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা উদ্যান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমির অধিকারিণী অথবা কেবলমাত্র বাটীস্থ প্রাঙ্গণ ভূমির অধিকারিণী তাঁহারাও উদ্যান-পালক প্রভৃতির সাহায্যে যথাসাধ্য ফল মুল, শস্য, পুষ্প

উৎপাদন করিয়া সংসারের সুপ্রতুল ও স্ব স্ব নয়ন মনের বিনোদন এবং ভগবৎভক্তি প্রীতির পরিবর্দ্ধন সাধন করিতে সক্ষম হইবেন। শস্যক্ষেত্র ও তরুলতাগণ অনির্ব্বচনীয় চিত্তহারী এবং পবিত্র কুসুমরাজি ধরণীতে নিরতিশয় চিত্তরঞ্জন পদার্থ! কি সুন্দর সে মনোহারিণী অতুলনীয় রমণীয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, ভগিনীগণ! যখন আপনারা প্রভাতকালে শক্তি ও জীবনসঞ্চারিণী ঊষার কোমল স্পর্শে জাগ্রত হইয়া আপনাদেরস্বহস্ত রোপিত ও পালিত পুষ্পোদ্যানে নেত্রপাত করিবেন, তখন সেই শিশিরসিক্ত সদ্য প্রস্ফুটিত স্বর্গের পবিত্রতায় ও সুষমায় অনুরঞ্জিত কুসুমদল আপনাদিগকে নিঃশব্দ স্বর্গীয় বাণীতে সুমধুর আহ্বানে সম্বোধন ও সম্ভাষণ করিয়া বলিতে থাকিবে।

অনন্তের গুণকণা প্রকাশ করিতে,
ফুটেছি আমরা সবে বিমল প্রভাতে।
আমাদের শান্তস্নিগ্ধ পবিত্রতা হেরে,
অনন্তের লীলাকণা ভাব গো অন্তরে।
সূক্ষ্মরেণু মাঝে হের জ্ঞানের সূক্ষ্মতা,
পরাগ গর্ভ-কেশরে হের সুদূরদর্শিতা।
দল স্তরে, মধুবাসে হের শিল্পের চাতুরী,
লাবণ্য সৌরভে হের প্রেমের লহরী।

আমা সবে হেরে তাঁরে করগো অভিবাদন,
উভয় সৃষ্টির তাহে হবে সফল জীবন।

বিমল-প্রভাত-কালে, চিত্তহারী কুসুমদলের স্বর্গীয় আহ্বানে আপনাদের ভাবময় প্রাণের ভাবাবেগে ভগবদ্ভক্তি ও প্রীতির এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মহা বেগবতী তরঙ্গিণীর সৃষ্টি করিবে এবং সেই মহানদীর অনন্তোচ্চ উর্ম্মিমালা মহাবেগে অনন্তের সিংহাসন ধৌত করিয়া চলিয়া যাইবে। তাহাতে আপনারা হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে উচ্চতম নির্ম্মলতম শান্তি আরাম সম্ভোগ করিবেন। যে উদ্ভিদ-বিজ্ঞার শিক্ষাপ্রসূত সুফলে সংসারের সুপ্রফুল্ল, নয়নও চিত্তবিনোদন এবং ভগবৎ প্রীতির উদয় হয়, তাহা স্ত্রীজাতির অবশ্য শিক্ষণীয়।

৩। সঙ্গীত ও শিল্প।

পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকার সঙ্গীত আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সঙ্গীতই উচ্চ, উৎকৃষ্ট ও পবিত্রতম। সঙ্গীত যে কিরূপ রোগ শোক অপনোদনকারী ও প্রাণ মন বিমোহনকারী এবং হৃদয়ের অন্তঃস্তল আলোড়নকারী তাহা প্রকৃতিস্থ ভাবুক হৃদয় মাত্রই অবগত আছেন। উচ্চ জ্ঞান ও ভাব-সম্মিলিত সঙ্গীত যে কিপ্রকারে অতি সহজসিদ্ধভাবে হৃদয়ের অতি গভীর প্রদেশে প্রবেশ করে এবং স্বর্গ-

রাজ্যের পথ প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যায়, তাহাও সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন। যে সমস্ত সু-সঙ্গীত এরূপ মধুরতা, গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতাময়, তাহা বিধাতৃপ্রদত্ত ভাবপ্রধান স্ত্রীজাতির মুখ বিনিঃসৃত হইলে যে পৃথিবীর দুঃখ শোক পাপ তাপ অনেক পরিমাণে ভস্মীভূত হইবে, তাহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়। নানা জাতীয় অসংখ্য প্রকার শিল্পও পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, এবং তাহার ক্রমোন্নতিও হইতেছে, কিন্তু চিত্র বিদ্যাই ভগিনীগণের ভাবময় চিত্তোপযোগী বলিয়া আমাদের অনুমিত হয়, কারণ চিত্রবিদ্যায় সুনিপুণা হইলে যেমন তাঁহাদের নিজের, অপরের এবং সন্তানগণের প্রকৃতি ও চরিত্র-গঠনের সহায়তা করিবে, এমন অন্য কোন প্রকার শিল্পেতেই সম্ভাবিত নহে। যদি তাঁহারা প্রকৃতির নানাপ্রকার অসংখ্য আংশিক প্রতিচ্ছায়া অর্থাৎ নদ নদী সমুদ্র, বন উপবন, উদ্যান, প্রান্তর, নির্ঝর, জলপ্রপাত, উপত্যকা, অধিত্যকা, পর্ব্বত, প্রস্রবণ প্রভৃতি আঁকিতে পারেন ও মানব প্রকৃতির উচ্চতম মহত্ত্বের প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ধ্যান-স্তিমিত লোচন, সৌম্যমূর্ত্তি যোগীর চিত্র, কিম্বা লক্ষ্য সাধনে অনন্য মন ও একান্ত চিত্ত সংযোগকারী বৈজ্ঞানিকের চিত্র ; কিম্বা স্বপক্ষদলের অশ্রুপূর্ণ নেত্রের ও বিপক্ষদলের অননুভূত বিস্ময়-নিমগ্ন চিত্তের মধ্যবর্ত্তী দণ্ডায়মান, ন্যায়,

সত্য, স্বাধীনতা বা সতীত্বের জন্য অকাতরে পূর্ণ সাহসে প্রাণ সমর্পণকারী বীরাঙ্গনা বা বীরের চিত্র ; কিম্বা দম্পতি ভ্রাতা ভগিনী বা পিতা, দুহিতা, একযোগে অভিন্নচিত্তে মিলিত হইয়া সরল সকাতর নয়নে নিতান্ত অভাবগ্রস্ত অনাথ অসহায়ের জন্য পর্ণকুটীরে পথিপার্শ্বে বা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে আত্মত্যাগ ও স্বার্থ বিসর্জ্জনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, এরূপ চিত্রসমূহ অর্থাৎ মানব প্রকৃতি-গত মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতম উন্নততম মহত্ত্বের প্রতিচ্ছবি নৈপুণ্য সহকারে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হন,—তাহা হইলে যে তাঁহারা নিজ নিজ জীবনকে, দর্শকগণের জীবনকে এবং সন্তানগণের জীবনকে সুমহান মহত্ত্বের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর করাইবেনই, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগিনীগণ! যখন তোমরা সন্তানগণকে উপরোক্ত চিত্র সমূহ হৃদয়ঙ্গম করাইবে, তখন তাহারা ক্রমে ক্রমে মহত্ব ও মনুষ্যত্বের চরমোৎকর্ষ যে কি প্রকার, ও কিরূপ জ্ঞান, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের সোপানাবলম্বনে—পৃথিবীর সাধু মহাত্মাগণ মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের সমুন্নতচূড়ে আরোহণ করেন, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে, এবং ইহাতে তোমরা তোমাদের সন্তানগণের ভাবী উন্নতির পথ সুপরিষ্কৃত করিয়া দিতে সমর্থ হইবে।

৪। ধর্ম্মনীতি।

ধর্ম্মনীতির আলোচনা, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির জীবনের পক্ষেই নিতান্তই প্রয়োজনীয়। পিতামাতা সন্তানগণের অপরা বিদ্যা শিক্ষার জন্য যেরূপ প্রাণপণ যত্ন ও আগ্রহাতিশয় দেখাইয়া থাকেন, তাহাদের পরা-বিদ্যা শিক্ষার জন্যও তদ্রুপ যত্নাগ্রহ দেখান তাঁহাদের অতীব কর্ত্তব্য। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশিক্ষা ইংরাজ-রাজনীতির ও ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার বিরোধী হইলেও পিতামাতার কর্ত্তব্য যাহাতে সন্তানগণ প্রাচ্য দেশীয় সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ ষড়দর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকময় দর্শনশাস্ত্র এবং বিশ্বজনীননীতির সারতত্ত্ব বিশেসরূপে মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন আলোচনা, ও তৎপ্রসূত সার উপাদানে জীবন সংগঠিত করিতে সমর্থ হন, তদ্বিষয়ে একান্ত মনোযোগী হইতে ক্রটী করিবেন না। ধর্ম্মনীতি আলোচনার ফল প্রাপ্তি নিবন্ধন সন্তানগণ কিরূপ নৈতিক উপাদানে নিজ নিজ জীবন ও চরিত্র গঠিত করিতেছেন, ও কিরূপ সমুন্নত ধর্ম্মমত হৃদয়ে পরিপোষিত করিতেছেন এবং ভবিষ্যৎ জীবন পথ কি প্রণালীতে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা জ্ঞানী পিতামাতাগণ অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ জ্ঞান দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে কদাচ অবহেলা করিবেন না। ভগিনীগণ! আপনারা অপরা বিদ্যারূপ গভীরতমখনি

হইতে অমূল্য রত্নসমূহ আহরণ করিতে অমনোযোগিনী হইবেন না। উচ্চশিক্ষা প্রসূত সুজ্ঞান ও সমুন্নত ধর্ম্মমত ও বিশ্বজনীন নীতিসার যে মানব-জীবনের পক্ষে অতীব অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং মানব প্রকৃতি গঠনের নিমিত্ত অত্যুৎকৃস্ট নির্ম্মল সার উপাদান, তাহা কোন্ প্রকৃতিস্থ দার্শনিক বৈজ্ঞানিক বা সমাজতত্ত্বজ্ঞ মহাপণ্ডিত অস্বীকার করিতে পারেন? যে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি জীবন-পথের আলোক-বর্ত্তিকা, সংসারসমূদ্রে জীবন তরণীর কর্ণধার ও দিগ্দর্শন যন্ত্র স্বরূপ; সে জ্ঞান-ধর্ম্ম ও নীতির সবিশেষ অধ্যয়ন, আলোচনা ও গবেষণায় সহস্র বাধা প্রাপ্ত হইলেও আপনারা পশ্চাৎপদ হইবেন না। ইহাতে পশ্চাৎগামিনী বা অমনোযোগিনী হইলে সেই অন্যায়াচরণ ও আলস্যের ফলে আপনারা ও আপনাদের সন্তানগণ প্রকৃতি গঠনের জন্য অত্যুৎকৃস্ট নির্ম্মল সার উপাদান কোথাও প্রাপ্ত হইবেন না. সুতরাং মনুষ্যত্ব হইতে সুদূরে নিক্ষিপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। ভগিনীগণ! আপনারা—সন্তানগণের শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটী কথা স্মরণ রাখিবেন যে, যথা সময়ে শিক্ষা-প্রদত্ত না হইলে উচ্চশিক্ষা সুফলপ্রদ হয় না, বিশেষ কন্যাগণের পক্ষে। তাহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এবং পাঠ্য বিষয়ের অত্যাধিক্য বা অত্যল্পতা ও সুশিক্ষার ব্যতি-

ক্রম জন্মায়, ইহা শিক্ষকগণের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সুচিকিৎসক যদি মহৌষধও অনুকূল সময়ে ও পরিমাণ মত প্রদান না করেন, তাহার কুফল যে অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য, তাহা কে অস্বীকার করিবে। ভগিনীগণ! উচ্চশিক্ষায় অমনোযোগিনী হইবেন না! মহা জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের কিরণপ্রভা যেমন জগতের যে কোন পদার্থেই পতিত হউক না, সেই পদার্থকেই বিশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিবেই করিবে, সেইরূপ সত্য জ্যোতিপূর্ণ উচ্চশিক্ষার কিরণ যে কোন প্রকার প্রকৃতির নর নারীতেই পতিত হউক না কেন, তাহারই কিছু না কিছু সংশোধন পরিবর্ত্তন ও উন্নয়ন সাধন করিবেই সন্দেহ নাই। আমরা যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাস চালিত ও শোণিতক্রিয়া সঞ্চালিত হইলেই আমরা তাহাকে জীবিত জীবন বলি না। যে উদ্ভিদের জীবন থাকে, সে যেমন পুরাতন শাখা পল্লবের অভ্যন্তর হইতে নিত্য নব নব কিশলয় ও ফুল ফল উৎপাদন করিয়া নিজ জীবনাস্তিত্বের পরিচয় প্রদান ও নিজেকে উন্নতির দিকে ধাবিত করায়, সেইরূপ যে মনুষ্যে যথার্থ জীবন থাকে, তাহা হইতেও নিত্য নব নব সত্য, নব নব হিতৈষণা ও সুন্দর সুন্দর-ভাবের উৎপত্তি হইয়া তাঁহার নিজের এবং মানব সাধারণের উন্নতি সাধন করায়। এই যে যথার্থ জীবিত-

জীবন, ইহার উৎপত্তি স্থান কোথায়! আমাদের বিশ্বাস উচ্চ-শিক্ষা প্রসূত জ্ঞানই ঐ জীবিত জীবনের উৎপত্তি স্থান। বিজ্ঞানের দুর্ল ভ সত্য সমূহ উচ্চ শিক্ষিত মানবগণ দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়। মহাত্মা কোপর্নিকস, কেপলার, গেলিলিও, সিলবর্ট, বেকন, প্রভৃতি যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গভীর তত্ত্ব ও সত্য সমুহ আহরণ ও আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমানেও যাঁহারা জড়তত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্ব, ও প্রাণীতত্ত্বের মহোচ্চ মহা সত্য সমূহ আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় আছেন, তাঁহারা সকলেই উচ্চশিক্ষা প্রসূত জ্ঞানে মহাজ্ঞানী সন্দেহ নাই।

দেখ ভগিনীগণ! আমাদের দেশের পুরাকালীন ভগিনীগণ তৎকালীন বিদ্যায় কতদূর পারদর্শিনী হইয়াছিলেন, খনা লীলাবতীর গণিত বিদ্যার নৈপুণ্য পরিদর্শন করিয়া গণিত বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতগণও শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন। অম্ভৃণ ঋষির বাঙ্ নাম্নী দুহিতা প্রাচীন গৌরবান্বিত ঋগ্বেদের কয়েকটী ঋক প্রশংসনীয় রূপে রচনা করিয়াছিলেন। গার্গী মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির সহিত, সুলভা রাজর্ষি জনকের সহিত, উভয়-ভারতী বেদান্তবিৎ শঙ্করাচার্য্যের সহিত ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে সমান তেজস্বিতার সহিত তর্কবিতর্ক করিতেন।—বাঙ, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবিদ্যার মহোৎ-

কর্ত্তা যাহা শ্রুত হওয়া যায়, তাহা কি পরম বিস্ময়ের বিষয় নহে! ব্রহ্ম জ্ঞানে তাঁহারা অমর হইয়াছিলেন! দেখ ভগিনীগণ! তৎকালীন উচ্চশিক্ষা প্রসূত জ্ঞানের ফল কত সুগভীর! এদিকে বৃটিশললনা হিমেন্স, হানা-মোর, হেরিয়েট, মার্টিনো, মেয়ারা এজওয়ার্থ প্রভৃতি ভগিণীগণের নানাবিধ কবিতা ও পুস্তকাদি রচনার বিষয় যাহা শ্রুত হওয়া যায়, তাহা অতীব বিস্ময়জনক। ইঁহারা সকলেই প্রায় উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। ভগিনীগণ ঈদৃশ মহিমান্বিত মহোচ্চ জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া তোমরা কি কেবল বিদ্যালয়ের উচ্চ উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট থাকিবে! ঈশ্বরের প্রতি, জগতের প্রতি, ও নিজের প্রতি যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালনই মনুষ্যত্ব; যদি উচ্চ শিক্ষা প্রসূত জ্ঞান হইতেই এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্য প্রতিপালিত না হয়, এবং নৈতিক আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক কোন প্রকার নব সত্য বিন্দুমাত্রও আবিষ্কৃত না হয়, কেবল উপাধি লাভই যথেষ্ট হয়, তাহা হইলে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার তাদৃশ প্রয়োজন দেখা যায় না। এরূপ উচ্চশিক্ষা আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে।

ভগিনীগণ! বিশ্বজীবন যিনি, তিনিত বাহ্যজগৎ ও অধ্যাত্মজগতের অনন্ত বিদ্যালয় ও অসীম প্রদর্শনী

খুলিয়া রাখিয়াছেন, তোমরা উচ্চ-শিক্ষা হইতে সেই সকলের জ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞান নিজ জীবনে পরিচালনা, অর্থাৎ কার্য্যে পরিণত কর! এবং সেই জ্ঞান প্রসূত নব সত্য যথাসাধ্য প্রচার করিয়া যথার্থ জীব-নস্তিত্বের পরিচয় প্রদান কর!—ভগিনীগণ! বিদ্যারূপ অসীম অট্টালিকার মহাদ্বার দিয়া যেমন পুরুষগণ নিজ নিজ ইচ্ছা শক্তি সম্বল ও অবস্থানুসারে প্রবেশ করিতে-ছেন, তেমনি তোমরাও প্রবেশ কর! সেই অনন্ত সৌধের যে যে প্রকোষ্ঠে উন্নততর জ্ঞান বিজ্ঞান রূপ অমূল্য মণি মুক্তা হীরক মনুষ্যবুদ্ধিকে অত্যুজ্জ্বল ভূষণে বিভূষিত করি-বার জন্য জাজ্জ্বল্যমান শোভায় শোভিত, অবারিত, ও উন্মুক্ত রহিয়াছে সেই সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি মনকে দীপ্তিমান অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করতঃ সুখী হও! এবং উচ্চশিক্ষা প্রসূত জ্ঞানের সহিত মনুষ্যত্বসাধক স্বাধীন-চিন্তার সংযোজনা করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক কর এবং প্রকৃত জীবিত-জীবন, এবং উন্নতিশীল জীবনী শক্তির পরিচয় প্রদান কর!

স্ত্রী-জাতির দৈনিক কর্ত্তব্য।

প্রথম—অনেকেই মনে করেন, যে, পল, অনুপল, দণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা করিয়া প্রতিদিন যেরূপে হউক কাটিয়া যাউক না কেন; সমস্ত জীবনটী সুন্দর হইলেই হইল।

দ্বিতীয়—অনেকে মনে করেন যে, বাল্যকাল যেরূপ হোক না কেন, শিশু বা বালকের প্রতি কথা, প্রতি ব্যবহার অত বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিবার আবশ্যক নাই। তাহাদের কথা বা ব্যবহার বিশেষ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। বাল্যাবস্থা তিরোধানের পর যে জীবন, সেই জীবনটী সুন্দর হইলেই হইল।

তৃতীয়—অনেকে মনে করেন, আমি, তুমি সে, যেমনই হই না কেন, সমাজ ও দেশ জ্ঞানে, ধর্ম্মে, চরিত্রে পূর্ণ-বিকাশ প্রাপ্ত হইলেই সমাজ ও স্বদেশের মঙ্গল।

এই তিন প্রকার মতই যে ভ্রম-সঙ্কুল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা যদি বিশেষরূপে প্রনিধান করিয়া দেখেন, নিজেদের ভ্রম অবশ্য বুঝিতে পারিবেন। এখন এক একটা দিনই যে জীবন, বালকের এক একটা বাক্য ও এক একটা ব্যবহারই যে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস, আমি তুমি, সে, লইয়াই যে সমাজ বা দেশ, ইহা তাঁহারা ভুলিয়া যান।

যদি প্রতিদিন জ্ঞান, ধর্ম্ম, চরিত্র ও বিমল প্রেম, অল্পে অল্পে বিকশিত হইয়া সুন্দর হইতে থাকে, তাহা হইলে সমস্ত আয়ুষ্কাল ব্যাপী জীবনও সুন্দর হইবে।

যদি অনুকূল আবেষ্টনের মধ্য দিয়া বাল্য জীবন সুগঠিত সু-সামঞ্জস্যীভূত ও সুশৃঙ্খলান্বিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত জীবন সেইরূপ সুগঠিত,, সুসামঞ্জস্যীভূত ও সুশৃঙ্খলান্বিত হইয়া থাকে।

যদি আমি, তুমি, তিনি, জ্ঞানে ধর্ম্মে চরিত্রে ও প্রেমে সুন্দর মনুষ্যত্বময় জীবনের দৃষ্টান্তময় জীবনের পরিচয় দিতে সক্ষম না হই, তাহা হইলে স্বদেশ বা স্বসমাজ পৃথিবীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে, ইহা আশা করা অমূলক ও বৃথা।

যদি দৈনিক জীবন সুন্দর হইলেই সমস্ত আয়ুষ্কাল ব্যাপী জীবন সুন্দর হয়; যদি প্রতিদিন জ্ঞানধর্ম্ম ও নীতির অনুসরণ করিলে সমস্ত জীবনটী সুসামঞ্জস্য পূর্ণ হয়; যদি প্রতিদিন মানবের যে তিন প্রকার কর্ত্তব্য, (অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি, মানবের প্রতি, ও নিজের প্রতি) তাহা সুচারুরূপে প্রতিপালন করিতে পারিলেই মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বে উত্থিত হইতে পারা যায়! তবে ভগিনীগণ! আমরা কেননা প্রতিদিনের জীবনকে সুন্দর করিতে চেষ্টা করিব!

নারীগণ জগদীশ্বরের নাম স্মরণ পূর্ব্বক অতি প্রত্যূষে

গাত্রোত্থান করিবেন, উষাকালে গাত্রোত্থান, শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক, আধ্যাত্মিক চতুর্ব্বিধ কল্যাণের হেতু। "পাখীসবে, কলরবে, এখনও ঘুমায়ে রবে, স্বাস্থ্য-প্রদায়িনী উষা দুয়ারে দাঁড়ায়ে ঐ !"

উষাকালের সুশীতল বায়ুর সহিত অধিক পরিমাণে ওজন বর্ত্তমান থাকাতে তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব হিতকারী। যখন তরল কিরণ উদ্ভাসিত করিতে করিতে বালারুণ উদিত হইয়া জগৎকে মৃতসঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করে, যখন বন, উপবন, কানন ও উদ্যান সমূহের ফল ফুল পত্র শিশির সিক্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় কান্তি ধারণ করে, যখন বিহঙ্গমগণ সুস্বর কাকলিতে কর্ণে সুধা বর্ষণ করে, যখন মানবগণ নব বলে বলীয়ান হইয়া প্রফুল্ল মুখে নিজ নিজ কর্ম্মে ধাবিত হয়, তখন যে অতি সহজেই মানস-ক্ষেত্র অতুলনীয় আনন্দ রসে অভিষিক্ত হয়? এবং সেই আনন্দের মূল, ও প্রকৃতির প্রাণধারা যিনি, তাঁহার প্রতি স্বতই প্রাণ ভক্তিপ্রীতিভরে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। এই জন্যই মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরম কল্যাণ অতি সহজেই সংসাধিত হয় আর স্বাস্থ্যের মঙ্গল হয়, এবং সাংসারিক সর্ব্ব কার্য্য অতি সুবিধা জনক হয়। সাংসারিক কোন কার্য্যে অতিমাত্র ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না, এবং সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

নিজে যেমন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিবেন, স্বামী ও সন্তানগণ, এবং দাস দাসীগণকেও প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতে অভ্যাস করাইবেন। সন্তানগণ গাত্রোত্থান করিলে তাহাদের হস্ত মুখ প্রক্ষালনের পর কিছু আহার করাইয়া পাঠাভ্যাস করিতে পাঠাইবেন। তৎপরে প্রাতেই সংসারের সমস্ত সামগ্রীর ও সমস্ত পরিবারস্থ লোকের, এবং সমস্ত কার্য্যের একবার তত্ত্বাবধান করিয়া তৎপরে রন্ধনের আয়োজন, ও সংসারের দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই নিজে স্নান করিয়া আসিবেন, স্নানের পর জগদীশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হইবেন। আরাধনান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর, শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামী হইতে দাস দাসী পর্য্যন্ত সকলের স্নানাহারের সুচারুরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, তৎপরে নিজে আহার করিয়া (যদি দাস দাসীর আহার করিবার বিলম্ব থাকে, তাহাদের অন্ন ব্যঞ্জনের তত্ত্বানুসন্ধান লইয়া তাহা উত্তমরূপ আচ্ছাদিত করিবার বন্দোবস্ত করিয়া তবে নিজে আহার করিবেন) বিশ্রাম, ও ভাল পুস্তক পাঠ করিবেন ; তৎপরে অপরাহ্নে একটু শিল্প বা ছিন্ন বস্ত্র কিম্বা শয্যাদি সেলাই করিবেন, তৎপরে আবার রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিবেন। স্বামী ও সন্তানগণ কর্ম্মস্থান ও বিদ্যালয় হইতে আসিলে যাহাতে তাঁহাদের বিশেষ

রূপ শ্রান্তি অপনোদন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিবেন। যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া স্বামী ও সন্তানগণ গৃহে ফিরিবেন, তখন তাঁহারা যেন তাঁহাকে শান্তি, সন্তোষ, ও পবিত্রতার প্রতিমা স্বরূপ সন্দর্শন করিয়া অন্তর বাহিরে শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারেন। তৎপরে সন্ধ্যাগমনে প্রকৃতির মনোহর রূপান্তর সন্দর্শন করিতে করিতে আবার চৈতন্যময় মহাশক্তিতে আত্ম সমাধান করিবেন। তৎপরে সকলের আহারান্তে নিজে আহার করিয়া ঈশ্বরচরণে প্রণিপাত করনান্তর শয়ন করিবেন।

সুগৃহিনী যিনি, তিনি সংসারের যাবতীয় সামগ্রীর শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য ও শুচিতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

সুগৃহিনী যিনি, তিনি, সর্ব্ব বিষয়ে এবং পরিবারস্থ যাহার কোন রোগ শোক বা কোন প্রকার কষ্ট হউক না, তিনি নিজেকে তজ্জন্য দায়ী বিবেচনা করিবেন, এইরূপ চিরদিন দায়িত্বভার মস্তকে বহন করিয়া বিধাতার প্রিয় কার্য্য সাধিকা, ও সুগৃহিনী নামের অধিকারিনী হইবেন!

সুগৃহিনী যিনি, তিনি আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবেন, কিন্তু কখনও কৃপণতা অভ্যাস করিবেন না, কারণ, কৃপণতা যাঁহার স্বভাবে প্রবিষ্ট হয়, তাঁহার সহৃদয়তা ও পরোপকার বৃত্তি সুদূরে পলায়ন করে।

সুগৃহিনী যিনি, তাঁহার সংসারে যেন নিত্য অন্ততঃ একটী ও দৈনন্দিন দানের ব্যবস্থা থাকে, সেটী হয় নিজ হস্তে, নতুবা সন্তানগণ দ্বারা সম্পন্ন করিবেন। তাহা হইলে অন্তরের দয়া বৃত্তি ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকিবে, এবং সন্তানগণকেও একটী সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইবে।

সুগৃহিণী যিনি, তিনি গৃহপালিত পশু পক্ষীগণের প্রতি সমধিক আদর যত্ন দেখাইবেন, তাহা হইলে তাহারা ও সুখে থাকিবে, এবং যে উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে প্রতি পালন, তাহা ও সুসিদ্ধ হইবে। গৃহ পালিত পশুপক্ষী-গণ যখন আদর যত্নের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ দৃষ্টিতে মুখপানে চাহিয়া থাকে, তখন হৃদয়ে একটী অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসের সঞ্চার হয়।

সুগৃহিণী যেমন সকলের স্বাস্থ্যের জন্য নিজেকে দায়ী বিবেচনা করিবেন, তেমনি নিজ স্বাস্থের জন্য ও করিবেন। এ পৃথিবীতে স্বাস্থ্য যে কি অতুলনীয় ধন, এবং সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তব্যের প্রধান সহায়! তাহা স্বাস্থ্য ভাল থাকিবার সময় অনেকে ভুলিয়া যান। এ পৃথিবীতে মানবের যে তিন প্রকার কর্ত্তব্য অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি, মানবের প্রতি, ও নিজের প্রতি; এ তিনটীর কোনটীই অস্বাস্থ্যকর দেহে সুসম্পন্ন করা যায় না।

সুগৃহিণী যিনি, তিনি কেবল সন্তানগণের আহার ও পরিচ্ছদের তত্ত্বাবধান করিয়াই মনে করিবেন না যে, তাহাদের সুপালন হইতেছে, তাহাদের শারীরিক শক্তি, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি, সৌন্দর্য্য বিকশিত হইতেছে কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কেবল মাত্র শারীরিক বল মনুষ্যত্ব লাভের উপায় নহে।

নারীগণ প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যগুলি উপরোক্ত প্রকারের (যাহা সংক্ষেপে বলা হইল) পালন করিবেন। শান্তি, সন্তোষ, ও পবিত্রতা এ তিনটী যেন সহচরীরূপে সর্ব্বদা তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করে; আর পরম লক্ষ্য পরব্রহ্মে চিত্ত স্থির রাখিয়া দৈনন্দিন কর্ত্তব্যগুলি সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিবেন, তাহা হইলে আয়ুষ্কাল ব্যাপী জীবন ও পরম সুন্দর হইবে। যথা "সুনিপুণানটী বারীপূর্ণ ঘটী, রাখিয়া মস্তকোপরে, নাচে তালে মানে, কিন্তু সাবধানে, মাথার কলসে ধরে।"

স্ত্রীজাতির ধর্ম্মপরায়ণতা।

১। ধর্ম্মানুরাগ। তাঁহারা একান্ত ধর্ম্মানুরাগিনী হইবেন। বিশ্বকারণ যিনি, বিশ্বের মহাপ্রাণ যিনি, সেই আদি দেবতার নিত্য আরাধনা করিবেন, এবং চির-জীবন তাঁহাতে বিশ্বাস ভক্তি ও নির্ভর রাখিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, তাঁহারা ন্যায় ও সত্য পথে আজীবন অটল থাকিবেন।

২। পাতিব্রত্য ও সতীত্ব। তাঁহারা আমরণ কায়-মনোবাক্যে সতী ও সাধ্বী হইবেন, সতীত্ব রক্ষার জন্য ধন, জন, প্রাণ পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। পতিকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিবেন। চিরদিন প্রাণ প্রযত্নে তাঁহার সেবা পরায়ণা ও আদেশানু-বর্ত্তিনী থাকিবেন। কোন প্রকারে পতিকে অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করিতে কিম্বা তাঁহাপেক্ষা উচ্চ হইতে বিশেষ লজ্জিতা হইবেন।

৩। গুরুজনে ভক্তি। তাঁহারা পিত্রালয়ের ও শ্বশুরালয়ের গুরুজনগণের সেবায় মনোযোগিনী হইবেন, তাঁহাদের সেবা করিতে হয় বলিয়া করা নয়, কিন্তু হৃদয়ের বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত করিবেন। চিরদিন

তাঁহাদের প্রতি ভক্তি সম্মান ও তাঁহাদের আদেশ পালন করিবেন।

৪। শান্ত-স্বভাব ও দয়াশীলতা। তাঁহারা শান্ত-স্বভাবা ও দয়াশীলতা হইবেন, তাঁহাদের শান্ত-স্বভাব ও দয়ায় যেন পৃথিবীর পাপী তাপী দীন দরিদ্র, এমন কি পশু পক্ষীগণ পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ হয়।

৫। শিষ্টাচারিতা। তাঁহারা চিরদিন শিষ্টাচারিণী হইবেন, বিনয়, নম্রতা ও ধীরতা বিশিষ্ট সরল ব্যবহারের নামই শিষ্টাচার। তাঁহাদের এই শিষ্টাচার যেন পরিবারে, প্রতিবাসীতে, সমাজে, স্বদেশ ও বিদেশে সর্ব্বত্র উদার অপকট ও অক্ষুন্নভাবে বিস্তারিত থাকে।

৬। বিদ্যানুরাগ। তাঁহারা বিদ্যানুরাগিণী হইবেন। অবস্থা, ও সাধ্যানুযায়ী শিক্ষালাভ করিয়া সুশিক্ষিতা হইবেন। চিরদিন সৎগ্রন্থ পাঠ ও জ্ঞানানুশীলন করিতে অবহেলা করিবেন না। জ্ঞান যেন তাঁহাদের জীবন-পথের আলোক-বর্ত্তিকা স্বরূপ হইয়া সত্য পথ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হয়।

৭। শিল্প ও সঙ্গীত। তাঁহারা মনোহর শিল্পাদি ও সুভাবময় সঙ্গীত সমূহ শিক্ষা করিবেন।—আবশ্যক হইলে শিল্প দ্বারা অর্থোপার্জ্জন এবং শিল্প ও সঙ্গীত দ্বারা নিজের এবং অপরের চিত্ত-বিনোদন করিবেন।

৮। অতিথি সৎকার। তাঁহারা শ্রদ্ধাও যত্নের সহিত অতিথি সৎকার করিবেন। অতিথিসৎকারে ত্যাগ স্বীকারের পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন।

৯। গৃহস্থালী। তাঁহারা সু-গৃহিণী হইতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন। গৃহকর্ম্ম সকল স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই গৃহকর্ম্মে শুদ্ধাচারিতা নিপুণতা ও পারিপাট্য সব স্ত্রীলোকে জানেন না। তাঁহাদের রন্ধনে, পরিবেশনে, সন্তান পালনে ও ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্ব প্রকার গৃহকর্ম্মে শুদ্ধাচারিতা, নিপুণতা এবং পারিপাট্য আবশ্যক তাঁহারা কদাচ—"জানিনা" "পারিনা" "ঘরে নাই" এই এই তিন কথা মুখে আনিবেন না। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবেন। গৃহ ও গৃহের তৈজসাদি, ও রন্ধন পাত্র, এবং বস্ত্রাদি,—শয্যাদি, ও সন্তানগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন রাখিবেন।

১০। মিতব্যয়িতা। তাঁহারা পরিমিত ব্যয়শীলা হইবেন। কৃপণা বা অপব্যয় কারিনী হইবেন না। অপব্যয়ে বিরত হইলে যে অর্থ ও গৃহ সামগ্রী উদ্বৃত্ত হয়, তদ্দ্বারা স্বদেশের ও দীন দরিদ্রের প্রভুত উপকার সাধন করিতে পারা যায়।

১১। লজ্জাশীলতা। লজ্জা স্ত্রী জাতির ভূষণ। তাঁহারা বিশেষরূপে লজ্জাবতী হইবেন। লজ্জা নানা

প্রকার, প্রকৃত লজ্জা কি, তাহা তাঁহাদের জানা আবশ্যক বা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

১২। একান্নবর্ত্তী পরিবার। তাঁহারা একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকিতে ভাল বাসিবেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকিলে হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সমূহ দমিত থাকে, ত্যাগস্বীকার অভ্যস্ত হয় এবং স্নেহ মমতা, ভক্তি দয়া প্রভৃতি গুণ নিচয় উন্নত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

১৩। সন্তান পালন। তাঁহারা নিপুণতার সহিত সন্তান পালন করিবেন। কেবল সন্তানের আহার ও পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিলেই সন্তান পালন হয় না; সন্তানের জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মনীতির দিকে সর্ব্বদা বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

১৪। বৈধব্যাচার। তাঁহারা অদৃষ্ট বৈগুণ্যে বিধবা হইলে নিত্য ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত পতিকে স্মরণ করিবেন, এবং বিশুদ্ধাচারিণী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিবেন। সর্ব্বদা নিজের অমঙ্গল স্মরণ না করিয়া পরিবার, প্রতিবাসী সমাজ ও স্বদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া সর্ব্বদা কার্য্য করিবেন।

১৫। স্বদেশানুরাগ। তাঁহারা স্বদেশানুরাগিণী হইবেন, স্বদেশের হিতচিন্তা ও স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল

আলোচনা করিবেন, স্বদেশের জন্য নানা প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিবেন, স্বদেশের জন্য সময় অর্থ প্রভৃতি দান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না।

১৬। স্বাধীনতা। তাঁহারা স্বাধীনতার মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন, তিনি সুশীলা সহৃদয়া লজ্জাশীলা ও বিনম্র কোমল প্রকৃতি হইয়াও হৃদয়ের অন্তঃস্তল প্রদেশে স্বাধীনতা অগ্নিনিহিত রাখিবেন, আবশ্যক হইলে সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবেন, কারণ, স্বাধীনতা (স্বেচ্ছাচারিতা নয়) কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতায় মনুষ্য মাত্রেরই অমূল্য অধিকার।

স্ত্রী চরিত্রের সামঞ্জস্যতা ও স্ত্রী প্রকৃতিগত তেজস্বিতা।

এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কি জড়-জগৎ, কি উদ্ভিদ জগৎ, কি জীব-জগৎ কি মানব-প্রকৃতি, যে দিকেই হউক, একবার তাহাদের বিশালতার বিষয় কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিলে ও তাহাদের অসীম তত্ত্বের অতল-স্পর্শ গভীরত্ব ক্ষণকাল অনুভব করিলেই একবারে আত্মজ্ঞান হারা হইয়া এক অতি অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়করভাবে নিমগ্ন হইয়া পড়িতে হয়, তৎপরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে হৃদয়ের গভীর অন্তস্তল হইতে স্বতঃসিদ্ধভাবে ইহাই উচ্চারিত হইতে থাকে যে, আহা! প্রকৃতির মধ্যে কি অতল-স্পর্শ গভীরতা! কি জটিলতাময়-প্রহেলিকা! কি অনায়ত্ত রহস্যময় ব্যাপার! আমরা ত প্রকৃতির— বাহ্য-ব্যাপার অবলোকন করি মাত্র, যাঁহারা আবার এই প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থ তত্ত্ব-সুধা নিমগ্নভাবে নিরন্তর পান করিতেছেন, তাঁহাদের সমুন্নত চিত্তের অননুভবনীয় গভীরতম বিস্ময়কারীত্বের গাম্ভীর্য্যের ও প্রগাঢ়তম স্থায়ী আনন্দের তুলনা কোথায়!!! কিন্তু তাঁহারা যতই কেন— প্রকৃতির তত্ত্বানুধাবনে, অনন্যমনে মনোনিবেশ করুন,

যতই কেন অভিনব তত্ত্বাবিষ্কারে প্রাণপণ যত্নে সচেষ্টিত হউন, এবং যতই কেন অনায়ত্ত প্রকৃতির আংশিক তত্ত্ব আয়ত্ত্বাধীন করিয়া—আপনাদিগকে মহা গৌরবান্বিত বলিয়া অনুভব করুন, তাহা যেন,—অসীম অতলস্পর্শ ও উত্তাল-তরঙ্গমালাপূর্ণ প্রকৃতি-তত্ত্বসুধা সমুদ্রের এক অঞ্জলি বারি উত্তোলন করিয়াছেন মাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। গভীরতম অসীম প্রকৃতি-সমুদ্রে অসংখ্য উর্ম্মি-মালারূপে জড় জগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ, জীব-জগৎ অবিরত উত্থিত পতিত হইতেছে, কোথায় যে এই অনন্ত-সমুদ্রের আরম্ভ, আর কোথায় যে ইহার শেষ, এবং কোথায় বা কোন্ অজানিত তীরে যে এই অতীব দুরবগাহ্য ও নিরতিশয় বিস্ময়কর অসংখ্য উর্ম্মিমালার ঘাত প্রতিঘাত সমাপ্ত হইবে, তাহা মানবের নিতান্তই জ্ঞানাতীত বিষয়। এই মহান্ প্রকৃতি সমুদ্রের জড়-জগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ ও জীবজগৎরূপ যে তিনটী বিভাগ, ইহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠতম যোগে আবদ্ধ, পরস্পরের জীবন, স্থায়ীত্ব, সৌন্দর্য্য ও ক্রিয়াকলাপ সমস্তই পরস্পরের নিতান্তই সাহায্য সাপেক্ষ, পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত উহাদের অস্তিত্ব অসম্ভব। জড়-জগৎ হইতে উদ্ভিদ-জগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ হইতে জীব-জগৎ ক্রমে ক্রমে ক্রমাভিব্যক্তি বা ক্রম-বিকাশের ফলে উত্থিত হইয়াছে, এবং এই জীব-জগৎ

ক্রমবিকাশের পর ক্রম-বিকাশে এক্ষণে মানবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, প্রত্যুত মানবজাতিই এক্ষণে জীব-জগতের ঊর্দ্ধতম পদে অধিষ্ঠিত, এই মানবজাতির প্রকৃতি অনির্ব্বচনীয় জটিলতাময়। প্রকৃতি মহা সমুদ্রের উপ-রোক্ত তিনটী বিভাগের একটী উপবিভাগ স্বরূপ এই মানব প্রকৃতি। প্রকৃতি তত্ত্বানুসন্ধায়ী মহা মহা জ্ঞানী-গণ বরং উপরোক্ত তিন বিভাগের কতক পরিমাণে কত-কাংশ তত্ত্ব নিরূপণ, এবং কথঞ্চিৎ জ্ঞানের আয়ত্তাধীনেও আনিতে সক্ষম হয়েন, কিন্তু মানব প্রকৃতিরূপ উপবিভাগ অতীব রহস্যময়। ইহার আন্দোলন, আলোচনা ও গবেষণা যারপরনাই কঠিনতম। ইহাকে কিয়ৎ পরিমাণেও জ্ঞান বুদ্ধির আয়ত্বাধীনে লইয়া আসা অতি ভয়ঙ্কর অসাধ্য ব্যাপার। জ্ঞানীগণ, জ্ঞান-পোতারোহণে উপ-রোক্ত তিন বিভাগে পরিভ্রমণ করিয়া বহু পরিমাণে তত্ত্ব-রত্ন আহরণ করিতে পারদর্শী হয়েন, কারণ ঐ তিন বিভাগের প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ সুনিয়মাধীন, সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, চাঞ্চল্য রহিত ও তাহাদের উন্নতিস্রোতের গতিবিধি অবিশ্রান্ত-অবিচলিত, এবং একই প্রকার শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গে সুন্দরতমভাবে পরে, পরে, তরঙ্গায়মান। তজ্জন্য উক্ত তিন বিভাগে বিচরণ করিতে বিজ্ঞানীর তাদৃশ ক্লেশ-ভোগের কোন কারণ বিদ্যমান নাই, বরং ঐ তিন

বিভাগের তত্ত্বানুসন্ধানে তাঁহারা পরম সুখ ও আনন্দ-লাভ করিয়া থাকেন, অন্যান্য জীবগণের প্রকৃতিও অবিচল নিয়মাধীন; কিন্তু মানব-প্রকৃতিরূপ উপবিভাগ, অতীব দুরতিক্রমনীয় ভয়ঙ্কর প্রহেলিকাময় স্থান।—ইহার স্থান বিশেষে অতলস্পর্শ গভীরতার অন্তঃস্থলে অমূল্য অনন্ত রত্নরাজি স্বীয় স্বীয় জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত প্রভায় ও বরণীয় গরিমায় শোভিতমান হইলেও অধিকাংশ স্থানই কঠিনতম পর্ব্বত ও বালুচরে সমাচ্ছন্ন, এবং মহা ভয়ঙ্কর বীভৎস অজগর, কুম্ভীর, ও পোত ছিদ্রকারী বৃহদোষ্ঠ ভয়ানক জীব সকল বিচরণ করিতেছে। ইহার উত্তাল তরঙ্গের গতি বিধি নিয়তই বিশৃঙ্খলাপুর্ণ, ও অবিরত চাঞ্চল্য যুক্ত, এবং মহা প্রলয়ঙ্কার ভয়াবহ ঘুর্ণাবর্ত্ত সমূহ মহা প্রচণ্ড বেগে অহর্নিশি বিঘূর্ণিত হইতেছে। এই ঘোরতর ও অনিয়মিত চাঞ্চল্যতা নিবন্ধন মহা জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীগণ ও জ্ঞান পোতারোহণে এই উপবিভাগে উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ মানব-প্রকৃতি তত্ত্বালোচনায় মনোনিবেশ করিলে—ইহাকে নিরতিশয় দূরায়ত্ত, দুরধিগম্য, ও দুরতিক্রমনীয় ব্যাপার বলিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই মানব প্রকৃতি নিরন্তর নিবিড় জটিলতাময়, গভীর রহস্যপূর্ণ, এবং নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। এই মানব প্রকৃতির রহস্যোদ্ভেদ করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয়ীভূত

নহে। এই মানব প্রকৃতি আবার দুইভাগে বিভক্ত। একটী পুরুষ প্রকৃতি, অপরটী স্ত্রী প্রকৃতি, পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা এ প্রবন্ধের উদেশ্য নহে, কেবল স্ত্রী প্রকৃতি কি প্রকার হইলে সুদৃঢ়ান্বিত, সুশৃঙ্খলা পূর্ণ, ও সুসামঞ্জস্যে পরিণত হইতে পারে, এবং কি অনুপ্রাণনে অনুপ্রাণিত হইলে স্ত্রী প্রকৃতি অচল দৃঢ়তায়, বিমল সুষমায়, ও আদর্শতম শ্রেয়পথে চালিত হইয়া এই পৃথিবীকে সুখময়, গরিমাময় ও নিরাবিলময় করিতে সক্ষম হয়, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পুরুষ প্রকৃতি, বুদ্ধি বা জ্ঞান প্রধান, ও স্ত্রী প্রকৃতি-হৃদয় প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। অধুনা অধিকাংশ স্ত্রীলোক, পুরুষ প্রকৃতিতে সুকঠিন অধ্যবসায়, অবিচলিত দৃঢ়তা, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, আজীবন আত্ম-নির্ভর শীলতা এবং অসত্য অন্যায়ের প্রতি বিধান অমিত পরাক্রম, ইত্যাদি দর্শনে মোহিত ও মুগ্ধ হইয়া স্ব স্ব প্রকৃতিকে তদনুসরণে, ও তদনুকরণে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই পরম সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা যে স্ত্রী প্রকৃতি-শোভন নম্রতা, কোমলতা, ও সেবা তৎপরতা বর্জ্জিত হইতেছেন, ইহা এই রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য পূর্ণ পৃথিবীর পক্ষে সুখের সংবাদ নহে—তাঁহারা

পুরুষ প্রকৃতি ও স্ত্রীপ্রকৃতিকে সামঞ্জস্যীভূতরূপে হৃদয়ে ধারণ, পোষণ, ও সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। হয়ত অধিকাংশস্থলে কার্য্যকালে একদিক রাখিতে গিয়া আর একদিক হারাইয়া ফেলেন। তাঁহারা ইহা বিশেষ-রূপে উপলব্ধি করেন, যে, স্ত্রী প্রকৃতিগত ও পুরুষ প্রকৃতিগত ভাব উভয়ের সংমিশ্রণে কিরূপ শুভময় ফলের উৎপত্তি সম্ভাবনা। স্ত্রী প্রকৃতি ঐ উভয় ভাবে সংমিশ্রিত না হইলে জীবন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হওয়া, চরিত্র সুগঠিত হওয়া, এবং জ্ঞানী, অজ্ঞানী, সুখী দুঃখী সকলের হৃদয় পরিতৃপ্ত কারী ভাবে পরিণত হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে। অধুনা অনেক শিক্ষিত ভগিনীই একদিকে যেমন উপরোক্ত পুরুষ প্রকৃতি-গত সুমহান ভাবে আপনাদিগকে সুসজ্জিত করিতেছেন, তেমনি তাঁহারা অপর দিকে আপনাদিগকে নিতান্ত অশোভনীয় করিয়া তুলিতেছেন সন্দেহ নাই, ইহা কল্পনার কথা নহে, অনেকেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন! সহৃদয়তা বর্জ্জিত মানক প্রকৃতিই নিতান্ত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, ও একান্ত অশোভনীয়। বিশেষতঃ স্ত্রী প্রকৃতি। সহৃদয়তা কেবল স্ত্রী প্রকৃতিকে সুশোভনীয় করিবার জন্যই নহে; ফলতঃ ইহা এ সংসার মধ্যে একান্ত প্রয়োজনীয়। স্ত্রীজাতির হৃদয়ে ইহার আবশ্যকতার কতদূর প্রয়োজন,

ইহার শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখা কতদূর কর্ত্তব্য, এবং ইহার জীবনী দায়িনী স্রোত জগতে চির প্রবহমান থাকা কতদূর আবশ্যক, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করিতে পারেন। আমরা ইহা বলিতেছি বলিয়া ভগিনীগণ মনে করিবেন না, যে, আমরা কেবল হৃদয়েরই পক্ষপাতী; আমরাপুরুষ প্রকৃতি নত ভাব, ও স্ত্রী প্রকৃতি নত ভাব, এতদুভয়ের সংমিশ্রিত স্ত্রী জীবনের পক্ষপাতী। যেমন একদিকে স্ত্রী প্রকৃতিতে নম্রতা, কোমলতা, সহিষ্ণুতা, ও সেবা তৎপরতা প্রভৃতির আবশ্যক; তেমনি অন্যদিকে সু-কঠিন অধ্যবসায়, অবিচল দৃঢ়তা, নিরাবিল স্বাধীনতা, আজীবন আত্ম-নির্ভরশীলতা, এবং অসত্য অন্যায়ের প্রতি বিধানে অমিত পরাক্রম, প্রভৃতির ও একান্ত আবশ্যক। যেমন কেন্দ্রাতিগ শক্তি, ও কেন্দ্রানুগ শক্তি, এ উভয় শক্তির একযোগে কার্য্য ব্যতিরেকে, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, জীবন, ও শৃঙ্খলা, চির বিদ্যমান থাকা সম্ভাবিত নহে; তেমনি স্ত্রী জীবন উপরোক্ত দুই ভাবের সংমিশ্রণ ব্যতি-রেকে সুখী, নিরাবিল, ও সৎকার্য্যময় থাকা কখনই সম্ভব-পর নহে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, স্ত্রী প্রকৃতির মৌলিকতাই সৎসাহস, স্বাধীনতা ও তেজস্বিতার অভাবাচ্ছন্ন। ইহা যে তাঁহাদের নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক ধারণা, তাহাতে

সন্দেহ নাই, কারণ তাহারা অভাবের মূল কারণ অনুসন্ধান না করিয়া একবারে স্ত্রী-প্রকৃতির মূলেই উক্ত গুণ সমূহের অভাব দর্শন করেন। অধিকাংশ ভারত-রমণী কিরূপ হীনাবস্থায় দিনযাপন করিয়া থাকেন, তাহা কাহারই অবিদিত নাই। তাদৃশ নিকৃষ্টাবস্থায় যে, সৎসাহস, স্বাধীনতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণ সমূহ অতি ম্লানভাবে ধারণ করিবে ও আভ্যন্তরিক মৌলিকশক্তি—ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যই বা কি! সন্দেহই বা কি!—এই তেজস্বিতা প্রভৃতির অভাব যে তাঁহাদের নিদারুণ ভীষণ অবনতিকর অবস্থা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, ইহা যে তাঁহাদের প্রকৃতিগত মৌলিক ভাব নহে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইতিহাস, পুরাবৃত্ত ও সুসভ্য দেশ সমূহে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। স্ত্রীজাতি নানাপ্রকার হৃদয়ের উত্তেজনায়, স্বদেশ রক্ষায়, সতীত্ব রক্ষায়, বাৎসল্যের ভাবে, দাম্পত্য-প্রেমে, প্রলোভনজয়ে এবং ধর্ম্ম ও পুণ্য লাভার্থে যে সকল অলৌকিক ও অমানুষিক কার্য্য সমাধা করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে কাহার না শরীর লোমাঞ্চিত ও হৃদয় স্তম্ভিত হয়। সে সকলগুলির দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া সম্ভাবিত নহে, তবুও দুই চারিটী প্রাচীন ও আধুনিক দৃষ্টান্ত বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

সীতা।—যিনি কোমলতা, সতীত্ব পাতিব্রত্য ও ধর্ম্মের জন্য স্ত্রীজাতির আদর্শ স্বরূপা হইয়া রহিয়াছেন, সেই সীতা, মূর্ত্তিমতী কোমলতা হইয়াও মানসিক তেজে কিরূপ তেজস্বিনী ও বীর্য্যশালিনী ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এক সময়ে তাঁহার চিত্তকে নমিত ও বিচলিত করিবার জন্য সমস্ত প্রবল রাজশক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল,—রাজাদেশে, তাঁহার শরীরের উপর প্রহার যাতনা, ও মনের উপর প্রলোভন-মন্ত্রণা অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইত!! এক দিকে মহা পরাক্রান্ত ভীষণতম রাজ-শক্তি আর একদিকে একটী দীনহীনা ক্ষীণা কারাবন্দিনী ও সম্পুর্ণ অসহায়া রমণী! কথিত আছে, সেই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ পাপিষ্ঠ রাবণ-রাজা—যখনই সীতার সম্মুখীন হইত, তখনই তাহার হৃদয় ও হস্ত কাঁপিয়া উঠিত। কেন, ও কিসের জন্য এরূপ হইত? কেনই বা একজন নিতান্ত অসহায়া নারীর সম্মুখে পৌছিতে একজন অমিত-পরাক্রম, মহা বলশালী ও দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতি রাজার—সাহসের এত অভাব হইত? অবশ্যই সেই নারীতে আত্ম-নির্ভর ও পবিত্রতার এমন এক প্রজ্জ্বলিত পাবক জ্বলিত, দৃঢ়তার তেজস্বিতার এমন এক অগ্নি স্ফুলিঙ্গ প্রবলবেগে দূর দূরান্তর পর্য্যন্ত ছুটিত যে, কোন মতেই পাষণ্ড নরাধম কীট তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস করিত

না! সর্ব্ব কালের সাধুগণ তজ্জন্য সেই সাধ্বী জনক-নন্দিনী তেজস্বিণী সীতাকে পাবকরূপিনী বলিয়া থাকেন। অনেকে এই ঘটনা কবি-কল্পনা বলিতে পারেন, কিন্তু যদিই ইহা কবি-কল্পনা হয়, বাল্মীকির সু-মহান হৃদয় যে, আদর্শনীয়া নারী প্রকৃতি আঁকিয়াছেন, একাধারে যে দৃঢ়তা ও কোমলতার সামঞ্জস্যভাব সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা জগতে অসম্ভব ঘটনা নহে। অসম্ভব হইলে কখনই সেই সূক্ষ্মদর্শী মহর্ষি ঈদৃশ নারীপ্রকৃতি আঁকিতেন না। তেজস্বিনী নিরাবিল নারীপ্রকৃতিতে ইহা যথার্থই সম্ভবপর ঘটনা। সীতাকে কেহ প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষণ করেন নাই;—তজ্জন্য তাঁহার প্রকৃতি একদিন কবি-কল্পনা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের কার্য্য কলাপ লোকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছে, তাহা ত আর কবি-কল্পনা হইতে পারে না। ইংলণ্ডীয়া ভগিনী ডোরা প্রভৃতি কতিপয় পূত-চরিত্রা উন্নতমনা মহিলার চরিত্র অনেকেই সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিয়াছেন। ভগিনী ডোরা এমন এক এক ভয়ঙ্কর প্রকৃতি পাষণ্ডদলের সম্মুখে বসিয়া ঈশ্বরোপসনা, ও তাহাদের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া সদুপদেশ প্রদান করিতেন যে, সে সব দুর্দ্ধর্ষ-প্রকৃতি ভয়ানক দল সম্মুখে অগ্রসর হইলে অনেক অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্যশালী পুরুষও ভীত ও আত্মরক্ষায় চেষ্টান্বিত

না হইয়া থাকিতে পারেন না। ইহা কি ভগিনী ডোরার হৃদয়ের অবিচলিত দৃঢ়তা, অসাধারণ নির্ভীকতা, ও মহতীতম তেজস্বিতা এবং পবিত্রতার জীবন্ত-প্রভাবের পরিচয় নহে!

যখন রাজপুতনার মহারাজ্ঞী তেজস্বিনী পদ্মিনী মোগল সম্রাটের কারাগার হইতে নিজ পতিকে উদ্ধার করিয়া রাজ বাটীতে লইয়া আসেন, তখন যদিও তিনি পুরুষের ন্যায় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যদি না তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত জ্বলন্ত স্বর্গীয় তেজস্বিতা, সু-কঠিন দৃঢ়তা ও নিরতিশয় বিস্ময়জনক নির্ভীকভাব মুখে প্রতিভাসিত না হইত, তিনি বেগবান অশ্ব পৃষ্ঠে ছুটিতে ছুটিতে যদি নিজ অসামান্য তেজস্বিতা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রচণ্ড পরাক্রম, দুর্দ্দমনীয় স্বভাব কোটী কোটী মোগল সৈনিকের হস্তে ধৃত হইয়া অশেষ ও অসহনীয় লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইত, সন্দেহ নাই। আবার যখন—এই ভগিনী সতীত্ব রক্ষা ও পতিপ্রেমের প্রতিদান স্বরূপ জ্বলন্ত চিতায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তখন সখীগণকেও তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্য কিরূপ উৎসাহজনক, বীর্য্য ও মাধুর্য্য সংমিলিত বাক্যে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই।

সাবিত্রী।—যিনি দৃঢ়তা, স্বাধীনতা ও পতিপরায়ণ-তার জন্য প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মানসিক শক্তিও অতীব বিস্ময়জনক। কত শত রাজর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষিগণ ও তাঁহার সুশিক্ষিত পিতা অশ্ব-পতি রাজ—যখন ইহাই নিশ্চয়রূপে নির্দ্দেশ করিলেন যে, সত্যবানকে পতিরূপে গ্রহণ করিলে তাঁহাকে আজীবন অতি দুঃসহনীয় বৈধব্য যাতনা ভোগ করিতে হইবে, এবং বৈধব্যের ভীষণতম ছবি বিশেষরূপে তাঁহার কাছে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন, তথাপিও সেই বীর-হৃদয়া নারীকুল ভূষণ স্বরূপা সাবিত্রীর অটল হৃদয় বিন্দু মাত্র বিচলিত হইল না! একদিকে শত শত রাজর্ষি মহর্ষি, দেবর্ষি ও জ্ঞানী মহাজনগণ, এবং রাজাধিরাজ মহারাজ অশ্বপতি। আর এক দিকে কেবল একটী অষ্টাদশ বর্ষীয়া সুকুমারী বালিকা। সেই বালিকার মানসপটে—একদিকে রাজ-সুখভোগের চিত্র, আর এক দিকে চির-বৈধব্যের নিদারুণ নিগড় ও চির-যাতনাময়ী মূর্ত্তি প্রতিক্ষণে প্রতিবিম্বিত। তবুও তাঁহার সত্যপথে তিনি অটল পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। কাহার সাধ্য সে সুকঠিন দৃঢ়তার—সুগঠিত ও সু প্রোথিত ভিত্তির মূলোৎপাটন করিতে সক্ষম হইবে! যে হৃদয়ভেদী বৈধব্যের মহাভয়ে, কি পুরাকালের কি আধুনিক কালের,

সভ্য, অসভ্য, সুশিক্ষিতা, অশিক্ষিতা, রাজরাণী, কাঙ্গালিনী, বালিকা, নবীনা, প্রৌঢ়া প্রাচীনা সকল কালের, সকল অবস্থার নারীকুলকে অহরহ বিষম ভয়াকুলিত করিয়া রাখিয়াছে! যাহার বিষময়ী দাহন অসহনীয় জ্ঞানে পুরাকালের কত শত নারী জ্বলন্তচিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন! সেই দুর্ব্বিসহ বৈধব্যে—সেই অতি ভীষণ হইতেও ভীষণতর বৈধব্যে—সেই দুঃখ যাতনার মহা বাত্যাকুলিত তরঙ্গ তুফানময়ী সাগরে জীবনতরণীকে চির-প্রতিকূল স্রোতাভিমুখে আনয়নকারী বৈধব্যে, নিজে ইচ্ছা করিয়া জানিয়া শুনিয়া আত্মবিসর্জ্জন করা কতদূর অপরিমেয় বলশালিনী হৃদয়ের পরিচয়! কতদূর অপ্রতিকৃত আভ্যন্তরীণ তেজস্বিতা, এবং কতদূর সমুন্নত স্বাধীনতার প্রভাব, তাহা যাঁহার কিছুমাত্র হৃদয় আছে; নারীকুলের বৈধব্য ভয় ও নারীপ্রকৃতিতে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই ইহা অনুভব করিতে সক্ষম! আবার যখন একাকিনী ঘোর-তমসাবৃত দ্বিপ্রহরা রজনীতে সিংহ শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে সেবা-শুশ্রূষা ও বনৌষধি বিলেপনাদি দ্বারা শিরঃপীড়াক্রান্ত পতির স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছিলেন, তখনকার নির্ভীকতা, আত্ম-নির্ভর শীলতা, সুদৃঢ় চিত্ততা এবং পতিপরায়ণতা ও কত অতুলনীয় বিস্ময়জনক!

গান্ধারী।—পতিপরায়ণা কোমলপ্রাণা কুরুকুল রাজেশ্বরী গান্ধারী একটী অভ্যন্তরিক বীর্য্যশালিনী রমণী ছিলেন, যখন মহারণে গমনোদ্যত আশীর্ব্বাদপ্রার্থী পুত্রকে —ধর্ম্মনীতি চির-হেলনকারী পুত্রকে, তেজস্বিতার সহিত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্বরে—বলিতে লাগিলেন, "যতোধর্ম্মঃস্ততো জয়ঃ" তখন সেই ধর্ম্মনীতি চির-হেলনকারী অতি দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড পুত্রও কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত চিন্তিত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিল। যেন কি বৈদ্যুতিক তেজ সতেজে পুত্রের অন্তঃকরণাভিমুখে প্রবিষ্ট হইল। কেন, ও কিসের জন্য এরূপ হইল; ইহা কি বীর-হৃদয়া মাতার দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা পূর্ণ নীতি বাক্য প্রয়োগের জন্য নহে। এই রূপ তেজঃপ্রভাবশালিনী মাতার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল নহে। মহাত্মা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মাতা ও অনেক ইউরোপীয়া ভগিনী এইরূপ মাতার দৃষ্টান্ত স্থানীয়া।

নাইটিঙ্গেল।—ইনি আমাদের একজন ইংলণ্ডীয়া ভগিনী। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি পর-হিতৈষণাময়ী দেবী নাইটিঙ্গেলের হৃদয়ের কতদূর অনির্ব্বচনীয় প্রসারতা, কতদূর অশ্রুতপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা ও লোক হিতৈষণার কত বিস্ময়জনক ব্যাপকতা; তাহা একবার ক্রিমিয়া যুদ্ধের আহত সৈনিকগণের সেবার বিষয় চিন্তা করিলেই অনুমিত

হইতে পারে। যেখানকার দুঃসহ যাতনার কাতরধ্বনি নিরন্তর আকাশ-ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে, যেখানকার লোমহর্ষণ শোচনীয় দৃশ্য নিতান্ত পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত করিতেছে, যেখানকার দূষিত বাষ্প প্রতিক্ষণে বায়ুকে দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, যেখানে ক্ষণমাত্র পদার্পণ করিলে সাধারণ চিত্ত লোকের নিরতিশয় ভয়, বিস্ময়, ও ঘৃণার উদয় হয়; সেই ক্ষণকাল তিষ্ঠিবার অযোগ্য স্থানে, সে দেবী দীর্ঘকাল মাতার ন্যায় একাগ্রতার সহিত হতভাগা সৈনিকগণের সেবায় একান্ত ব্যস্ত ও মনোযোগিনী ছিলেন! এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে পিতা মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবন্ধক স্বরূপ দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজ চিত্তে যাহা সত্য ও শ্রেয় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাই করিলেন। প্রাণ দিয়া হৃদয় দিয়া সমস্ত সুখ ও বিলাসিতা বিসর্জ্জন দিয়া অতি নিপুণতার সহিত নিজ কার্য্যে সুসম্পন্ন করিলেন। তাঁহার এই অমানুষিক কার্য্যের পূর্ব্বাপর চিন্তা করিলে যেনা তাঁহার মহোচ্চ হৃদয়ের প্রভুত তেজস্বিতা ও স্বাধীনতার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

আমরা বাল্যকালে মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আখ্যান মঞ্জরীতে পাঠ করিয়াছি, যে কত সম্ভ্রান্ত গৃহের সাহসপরায়ণা তেজস্বিনী রমণীগণ বিপক্ষদিগের কারাগা

ও দুর্গ হইতে নিজ নিজ পতির উদ্ধারসাধন করিয়া পরে স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কত নারী দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া অতি ভয়ঙ্কর স্থান পারদ আকরে পতির সহিত কর্ম্ম করিয়া নিজ স্বরূপ ও স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইতিহাসে কথিত আছে কত সময় কত তেজঃপ্রভাব-শালিনী রমণী—পতি, পুত্র, পিতা ও ভ্রাতাকে কেবল এক একটী অমূল্য সহৃদয়তা মিশ্রিত স্বাধীনতা ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক সারবান বাক্যের দ্বারায় কত মহদ্বিপদ হইতে উদ্ধার ও কত অন্যায় অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং কত শোক অশান্তি অনুতাপের তীব্র জ্বালা উপশম করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কথিত আছে, কোন একটী কন্যা সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা কারাগারে স্বীয় স্তন্যদুগ্ধদানে তাঁহার পিতার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে কোন একটী মাতা কপটাচারী মিসনরিগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অপত্য স্নেহের প্রভাবে জীবিতা হইতে সান্‌ফর পর্য্যন্ত তৃতীয় দিনে উপস্থিত হইয়াছিল। এই উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ চল্লিশ ক্রোশ ব্যবধান, হিংস্র জন্তু সমাকুল গভীর মহারণ্য এবং ঐ স্ত্রীলোক প্রহারে ও অনাহারে অর্দ্ধমৃত হইয়াছিল! তিন দিন সম্পূর্ণ নিরাহার ও অরণ্যের কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। হায়! তথাপিও সেই অভাগিনীকে পুত্র

মুখ দর্শন করিতে দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক স্ত্রীজাতি যে আবশ্যক হইলে তেজস্বিতা এবং অসামান্য ও অদ্ভূত উপায় উদ্ভাবন দ্বারা দস্যুদমন, সতীত্বরক্ষণ, রাজ্যশাসন, এবং পরহিতৈষণা ও স্বদেশের হিতসাধন প্রভৃতিতে সক্ষম, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। তেজস্বিনী রাজপুত নারীগণের প্রকৃতি প্রায় কাহারও অবিদিত নাই। আর আজ এই বিংশ শতাব্দীতে সমস্ত সভ্য সমাজের সমক্ষে ট্রান্সভাল রাজ্যের উন্নতমনা বুয়র রমণীগণ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা চিরদিনের জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত থাকিবে, এবং তাঁহাদের এই দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহারা স্ত্রীজাতিতে সৎসাহস, দৃঢ়তা, ও তেজস্বিতা প্রভৃতির নিতান্ত অভাব অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও কতক পরিমাণে ভ্রম সংশোধিত হইয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই।

আর অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই, কেবল উক্ত দৃষ্টান্তসমূহ দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, স্ত্রী প্রকৃতির আভ্যন্তরিক ভাব যে কেবলই কোমলতা ও দুর্ব্বলতা, ইহা যে তাহাদের প্রকৃতিগত মৌলিক ভাব, তাহা কদাচই নহে। তবে যে আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে দুর্ব্বলতার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপা ভগিনীগণকে দেখিতে পাই,

তাহার কারণ জ্ঞানী মাত্রেরই অনুভবের বিষয়। বর্ত্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রমণী যে ভাবে অবস্থাপিত, সেই ভাবে, সেই কারাবাসীর অবস্থায় যদি অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন, বলবীর্য্যশালী পুরুষগণও কতিপয় বৎসর অবস্থান করেন, তবে তাঁহাদেরও প্রকৃতিগত সহোচ্চ ও আদর্শনীয় গুণসমূহ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। মানবের অন্তর্নিহিত শক্তি সদ্গুণের যথাসাধ্য পরিচালনা ও তাহাদিগকে সুবিকশিত হইতে দেওয়া যে নিতান্তই প্রয়োজনীয়, এবং কি জড়জগতের কি অন্তর্জগতের যাবতীয় পদার্থ যে বিনা ব্যবহারে বিমলিন অবস্থায় পতিত হয়, ইহা সর্ব্বজনীন ও সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য। স্ত্রীজাতির প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রদীপ্ত পাবক বিদ্যমান। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি যেরূপ ইন্ধন প্রাপ্ত হইলে প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ কারণ উপস্থিত হইলেই স্ত্রীজাতির প্রকৃতির অন্তর্গত হুতাশন ভীমবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। কারণ উপস্থিত হইলেই কোথা হইতে যেন দৃঢ়তা, স্বাধীনতা, আত্মরক্ষণ ও আত্মনির্ভরশীলতা এবং অন্যায় অসত্যের প্রতিবিধান তৎপরতা প্রভৃতি সহসা আবির্ভূত হইয়া সবেগে জীবন ও প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত একটু মনোযোগের সহিত স্ত্রীজাতির প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সকলে প্রত্যক্ষ

প্রতীতি করিতে সক্ষম হইবেন; তবে যদি ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, স্ত্রীপ্রকৃতি কেবলই দুর্ব্বলতা ও কোমলতায় পর্য্যবসিত নহে। যেমন স্নিগ্ধ অনিলে ও সলিলেও প্রচ্ছন্নভাবে তাপ বিদ্যমান থাকে, তেমনি স্ত্রীপ্রকৃতির অভ্যন্তরেও তেজস্বিত্ব অবস্থিতি করে; কেবল প্রতিকূল অবস্থা নিবন্ধন সে ভাব বিলুপ্ত প্রায়। ভগিনীগণ! তবে কেন আমরা এই স্বর্গীয় তেজস্বিতার অবহেলন ও অপব্যবহার করি! এস! আমরা আমাদের এই বিধাতৃপ্রদত্ত প্রকৃতিগত তেজস্বিতার সহিত আমাদের নম্রতা ও কোমলতার সংযুক্ততা সাধন করিয়া আমাদের চরিত্রকে সুগঠিত করি!

যাহা হউক বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, যে ভগিনীগণ সুসভ্য ও শিক্ষিতা, তাঁহারা অধিকাংশ স্থলে কোমল ভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন; এবং যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিতা ও প্রৌঢ়া বা প্রাচীনা, তাঁহারা কেবলই দুর্ব্বলতা ও কোমলতাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, ইহা অতি শোচনীয় অবস্থা ও পরিতাপের বিষয়। যে পৃথিবীতে আবাল বৃদ্ধ বণিতা ধনী দরিদ্র সকলেই সময়ে সময়ে দুঃসহ রোগ যাতনা ভোগ করিতেছে, যেখানকার এক একটী নিদারুণ শোকে হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে দিবস যামিনী হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, যেখানকার

দারিদ্র্যের ভীষণ কশাঘাতে অধিকাংশ মানব সতত অস্থির, চিন্তাকুল ও জীবনভার অসহ্য বোধ করিতেছে, যেখানকার কঠোর পরিশ্রমে কত মানবের মেরুদণ্ড ভগ্ন ও অস্থি বিচূর্ণপ্রায় হইয়া যাইতেছে; যেখানকার পাপ ও অনুশোচনার তীব্র দাহনে কত শত মানব দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে; সেখানে সেই পৃথিবীতে যে স্নিগ্ধতা, কোমলতা বা সদ্ভাবরাজির নিতান্তই প্রয়োজন, বিশেষ স্ত্রীজাতির পক্ষে, ইহা কে অস্বীকার করিবে। পৃথিবীর সকল প্রকার দগ্ধ হৃদয়ে যাঁহাদিগকে শীতল প্রলেপ প্রদান করিতে হইবে, যাঁহাদিগকে পতি, পুত্র বা পিতা ভ্রাতার নানা কারণোৎপন্ন কঠোরতা ও উগ্রতাকে নম্রতা ও কোমলতা দ্বারা শান্ত করিয়া আনিতে হইবে; তাঁহারা কোমলতা পরিহার করিয়া কঠোর ভাবাপন্ন হইলে নিমেষে সংসার মরুময় ও হুতাশপূর্ণ শূন্য মরীচিকায় পরিণত হয়। সমস্ত স্ত্রীজাতির কথা ত দূরে থাকুক, যদি একটী স্ত্রীলোককেও কঠোরভাবের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে, সেই ভগিনীকে দেখিবা মাত্র আমাদের মনে হয়—এই নানা তাপে তাপিত পৃথিবীতে ইনি একটী সাক্ষাৎ হলাহল রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি ইঁহার নিকটস্থ হইবেন, তিনিই বিষম বিষে জর্জ্জরিত হইবেন!

কিন্তু তা বলিয়া চাহি না এমন কোমলতা, যাহাতে অন্যায় অসত্য—ন্যায় ও সত্যকে পদদলিত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে দেখিয়াও তাহার প্রতিবিধানে পরাঙ্মুখ করে। চাহি না এমন কোমলতা, যাহাতে পতি পুত্র শোকে জগতের অন্যসকল প্রকার কর্ত্তব্যে বিমুখ করে; চাহি না এমন কোমলতা, যাহাতে আলস্য, স্বার্থপরতা, ও পরমুখাপেক্ষিতার প্রশ্রয় দান করে! চাহিনা এমন কোমলতা, যাহাতে সন্তানগণের উন্নতি পথে কণ্টক রোপণ করে! চাহিনা এমন কোমলতা, যাহাতে নিরাবিল স্বাধীনতা ও আত্মমর্য্যাদাকে বিনষ্ট করে! চাহিনা এমন কোমলতা, যাহাতে নরকের কীট পাপিষ্ঠগণের কুদৃষ্টিপাত বুঝিতে পারিয়াও সৃষ্টিসংহারিণী, করালবদনী, পাবক-রূপিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ না করে!

যেখানে দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, ও ন্যায় সত্যের অবমাননা প্রতিনিয়তই হইতেছে; যেখানে নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল স্বাধীনতায় ও আত্মমর্য্যাদায় হস্তক্ষেপ করিতে অনেকেই অগ্রসর; যেখানে নরকের কীট পাপিষ্ঠগণের পাপ দৃষ্টি বিদ্যমান; সেই পৃথিবীতে যে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও তেজস্বিতার একান্তই প্রয়োজন, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

কিন্তু তা বলিয়া চাহি না এমন তেজস্বিতা, যাহাতে

স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা; আত্মমর্য্যাদার নামে আত্মম্ভরিতা; আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাবলম্বনতার নামে স্বাতন্ত্র্যতা; এবং ন্যায়ান্যায় সত্যাসত্যের অঠিক নির্ব্বাচন ও সমালোচনা আনয়ন করে! উপরোক্ত কথাগুলি ভগিনীগণের বিশেষ চিন্তনীয় ও বিবেচ্য বিষয়, সন্দেহ নাই। ভগিনীগণ! সর্ব্বদাই নম্র ও কোমল ভাবে অবস্থিতি করিবেন, কেবল আবশ্যক স্থলে আভ্যন্তরিক তেজস্বিতা প্রকাশ করিবেন। যেমন সেতু দ্বারা নদীর উভয় তীরের যোগ রক্ষিত হয়; তেমনি জ্ঞানসেতু দ্বারা স্ত্রীপ্রকৃতি ও পুরুষপ্রকৃতির যোগ নিবদ্ধ করিয়া রাখিবে, আবশ্যক হইলেই তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎবেগে স্ত্রীপ্রকৃতি হইতে পুরুষ প্রকৃতিরূপ তীরের মহা বিচারালয়ে, যেখানে অন্যায় অসত্যের দণ্ড বিধান হইতেছে; যেখানে ন্যায় সত্যের বিশেষ সম্মান না হইতেছে; যে মহা বিচারালয়ের সৌধচূড়ে আত্মমর্য্যাদা, আত্মনির্ভরশীলতা, নির্ভীকতা ও স্বাধীনতার বিজয় পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীয়মান হইতেছে, সেইখানে উপস্থিত হইয়া তৎকালোচিত কর্ত্তব্যসাধন করিবেন। যেমন এক পরমাণুতে কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ শক্তি নিহিত; যেমন সলিলে ও অনিলে স্নিগ্ধতা ও তাপ একাধারে অবস্থিতি করে; যেমন এক বৃক্ষ বা লতায় স্ত্রীপুষ্প ও পুংপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া পৃথিবীতে শোভা

সৌন্দর্য্য ও পৃথিবীর কল্যাণকর কার্য্য সম্পন্ন করে; ভগিনীগণ! তোমরাও কোমলতা ও তেজস্বিতা দুই সংমিশ্রিত ভাবের আধার হইয়া পৃথিবীতে শোভা সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও নিজ নিজ জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন কর!

জগৎপ্রসবিনী বিশ্ব-জননীর প্রকৃতি কেমন কোমলতা ও কঠোরতা দুই সংমিশ্রিত ভাবের আধারময়ী! এক দিকে তাঁহার কাছে কাহারও অসম্ভব বৃদ্ধি ও অনাবশ্যক প্রশ্রয় পাইবার উপায় নাই! আর একদিকে তাঁহার অনন্ত প্রেমছায়া, ও অসীম স্নেহক্রোড় বিস্তারিত! যে অপার প্রেমদৃষ্টিতে অনন্ত বিশ্বজগতের যাবতীয় বুদ্ধি জ্ঞান, দেহ মন, জীবন প্রাণ, এবং জীবও উদ্ভিদ বংশের অনিরুদ্ধ প্রবাহ রক্ষিত হইতেছে, সেই প্রেম কতই না অনিবার্য্য! সে প্রেমের কতই বীর্য্য! কতই মাধুর্য্য!

স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা।

বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ সহৃদয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নারী-জাতির চির পরাধীনতায় মনে কষ্ট অনুভব করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীনতার সুখময় প্রশস্ত ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহা অতীব সুখেরই বিষয়। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষালাভের অগ্রে তাঁহাদিগকে এই উন্নত অধিকার প্রদান করাতে তাঁহারা স্বাধীনতার প্রকৃতভাব ও প্রকৃত মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া—অনেকস্থলে অমূল্য ধন স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতেছেন। বলিতে কি, অনেক স্ত্রীলোক স্বাধীনতা সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, কেবল প্রকাশ্য স্থানে গমন ও যথেচ্ছাচরণই স্ত্রীস্বাধীনতা। প্রকৃত স্বাধীনতার সম্মান রাখিতে পারা উপযুক্ত সুশিক্ষাপ্রসূত উন্নত-বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা, এবং প্রভূত মানসিক বল সাপেক্ষ। মানুষ কখন্ প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হয়? যখন অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের সহিত আত্মীয় স্বজনের অনুচিত আদেশ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সমাজের অনুচিত শাসনের বিরুদ্ধে ও অসাধু প্রবৃত্তি সমূহের বিরুদ্ধে অবিচলিত পদে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, তখনই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী

হয়। এখন উক্তরূপ স্বাধীনতার অধিকারী হওয়া যে হৃদয়ের দেবভাব ও সুশিক্ষা সাপেক্ষ, তাহা অনেক স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী মহাশয়গণ ভুলিয়া যান। এদিকে তাঁহারা স্ত্রী স্বাধীনতা—স্ত্রী স্বাধীনতা করিয়া ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার পথে কণ্টক রোপণ করিতে ত্রুটী করেন না, স্ত্রীলোকেরা যে স্বাধীনতার সহিত নিজ নিজ শক্তি, ইচ্ছা ও অবস্থানুসারে শিক্ষা করিবেন, তাহাতে তাঁহারা অসম্মত। শিক্ষা জীবনের একটী গুরুতর বিষয় ও শিক্ষাতেই স্বাধীনতার প্রকৃতভাব হৃদয়ঙ্গম হয় এবং স্বাধীনতার পথে চলিবার উপযোগী সাহস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শিক্ষা হৃদয়োন্নতি বিধায়িনী, মনুষ্য-জীবন প্রকাশকারিণী, যথার্থ স্বাধীনতা প্রদায়িনী, যে সব উন্নত প্রকারের শিক্ষা ব্যক্তি গত ও জাতীয় উন্নতির মূল কারণ, সেই শিক্ষা সম্বন্ধেই যদি স্বাধীনতা না দেওয়া হইল, তবে আর স্ত্রী-স্বাধীনতা—স্ত্রী-স্বাধীনতা করিয়া বৃথা আড়ম্বর করিবার কিছুই প্রয়োজন দেখা যায় না।

বর্ত্তমানে কতকগুলি নারীকে স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতে দেখিয়া অনেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতাকে এক ভয়ানক ঘৃণার্হ ও অমঙ্গলজনক ব্যাপার ভাবিয়া উহা হইতে বিরত থাকিবার জন্য সকলকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। অনেক নরনারী স্বাধীনতার যথার্থ ব্যবহার করেন না

বলিয়া কি স্বাধীনতাকে মন্দ পদার্থ বলিতে হইবে ? অনেক জ্ঞানী কুজ্ঞানীর ন্যায় কার্য্য করেন বলিয়া যেমন জ্ঞানের কিছুমাত্র অপরাধ নাই, অনেক ধার্ম্মিক ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব না বুঝিয়া কার্য্য করেন বলিয়া, যেমন সর্ব্বজনীন-হিতকর ধর্ম্মের কিছুমাত্র অপরাধ নাই, তেমনি অনেকে স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন বলিয়া যথার্থ, উচ্চ, বিমল স্বাধীনতার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। অশিক্ষিতা বা স্বাভাবিক পবিত্র ভাবোচ্ছ্বাস বিহীনা নারীগণকে স্বাধী তা প্রদান করিলে ত মন্দ ফল হইবেই। পশুর পক্ষে বহুমূল্য রত্নমালার মর্য্যাদা বুঝিতে না পারা— কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কিন্তু যাঁহারা পশুর গলায় রত্নমালা ঝুলাইয়া দেন, তাঁহারাই আশ্চর্য্য লোক। যথার্থ সুশিক্ষিতা নারী যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধক স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন না ইহা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। পৃথিবীতে অনেক নর-নারী কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম-সাধন করেন বলিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম-সাধনের স্বর্গীয় ভাব কোন মনুষ্যেরই থাকিতে পারে না এ বিচার যেমন— অনেক নারীর হৃদয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সতীত্বের ভাব নাই বলিয়া সতীত্বের পূর্ণ আদর্শ সকল নারীর হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, এ অনুমান যেমন; তেমনি অনেক নারী

স্বাধীনতার যথার্থ ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না বলিয়া দুর্ব্বলা নারীজাতি মাত্রেই প্রকৃত স্বাধীনতার ভাব বুঝিতে কোন কালেই পারিবে না, অতএব তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য নয়—এমতও তেমনি অসার ও অযৌক্তিক সন্দেহ নাই।

অনেক নারীহিতৈষী মহোদয়গণ নারীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু নারী-গণকে নিজ নিজ জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শুভাশুভ নির্ণয় করিবার ভারার্পণ করেন না। আমাদের মতে উক্ত ভার সুশিক্ষিতা নারীগণের উপর অর্পিত হইলেই ভাল হয়। কারণ শিক্ষিত মানুষ নিজে যেমন নিজ-জীবনের ভালমন্দ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শুভাশুভ বিচার করিতে সক্ষম, তেমন অপরের বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। যিনি জ্ঞান ভূষিত পবিত্র হৃদয় লইয়া নিজ বিচারিত পথে অবিরাম চলিতে পারেন, তিনিইত প্রকৃত স্বাধীন নামের যোগ্য অমরত্ব প্রাপ্তজীব। আর অন্ধভাবে অপরের প্রদর্শিত পথে গমন করিলেই ঘোর বিপদ-সাগরে নিমগ্ন হইবার সম্ভাবনা। শিক্ষা, জীবনের একটী প্রধানতম বিষয়, তাহাতে ত এ দেশীয় নারীগণের স্বাধীনতা নাই, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসঙ্গক্রমে আর একটী কথা উত্থিত হইল, যে বিষয়

লইয়া সময়ে সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণও সমাজ সংস্কারকগণ আন্দোলন করিয়া থাকেন—ইহা বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ সম্বন্ধে বিচার। পতি-বিয়োগ নারীজীবনের একটী গুরুতর ও ভয়ানক অবস্থা-বিপর্য্যয়করী ঘটনা সন্দেহ নাই। ঈদৃশ ঘটনার পর কোন্ নারীর মনের অবস্থা কিরূপ হয়, কোন্ নারীর মনের গতি কোন্ দিকে প্রবাহিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? তন্নিমিত্ত এ সম্বন্ধেও বিধবা নারীগণকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য। যে পূত-চরিত্রা পবিত্র হৃদয়া নারী পতি বিয়োগানন্তর ব্রহ্মচর্য্য পালনেই সুখী, মৃত পতির দুঃখ আবরণে আবৃত পবিত্র স্মৃতিই যাঁহার হৃদয়ের অলঙ্কার, উন্নত উন্নত চিন্তা, ভূমা মহানের চিন্তা যাঁহার জীবনের ব্রত, তাঁহার ত এ সম্বন্ধে স্বাধীনতা আছেই। সহস্রবার সমাজবিধি উল্টাইয়া গেলেও তাঁহার স্বাধীনতা কেহ হরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু যে বিধবা নারী সমাজ শাসনের অনুরোধে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, কিন্তু মনে মনে দেশকে ও দেশীয় সমাজ-শাসনকে অতি নিন্দনীয় মনে করিয়া—"এ হতভাগ্য দেশে কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, চিরদিন এ দগ্ধ অবস্থায় থাকিতে হইল" বলিয়া আক্ষেপ করেন, সে নারীকে ধরে ধর্ম্ম ঘটাইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনে নিযুক্ত করায় যে কি সুখ ও আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া

যায় ও উক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্য পালনে যে কি ফল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাই আমরা বলিতেছিলাম, এ সকল বিষয়েও স্ত্রীজাতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। বর্ত্তমানে অনেক নারী বিদ্যা-শিক্ষা করিতেছেন, যদিও এখনও তাঁহারা তেমন শিক্ষিতা হন নাই, তবু হইবার আশা হইতেছে আবার যখন এখনকার নব্য পিতারা—"কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।"—এই ন্যায়-বাক্য পালন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন ; তখন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যতে যে প্রায় সমস্ত ভারত নারীই সুশিক্ষিতা হইয়া উঠিবেন ও চিন্তা, বাক্য এবং কার্য্যে পরিশুদ্ধা থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে এই সকল সুশিক্ষিতা নারীকে কি স্বাধীন-ভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনের শুভাশুভ—কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিচার করিবার ভারার্পণ করা কর্ত্তব্য নয় ?

স্বাধীনতার তুল্য গৌরবাস্পদ ও মনুষ্যত্বসাধক পদার্থ আর কি আছে ! স্বাধীনতাবিহীন হইয়া স্বর্গ-সুখও কেহ বাসনা করে না। কিন্তু ভগিনীগণ ! ইহা কেবল মুখের কথায় পর্য্যবসিত না হইয়া সমস্ত জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে প্রতিফলিত হওয়া চাই ! যেমন বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তদনুরূপ কার্য্য না করিলে নিষ্ফল সে বিদ্যা শিক্ষা ! তেমনি স্বাধীনতার সম্মান বুঝিয়াও জীবনের প্রত্যেক

কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে না পারা যায়, তবে সে স্বাধীনতার সম্মান বুঝাও নিতান্ত সারবত্তা বিহীন! প্রকৃত স্বাধীন ভাবে যদি একটী সামান্য সাধু কার্য্যও অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল অব্যর্থ ও তাহাই প্রকৃত পুণ্য-জনক। আজ তুমি স্বাধীন ভাবে দয়াদ্র-চিত্তে কোন দুঃখীকে একটী পয়সা দান কর, কিম্বা তাহার এক দিনের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দাও, দেখিবে তোমার হৃদয় উন্নতি সোপানের এক ধাপ উচ্চে উত্থান করিয়াছে, কত পবিত্রতা গাম্ভীর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছে, কত বিমল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছে, কারণ তাহা যে স্বাধীন ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আর কাল তুমি স্বার্থ-উত্তেজনাধীন হইয়া লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া দেখিবে—হৃদয়ের সে উচ্চতা পবিত্রতা ইহাতে নাই; সে বিমল আত্মপ্রসাদ ইহাতে নাই; বরং নীচ স্বার্থ উত্তেজনার অধীন হইয়া কার্য্য করিয়াছ বলিয়া কতক পরিমাণে মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ। তাই স্বার্থ উত্তে-জনাধীন ভক্তি, প্রেম, বিনয়, দয়া, ক্ষমা, নিতান্তই অসার ও অচিরস্থায়ী। প্রকৃত স্বাধীনতা দ্বারা মনের বল ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, যিনি অন্তর বাহিরের সর্ব্বপ্রকার অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আনন্দের আধার হইয়া চিরস্ফূর্ত্তি

সম্ভোগ করে। প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তি পর্ব্বতের ন্যায় অটল ; অসাধু প্রবৃত্তির প্রবল বন্যা, অবমাননার অসহ্য বজ্র, নিন্দার ভীষণ ঝটিকা, তাঁহাকে নিজ স্থান হইতে বিচলিত করিতে পারে না! মনুষ্য প্রকৃত স্বাধীনতায় দেবত্বের, মহত্ত্বের ও প্রকৃত পক্ষে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়।

অধীন মনুষ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, তাহার উন্নতির পথ এক প্রকার রুদ্ধ বলিলেই হয়। সে ব্যক্তি ক্রমাগত মিথ্যাচার করিয়া করিয়া আপনাকে বিনাশের পথে লইয়া যায়, সেই মানব গুরুজনের অন্যায় আদেশের, সমাজের অন্যায় শাসনের ও অসাধু প্রবৃত্তি সমূহের পদতলে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতে থাকে, এবং চির দিনের জন্য বিমল আত্মপ্রসাদকে বিদায় দিয়া দিন দিন ম্রিয়মাণ ও অবসাদ প্রাপ্ত হয়। কি বাহ্য জগতের, কি অন্তর্জগতের অন্যায় অধীনতা স্বীকার করিলেই দুঃখ ও অবনতির করালগ্রাসে পতিত হইতে হয়।

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। একটী অতুল গৌরবান্বিত ও পরম শ্রদ্ধার সামগ্রী, অপরটী পশুত্বসাধক ও যারপরনাই ঘৃণার্হ। যেমন অলসকে শান্ত-স্বভাব, কৃপণকে মিতব্যয়ী, অহঙ্কৃতকে আত্ম-মর্য্যাদাবিশিষ্ট নীচ আনন্দে আনন্দিতকে প্রফুল্লচিত্ত, এবং স্বার্থপর

কপটস্তুতিকারক ব্যক্তিকে মিষ্টভাষী বলিতে পারা যায় না ; তেমনি যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে কখনই স্বাধীন বলিতে পারা যায় না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে—অকুণ্ঠিতচিত্তে অপ্রিয়-সত্য ব্যবহার করাই প্রকৃত স্বাধীনতা, কিন্তু যাহাকে আমি অপ্রিয় সত্য বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা যথার্থ সত্য পদার্থ কি না, তাহার বিচার জন্য বিশেষ বিবেচনা ও সুমার্জ্জিত জ্ঞান আবশ্যক করে। তন্নিমিত্ত সুশিক্ষিতা নারীগণকেই স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহারা ন্যায়ান্যায়, ধ্রুব অধ্রুব, সত্যাসত্য বিচারে পারদর্শিনী। প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষাকারিণী নারী পরম শ্রদ্ধাস্পদা ও তাঁহার স্বর্গীয়া জীবন সমস্ত নারীর আদর্শস্থল।

বর্ত্তমানে যেদিন উন্নত চরিত্র নারীহিতৈষীগণ নিজ নিজ অন্তঃপুরস্থা শিক্ষিতা মহিলাগণকে নিম্নলিখিত কথাগুলি মুক্তহৃদয়ে বলিতে পারিবেন যে, "তোমাদিগকে চতুঃপ্রাচীরে বদ্ধ রাখিয়াছি এই জন্য যে, তোমাদের পূত-চরিত্রের মর্য্যাদা বুঝিবার তোমাদের পবিত্র দেহপানে চাহিবার যোগ্য পবিত্র চক্ষু অতীব বিরল ;—তোমাদের দেহ অবরোধে থাকুক, কিন্তু তোমাদের প্রাণ বিহঙ্গ—স্বাধীনতার প্রমুক্ত আকাশে সদা বিচরণ করিয়া—ক্রমে ক্রমে স্ফূর্ত্তি ও বল লাভ করুক। তোমরা যতদূর বিদ্যা-

শিক্ষা করিতে বাসনা কর, তোমাদের ইচ্ছা, শক্তি ও অবস্থানুসারে ততদূর শিক্ষা কর, তাহাতে আমাদের কিছু-মাত্র আপত্তি নাই। যদি তোমাদের কোন শান্তিময় পবিত্র স্থানে যাইবার বাসনা হয়, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া দেখাইয়া শুনাইয়া আনিব, তোমাদের সে বাসনা মনেতেই বিলীন হইবে না। আমাদের কোন দোষ কিম্বা ক্রটী দেখিলে মুক্তহৃদয়ে সমস্ত প্রকাশ করিয়া, বলিবে, তাহাতে আমরা কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইব না বরং তোমাদের সুবিচার-শক্তি দেখিয়া সুখী ও উপকৃত হইব। কখনও জীবনে অপ্রিয় সত্য ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইবে না, কিন্তু সেই অপ্রিয় সত্যটী যথার্থ সত্য পদার্থ কি না, সেইটী বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবে, এই মাত্র তোমাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ।"—সেই দিন বুঝিতে পারা যাইবে যে, নারীহিতৈষী মহাশয়গণের নারী জাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার প্রকৃত ইচ্ছা আছে।

উপসংহারে নারীহিতৈষী কৃতজ্ঞতাভাজন মহাশয়-গণের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, আপনারা সুশিক্ষিতা মহিলাগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। সাধারণতঃ সুশিক্ষিতা নারী কর্ত্তৃক স্বাধীন-তার অবমাননা হইবার সম্ভাবনা নাই, যদি ক্বচিৎ দু'এক

জন দ্বারা স্বাধীনতার অপব্যবহার হয়, তাহা ভয়ানক বিড়ম্বনা ও সেই নারীর শিক্ষা যে সুশিক্ষা নয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। সুশিক্ষিতা নারী স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিয়া—চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের সামঞ্জস্য ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া চলিয়া—তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত সাধারণ রমণীগণের আদর্শ স্থান হইয়া জীবন সার্থক করিবেন, এবং আপনারা ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত সুশিক্ষিতা নারীগণের ইচ্ছার গতি আজীবন পবিত্রতাভিমুখেই চলিতেছে দেখিয়া যারপরনাই সুখী ও আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

স্ত্রীজাতির স্বাবলম্বনতা।

স্বাবলম্বন স্বাধীনতারই নামান্তর মাত্র। — স্বাবলম্বন দুই প্রকার এক আন্তরিক স্বাবলম্বন, আর এক বাহ্যিক স্বাবলম্বন। অন্তরের যাবতীয় দুষ্পবৃত্তিকে দমনে রাখিয়া এবং সকল প্রকার আদেশ অনুরোধ এমন কি অনেক সময় দুরতিক্রমনীয় মায়া মমতাকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া চিরদিন দৃঢ়পদে সত্যপথে চলিতে পারার নাম আন্তরিক স্বাবলম্বন। কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া স্বক্ষমতায় যাবজ্জীবন জীবিকা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হওয়ার নাম বাহ্যিক স্বাবলম্বন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে "এতদ্দেশীয় ভদ্রবংশোদ্ভবা। স্ত্রীলোকগণের বাহ্যিক স্বাবলম্বন শিক্ষার তত আবশ্যক দেখা যায় না, কারণ তাঁহারা বাল্যকালে পিতার, উদ্বাহান্তে স্বামীর এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের ভরণপোষণাধীনে থাকিবেন, তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন কর্ত্তব্য নহে ইত্যাদি।" এ দেশীয় পুর্ব্বাচার্য্যগণও তাঁহাদের কোন কোন শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন অবিধেয় বলিয়া গিয়াছেন। আবার অনেকে ইহাও বলিয়া থাকেন—যে, স্ত্রীজাতি স্বাবলম্বন শিক্ষা করিলে বর্ত্তমানে তাঁহারা যেরূপ অমানুষিক ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা সহ-

কারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, সেরূপ কখনই করিতে সক্ষম হইবেন না। এ সব কথা কতকাংশে সত্য হইলেও স্ত্রীজাতির বাহ্যিক স্বাবলম্বন শিক্ষা করা আবশ্যক। ভগিনীগণ! আপনারা যেমন আন্তরিক স্বাবলম্বন যত্নের সহিত অভ্যাস করিবেন, তেমনি বাহ্যিক স্বাবলম্বনও মনোযোগের সহিত শিক্ষা করিবেন। বিধাতার কৃপায় আমাদের সকলেরই বাহ্যিক স্বাবলম্বনের আবশ্যক না হইতে পারে, কিন্তু সংসারের ঘটনাচক্রের গতি নির্ণয় করে, কাহার সাধ্য! কোন ভগিনীর যদি কৌমার্য্যাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হইল, কিম্বা পতিবিয়োগের পর সহৃদয় পিতা ভ্রাতা বা দেবরাদি অভিভাবক কেহ না থাকিল, তাহা হইলেই ত জগৎ অন্ধকার দেখিতে হইল! এরূপ অবস্থায় যদি জীবিকা অর্জ্জনের উপায় স্বরূপ একটা কিছু শিক্ষা পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষা করা না হইয়া থাকে তাহা হইলেই ত হয় দাসীবৃত্তি না হয় ভিক্ষাবৃত্তি যাহা মনুষ্যকে মনুষ্যত্বের বাহিরে লইয়া যায়—হায়! বাধ্য হইয়া তাহাই করিতে হইল! অধিকাংশ স্থলেই বিধবাগণ অবিভাবক-গণের বাটীতে যেরূপ কঠোর পরিশ্রম, লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহ্য করিয়া থাকেন, তাহা বর্ণনাতীত! পৃথিবীতে যত প্রকার দুঃখ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা বিধবার ঃদুখ গভীরতম মর্ম্মস্পর্শী, হৃদয়ের নিরতিশয় অন্তঃস্তল-

ভেদী, এবং যারপরনাই শোচনীয়! যে বিধবাগণের হৃদয়ে এত অনির্ব্বচনীয় দুঃখ রাশি বিরাজ করে সেই বিধবাগণকে সুখী করা, সান্ত্বনা প্রদান করা, এবং তাঁহাদের প্রতি স্নেহ মমতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা যে একটী মহা কর্ত্তব্য ও পৃথিবীর অশেষ কল্যাণকর, এবং আদর্শ মনুষ্যত্বের অঙ্গপুষ্টি করণের সহায় ইহা অধিকাংশ স্থলেই পুরুষগণ ও সধবা নারীগণ বিবেচনা করেন না, বরং বিধবাগণকে দুটী অন্ন বস্ত্র দিয়াই মনে করেন, যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছি। যথার্থ সতী স্ত্রীর পক্ষে পতিবিয়োগ যন্ত্রণা যে কত দুর্ব্বিসহ, তাহা পুরাণকথিত যমরাজের কঠিনতম হৃদয় ও ক্ষণেকের তরে অনুভব করিয়াছিল! যখন ঘোরারণ্য মাঝে সাবিত্রী দেবী মুমূর্ষু পতির মস্তক ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতেছিলেন, তখন যমরাজ নিজ হৃদয়াবেগে বলিয়া উঠিয়াছিল,—

"বাসব বজ্রসম, সুকঠিন প্রাণ মম,
কেঁদে ওঠে আজ কেন, বালার রোদনে!
অশ্রুতে অনলগতি সন্তাপিতা বসুমতী,
এ সতীর প্রাণপতি হরিব কেমনে!"

ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় সুকঠিন যে যমরাজের প্রাণ, সে প্রাণও সতী বিধবা নারীর রোদনে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল! বিধবার অশ্রুতে অনলগতি হয়, এবং

সে অশ্রুতে ধৈর্য্যের উপমা স্থল যে বসুমতী, তিনিও সন্তাপিতা ও অধৈর্য্যা হইয়া উঠেন! কিন্তু পৃথিবীতে এমন পুরুষ ও নারী অনেক আছেন, যাঁহাদের হৃদয়-ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় সুকঠিন যমরাজের প্রাণাপেক্ষাও কঠিন! জানিনা তাঁহাদের মানুষ নাম কেন হইল! কিরূপেই বা তাঁহারা আদর্শ মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইবেন? কারণ জ্ঞান ও হৃদয় একত্র সম্মিলিত না হইলে নর নারী কেহই আদর্শ মনুষ্যত্বের সোপান পরম্পরায় উত্থিত হইবার ক্ষমতা লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারেন না। অধিকাংশস্থলেই পাষাণ-হৃদয় নর-নারীগণের গৃহে হতভাগ্যা বিধবা নারীগণকে কঠোর যন্ত্রণা-ভোগ করিতে হয়, যদি তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য স্ত্রীজাতির প্রকৃতি ও সম্মানোপযোগী কোন প্রকার শিক্ষা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে এরূপ অবমাননা কখনই ঘটিতে পারিত না। যদিও আত্মীয়স্বজনগণের সেবা ও তাঁহাদের অধীনে থাকা স্ত্রীজাতির পক্ষে অশোভনীয় নহে, বরং আরও প্রশংসারই বিষয়, কিন্তু যে সেবা ও অধীনতার প্রতিদানে অশ্রদ্ধা, অসম্মান, অবিশ্বাস ও অনুগ্রহের অন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, অধীনতায় বিন্দুমাত্র সম্মান বা স্বাধীনতা নাই, সে সেবা ও অধীনতায় বিধবা নারীগণকে কেমন যে দুঃসহ

দুঃখে কাল যাপন করিতে হয়, তাহা নহে, মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত হারাইতে হয়! কিন্তু যাঁহার স্বাবলম্বনোপযোগী কোন প্রকার শিক্ষা না থাকে, তাঁহাকে অগত্যা দুঃসহনীয় দুঃখেই জীবন কাটাইতে হয়! এজন্য প্রত্যেক পিতা মাতা ও প্রত্যেক স্ত্রী-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের একান্ত কর্ত্তব্য বালিকাগণকে কৌমার্য্যাবস্থায় নানাপ্রকার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী কোন না কোন একটা শিক্ষা প্রদান করা, যাহাতে সংসারের রহস্যময় নিয়তি-চক্রে পড়িয়া কন্যাকে কখন ভিক্ষাবৃত্তি, দাসীবৃত্তি বা আত্মীয়-স্বজনের গলগ্রহ স্বরূপে না থাকিতে হয়। কন্যাকে প্রভূত ধনরত্ন ও অর্থরাশি দিবার বা ধনবানের গৃহে বিবাহ দিবার ক্ষমতা থাকিলেও জীবিকা-নির্ব্বাহোপ-যোগী কোন না কোন শিক্ষা দেওয়া একান্তই কর্ত্তব্য। কারণ প্রচুর ধনরত্ন, বিপুল সম্মান সম্পত্তি ও অজস্র অর্থরাশিও দৈব দুর্ব্বিপাক-সম্ভূত দুর্ঘটনা-বাত্যায় নিমেষে ধূলির ন্যায় উড়িয়া যাওয়া সম্ভব, কে না জানেন পার্থিব সুখ-সম্পদ ধূলারাশির ন্যায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর! অধিকাংশ স্থলেই জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষা না থাকাতে মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকগণকে বিশেষ বিধবাগণকে যে দুর্ব্বিসহ কষ্টে কালাতিপাত করিতে হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অধীনতা মাত্রই যে,

দুঃসহ কষ্ট ও মনুষ্যত্ব বঞ্চিতকারী তা নয়, তাহা হইলে নারীগণ পতির অধীন হইবে জানিয়া কখনই উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেন না। সে পতি-অধীনতার গভীর প্রদেশে প্রীতি শ্রদ্ধা, সম্মান, বিশ্বাস, কর্তৃত্ব এবং সুখ শান্তি স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি আদর্শ জীবন ও মনুষ্যত্ব গঠনের মহা উপযোগী সমস্ত উপকরণ নিহিত থাকে বলিয়াই তাঁহারা এ অধীনতা প্রাপ্ত হইবার জন্য নিরতিশয় অভিলাষিনী হইয়া থাকেন। এ অধীনতায় যাহাতে চিরদিন আমরণ আবদ্ধ থাকিতে পারেন, এ জন্য তাঁহারা কত না কষ্ট সাধ্য ব্রত উপবাস এবং কতই না প্রাণগত সাধনা, বাসনা ও প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এ সুখ শান্তিময় অধীনতায় বঞ্চিত হইলে তাঁহারা একেবারে জগৎ শূন্যময়, অন্ধকারময়, ও ভয় ভাবনাময় দেখিয়া থাকেন, পাছে নিদারুণ বৈধব্যের ঘনতম মেঘজালে এই চিত্ত বিনোদনকারী অধীনতা সূর্য্যের স্বাস্থ্যপ্রদ উত্তাপ ও আলোককে চির আবরিত করিরা ফেলে, এই ভয় ও ভাবনাতেই তাঁহারা সতত অস্থির। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পতি-হীনা হইলে তাঁহারা যে শোচনীয় অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন, তাহা পূর্ব্বোক্ত অধীনতার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে প্রীতি শ্রদ্ধা সম্মান বিশ্বাস কর্তৃত্ব এবং সুখ শান্তি স্ফূর্ত্তি কিছুই নাই। এ অধীনতা তাঁহাদের মনুষ্যত্বের সহায়কারী

হওয়া দূরে থাকুক, অনেকস্থলে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিঘ্নকারী সন্দেহ নাই। এ অধীনতার সময়ে যদি তাঁহারা প্রাণগত চেষ্টায় ও সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবেও আত্মীয় স্বজনের সেবা যত্ন করেন, তাহাতেও আত্মীয় স্বজন স্বার্থের গন্ধ পাইয়া থাকেন, কারণ, তাঁহাদের ও তাঁহাদের সন্তানগণের জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কোন শিক্ষা বা সংস্থান যে তাঁহাদের নাই! তাই আমরা বলিতেছি কুমারী ভগিনীগণ! তোমরা পিতামাতার সাহায্যে জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কোন না কোন প্রকার শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতে যত্নবতী হইবে। কেহ মনে করিবেন না, যে আমরা ভগিনীগণকে আত্মীয় স্বজনের সেবা যত্ন করিতে নিষেধ করিতেছি। আমাদের প্রকৃত মনোভাব এই যে, জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী কোন একটা সম্মানজনক শিক্ষায়, ভদ্রমহিলাগণ শিক্ষিতা হইলে আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাদের কোন প্রকার নিস্বার্থ সেবা যত্নে স্বার্থের সঙ্গ পাইবেন না। তাঁহাদের অসম্মান বা অবিশ্বাস করিবেন না। এবং যদি দুরাদৃষ্টক্রমে আত্মীয় স্বজনগণ ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মনুষ্যত্ব ভ্রষ্টকারী দাসীবৃত্তি বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে না, এই জন্যই আমরা কুমারী ভগিনীগণকে জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতে অনুরোধ করিতেছি।

বাহ্যিক ও আন্তরিক স্বাবলম্বনই যথার্থ মনুষ্যত্বলাভের সুন্দর সুগম্য সোপান। নর নারীর মধ্যে যিনি এই বাহ্যিক ও আন্তরিক স্বাবলম্বনরূপ অমূল্যরত্নের অধিকারী হইয়াছেন। তিনি অচিরে ও অনায়াসে উন্নতি শিখরে আরোহন করিবেন। তাঁহার হৃদয়াকাশে শান্তি-চন্দ্রমা চিরদিন স্নিগ্ধ আলোক প্রদান করিবে। তিনি সম্পদে বিপদে সজনে নির্জ্জনে আলোক ও অন্ধকারে একান্ত নির্ভয়ে এ সংসার রাজ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি পারিবারিক সামাজিক রাজনৈতিক ও পারলৌকিক ভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত না হইলেও তাঁহার দ্বারা অন্যায় কার্য্য কখনই হইতে পারে না। যদি কখন মানবীয় ভ্রম ক্রমে কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলেন, তৎপরে তাঁহার বিবেকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্যগ্র হইয়া যত শীঘ্র পারেন, সে অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত থাকেন। যথার্থ বাহ্যিক ও আন্তরিক স্বাবলম্বনের যিনি অধিকারী তাঁহার বিবেক নেত্র অতীব বিশুদ্ধ ও সমুজ্জ্বল, সে বিবেক নেত্রের দৃষ্টি অন্তরের গভীর অন্তস্তল ভেদী ! সুদূর ভবিষ্যৎদর্শী ! এবং নিগূঢ় সূক্ষ্মদর্শী ! কেহ কেহ বলিতে পারেন, মানব স্বাবলম্বনের জন্য চেষ্টা করিলেও জগতের রহস্যময় ঘটনাচক্র, নানা বিষয়িনী প্রলোভনের মোহ, এবং রোগ শোক প্রভৃতি মানবীয় ক্ষমতাকে কি চির জীবন—অব্যাহত রাখিতে

পারে ? অবশ্য ঘটনার পর ঘটনা তরঙ্গের উত্তাল আবেগে মানবের চিরপোষিত স্বাবলম্বনের তীর ভূমি ভগ্ন করিয়া লইয়া যায়, ইহা অনেক স্থলেই দেখা যায় বটে ! কিন্তু যদি নিতান্ত দৈব বিড়ম্বনা না হয়, যদি মানবগণ সুসময়ে অর্থোপার্জ্জন ও দুঃসময়ের জন্য সম্বল, এবং সুদৃঢ় মানসিক গঠনরূপ সুকঠিন প্রস্তর দ্বারা স্বাবলম্বন তীর ভূমিকে গঠিত করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে সে তীর ভূমিতে সাংসারীক সহস্র সহস্র দুর্জ্জয় বিভীষিকা, অভাবনীয় প্রতিবন্ধক, এবং দুরতিক্রমনীয় প্রলোভনরূপ ভীষণ তরঙ্গের অবিরত ঘাত প্রতিঘাতেও ভগ্ন বা চূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভগিনীগণ ! আমরা আপনাদিগকে যেমন স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দিতে বলি নাই, তেমনি আমরা আপনাদিগকে স্বাবলম্বনতার নামে স্বাতন্ত্র্যতা অবলম্বন করিতেও বলিনা, এবং পতি-পুত্র-হীনা বস্থায় অপরাপর আত্মীয় স্বজনের সেবা যত্নেও অবহেলা বা বিরক্ত হইতে বলি নাই; এবং এ স্বার্থময় জগতে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত নিস্বার্থভাবে সেবা যত্ন করিতে যিনি সমর্থ হন, তাঁহার মহত্ব অতুলনীয় ও অবর্ণনীয় সন্দেহ নাই, পক্ষান্তরে ইহাও অবিনাশী সত্য যে প্রত্যেক ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার চেষ্টা থাকা কর্ত্তব্য ! তন্নিমিত্তই আমরা বলিতেছি যে,

এমন একটী জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী অথচ ভদ্র স্ত্রীলোকের ভদ্রতা ও সম্মান রক্ষাকারী শিক্ষায়-শিক্ষিতা হওয়া আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য, যাহাতে আমাদিগকে দুঃসময়ে নীচতা জনক দাসীবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, বা স্বার্থপর ও অবমাননাকারী আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ না হইতে হয়।

যিনি বাল্যকালে জীবনোপায়োপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যথাযোগ্য সময়ে প্রাণপণ অধ্যবসায় ও নিরালম্বে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিমিত ব্যয়শীল হয়েন, ও বৃদ্ধাবস্থার জন্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারই বাহ্যিক স্বাবলম্বন রক্ষিত হয়। আর যিনি অন্যায় অসত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ন্যায় ও সত্যকে পরম গৌরবান্বিত স্বর্গীয় পবিত্র সিংহাসনে বসাইয়া ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে নিয়ত পূজা করিতে করিতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়া নির্ভয়ে শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে মুক্তভাবে আমরণ সংসারে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারই আন্তরিক স্বাবলম্বনতা রক্ষিত হয়।

এস ভগিনীগণ! আমরাও নিজ নিজ জীবনে উক্ত প্রকারে বাহ্যিক ও আন্তরিক স্বাবলম্বন রক্ষা করিতে যত্নবতী হই! যেন আমাদের হৃদয়ের পাশা-পাশি স্বাধীনতা ও অধীনতা, দীনহীনতা ও আত্মমর্য্যাদা, কোমলতা

ও তেজস্বিতা, পরমুখাপেক্ষিতা ও স্বাবলম্বনতা এই উভয় প্রকার ভাবই অবস্থান করে। যেন আমরা জ্ঞানানুমোদনে যথাযোগ্য-স্থলে উভয় ভাবকে নিয়োগ করি! তাহা হইলেই আমাদের নারী জনোচিত ভাবেরও ব্যতিক্রম হইবে না, অথচ মানবের যে জীবনের লক্ষ্য, মনুষ্যত্ব ও অসাধারণত্ব সেই লক্ষের দিকেও আমরা কতক পরিমাণে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইব। পূর্ণ স্বাবলম্বন যিনি, যিনি স্বাবলম্বনতার আদি ও অন্তে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন, তিনি আমাদের বাসনা পূর্ণ করুণ।

স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান শিষ্টাচারিতা।

বিনয় নম্রতা ও ধীরতাবিশিষ্ট সরল ব্যবহারের নামই শিষ্টাচারিতা। বর্ত্তমান কালের শিক্ষিতা স্ত্রীজাতিতে যে এই শিষ্টাচারের অভাব আছে, তাহা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহাদের শিষ্টাচার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতা সম্পন্ন ও নিতান্ত অনুদার ভাবাপন্ন বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাঁহাদের ধন মান বিদ্যা ও পদমর্য্যাদানুযায়ী যাঁহাদের অবস্থা, তাঁহাদের প্রতিই তাঁহারা শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তদ্ব্যতীত তাঁহারা অন্য সকলের প্রতিই প্রায় শিষ্টাচার বিমুখ। এমন কি এমনও দেখা গিয়াছে যে, তাঁহাদের মাতা-ঠাকুরাণী ও শশ্রূঠাকুরাণীরা যে সকল প্রাচীন ও প্রাচীনা বা দীন দরিদ্র আত্মীয়স্বজনগণকে আবহমান কাল গণ্য-মান্য ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা সেই সকল লোকের প্রতিও ঔদাসীন্য ও অবহেলা করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা অসভ্য, কুসংস্কারাপন্ন, মূর্খ, ইত্যাদি। ইহাঁদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন ভয়ানক নীচতা বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যবহার যে কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন প্রাচীনা মূর্খ বা

অর্থহীন লোকদের মনকষ্টের কারণ, তাহা নহে, স্বীয় স্বীয় হৃদয় মনেরও নীচতার পরিচায়ক। এরূপ ব্যবহারে নিজ নিজ হৃদয়কে নিতান্ত সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করা হয়। কেন যে পূর্ব্বোক্ত লোকেরা ওরূপ অসভ্য কুসংস্কারাপন্ন বা মূর্খ হইয়াছেন, এটুকু চিন্তা করিবার ক্ষমতা বা অবসর তাঁহাদের নাই, এরূপ ব্যবহার পুরুষ বা স্ত্রী—বিশেষ স্ত্রীজাতিতে নিতান্তই অশোভনীয়। কারণ, মহারাজাধিরাজ হইতে পথের কাঙ্গাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের শিষ্টাচারের আশা করিয়া থাকেন। স্ত্রীজাতির শিষ্টাচার পরিবারে প্রতিবাসীতে সমাজে, স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র উদার অকপট ও অক্ষুণ্নভাবে বিস্তারিত থাকিবে, ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বর্ত্তমানে স্ত্রীজাতির মধ্যে উক্তরূপ অনুদার শিষ্টাচারিতার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আত্মমর্য্যাদার ভীষণ ও ভয়াবহ প্রাখর্য্য এবং আত্মমর্য্যাদার বিকৃতার্থ গ্রহণই ইহার কারণ। অবশ্য আত্মমর্য্যাদা ও আত্ম-সম্মান মনুষ্য মাত্রেরই আবশ্যক, কিন্তু যেরূপ আত্ম-মর্য্যাদার নিকট, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশবাসী, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন অবস্থাপন্ন ও দরিদ্র ব্যক্তিগণ ভয়ত্রস্ত হইয়া দূরে পলায়ন করে, সেরূপ আত্ম-মর্য্যাদা কখনই মনুষ্যত্ব বিধায়ক, পৃথিবীর সুখ শান্তি-প্রদায়ক ও সমুন্নত

মনের পরিচায়ক নহে। যে আত্ম-মর্য্যাদা নিদাঘকালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত প্রচণ্ড ও প্রখর কিরণ-বিস্তার করিয়া সকলের ভীতি উৎপাদন করে, কাহাকেও নিজ ভয়াবহ রশ্মিজালের নিকটস্থ হইতে দেয় না, কেহ সে ভয়ঙ্কর উত্তাপের নিকটস্থ হইলেও তাহাকে নিরানন্দ ও পীড়াগ্রস্ত করে, সে আত্ম মর্য্যাদা কখনই মনুষ্য-সমাজে মিত্রতা উৎপাদন ও সুগঠিত চরিত্রে গৌরব আনয়ন করিতে সমর্থ নহে।

যে আত্ম-মর্য্যাদা প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল তরল ও সরল কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয়োদ্যানের সুভাব কলিকা সকল প্রস্ফুটিত করে, সর্ব্বজনীন প্রেম, হিতৈষণা-বৃত্তি, স্বদেশের ও নিজের অভাব চিন্তা, এবং নানা বিষয়িণী উন্নত চিন্তা রূপ পক্ষীগণকে জাগরিত, আনন্দিত ও বিবিধ প্রকার আনন্দ-কলরব এবং দিগদিগন্তে উড্ডীয়-মান করিতে সচেষ্ট করে, কর্ত্তব্য ও নীতিরূপ প্রস্রবণ ও নির্ঝর নীরের সহস্রমুখী সলিলোচ্ছ্বাসে প্রাণ মন বিমোহনকারী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করে ; মানব সকলকে বিশেষরূপে জাগ্রত জীবন্ত কার্য্যোৎসাহিত করিয়া স্বাবলম্বন ও স্বাধীনতার মর্য্যাদা শিক্ষা দেয়, ভগিনী-গণ! সেই আত্ম-মর্য্যাদা চিরদিন তোমরা হৃদয়ে পোষণ কর, নতুবা তোমাদের আত্ম-মর্য্যাদা যদি নিদাঘকালীন

মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ ও প্রাখর্য্যশালী হয়, তাহা হইলে তোমাদের হৃদয় হইতে শিষ্টাচার দূরে পলায়ন করিবে, তোমাদের নিকট হইতে কখনও কোন নরনারী বিনয় নম্রতাবিশিষ্ট সেবা পরিচর্য্যা বা সান্ত্বনা সহানুভূতি ও আশ্বাস-বাণী শুনিতে পাইবে না, সকলেই ভয়ে ভীত ও সন্তাপিত প্রাণ হইয়া ব্যথিত অন্তরে চলিয়া যাইবে। যে—আত্ম-মর্য্যাদা ন্যায় ও সত্যকে সর্ব্বোপরি সম্মান প্রদর্শন করে, যে আত্ম-মর্য্যাদা নিজেকে ও সমস্ত মানব জাতিকে স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন শিক্ষা দেয়, যে আত্ম-মর্য্যাদা প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় সকলের সুখ কর্ম্মোৎসাহ ও আনন্দজনক, সেই আত্ম-মর্য্যাদায় শিষ্টাচারের কোন ক্ষতি হয় না বরং শিষ্টাচাররূপ গৃহ মূল্যবান উপাদানে নির্ম্মিত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয়।

আত্ম-মর্য্যাদার বিকৃতার্থ গ্রহণ করিয়া যখনই নর-নারী উন্মত্ত হয়, তখনই আত্মম্ভরিতার উদয় হইয়া—আত্ম-মর্য্যাদাকে নিদাঘকালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় ভয়ানক তীক্ষ্ণ ও প্রখর করিয়া তোলে, সেই ভয়াবহ তীক্ষ্ণতা ও প্রখরতায় উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক হইয়া সকল প্রাণীই একটু বিরাম জনক শিষ্টাচারের ছায়াতলে—উপবেশন করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। এই যে আত্ম-মর্য্যাদার নিরতিশয় তীক্ষ্ণতা ও প্রখরতা, যাহা হইতে শিষ্টাচার দূরে পলায়ন করে;

তাহা কিসে প্রশমিত ও মন্দীভূত হইতে পারে? তাহা কেবল দুইটী চিন্তা বিশেষরূপে হৃদয়ে জাগরূক রাখিলেই হইতে পারে। প্রথম চিন্তা এই যে,—আমি যাহাদিগকে পর বলি, ছোট বলি বা ঘৃণা করি, তাহারা কেহই আমার পর, ছোট বা ঘৃণার্হ নহে। চিন্তাতীত মহা প্রকাণ্ড ব্যাস ও পরিধিবিশিষ্ট গ্রহ নক্ষত্র অবধি অতি ক্ষুদ্র পরমাণু পর্য্যন্ত, মহাদ্রুম অবধি ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত, বৃহদাকার হস্তী, উষ্ট্র অবধি কীটাণু পর্য্যন্ত, আর মহা-রাজাধিরাজ সম্রাট অবধি নিরন্ন কাঙ্গাল কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই আমার জীবন ধারণ ও উন্নতির সহায়, ইহারা না থাকিলে আমার নিমেষের জীবন ধারণ ও নিমেষের উন্নতি—অসম্ভব, আমার মানুষ নামই অসম্ভব। আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই আর না পাই, ছোট বড় সকলেই আমার সহায়। এইরূপ চিন্তায় নির্ব্বিশেষ ভাবে ছোট বড় সকলের প্রতি শিষ্টাচার সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় চিন্তা এই যে, "আমি যে যে বিষয়ে পরিবৃত হইয়া আত্ম-মর্য্যাদার সীমা অতিক্রম করিয়া আত্মম্ভরিতায় স্ফীত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি, এ ক্ষণভঙ্গুর সংসারে সেই সেই বিষয় কালগর্ভে বিলীন হইতেই বা কতক্ষণ! আমি এই নশ্বর সংসারে কয়টা দিনই বা বাস করিতে আসিয়াছি, এ কয়টা দিন যদি আত্মম্ভরিতাকেই আশ্রয়

করিয়া থাকি, আমার আত্ম-মর্য্যাদার তীক্ষ্ণ ও প্রখর কিরণে সকলেই যদি উত্তপ্ত মস্তিষ্ক হইয়া দূরে পলায়ন করে, আমার নিকট শিষ্টাচারের—বিরামজনক ছায়াতল দেখিতে না পায়, আমার নিকট কেহই সান্ত্বনা সহানুভূতি সাহায্য ও আশ্বাসবাণী শুনিতে না পায়, তাহা হইলে আমার জীবন সার্থককর কার্য্য ত কিছুই করা হইল না, আমার জীবন বৃথা, আমার মানুষ নাম বৃথা, ইত্যাদি। সর্ব্বজনীন প্রেম ও বৈরাগ্যোদ্দীপক উপরোক্ত চিন্তা দুইটী সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখিলে নর নারী স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া অকপট শিষ্টাচারী ও বিনম্র প্রকৃতি হয়। বর্ত্তমান কালের ভগিনীগণ! তোমরা যে শিষ্টাচার জাননা বা কাহারও প্রতি শিষ্ট ব্যবহার কর না, তাহা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তোমা-দের শিষ্টাচার অনুদার ভাবাপন্ন, যাহাদের ধন মান বিদ্যা বা পদ-মর্য্যাদা তোমাদের অবস্থানুযায়ী নয়, তাঁহাদের প্রতি তোমরা অনেকেই প্রায় শিষ্টাচার বিমুখ। ইহা প্রত্যক্ষ কথা। দেখ ছোটই বা কি, আর বড়ই বা কি, তুমি যত বড়ই হও না কেন, ছোট বড় সকলে মিশিয়া তোমাকে বড় করিয়াছে, তাই আজ তুমি বড়। সামান্য ধূলিকণাও সূর্য্যালোকের সহায়তা করে, সামান্য বর্ণমালাও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন সংক্রান্ত মহা গ্রন্থ সমূহ পাঠের

সহায়তা করে, সামান্য পুষ্পরেণু দ্বারা সমস্ত উদ্ভিদজগৎ জীবিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ ছোট ও কিছু নয়, বড়ও কিছু নয়। সংসার অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল। পর কেহই নয়। এবম্বিধ চিন্তা সমূহ দ্বারা নত মস্তক এবং অকপট ও নির্ব্বিশেষ ভাবে ছোট বড় সকলের প্রতি শিষ্ট ব্যবহার কর!

পরস্পরে শিষ্ট ব্যবহার সকলেই করিতে পারেন, কিন্তু আমি যাহার প্রতি শিষ্ট ব্যবহার করিতেছি, সে আমার প্রতি ভয়ানক অশিষ্টাচার করিতেছে, এরূপ স্থলে শিষ্টাচার রক্ষা করা সুকঠিন। অপরাধশূন্য লোকের প্রতি রাজা প্রজা, সমাজ ও পরিবারের সকলে শিষ্ট ব্যবহার করিতেছেন, সকলের ইচ্ছা আছে, অনুরোধ আছে, তাহার প্রতি শিষ্ট ব্যবহার করিতে সকলেই পারেন, কিন্তু তদ্বিপরীত স্থলে শিষ্টাচার সাধারণ লোক দ্বারা হয় না, এরূপস্থলে শিষ্টাচার কেবল হৃদয়ের শৌর্য্য বীর্য্যশালিনী নারীগণ দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। যৎকালে জনকনন্দিনী মহালক্ষ্মী সীতার বিরুদ্ধে মহা বিক্রমশালী রাজা দশানন ও তাহার রাজ্যের সকলেই দণ্ডায়মান হইয়াছিল তৎকালে সেই সীতার প্রতি মহাপ্রাণা রাণী মন্দোদরী ও সরমা সুন্দরী অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে সময় দেব দানবে যুদ্ধ হয়,

সে সময় মহা মাননীয়া ইন্দ্রানী শচী কারাবন্দিনী হইয়া দানব গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহার সেই অবস্থিতির সময় দানবেশ্বর ও তাহার রাজ্যেরও পরিবারের সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, কেবল দানবেশ্বরের পুত্রবধূ স্বাধীনচেতা-ইন্দুবালা শচীদেবীর প্রতি সুমিষ্ট শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইতিহাসে শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন রাজ্যের নারীগণ এরূপ অসাধারণ উন্নতমনা যে, যুদ্ধের সময় আহত ও কাতর বিপক্ষ সৈন্যগণেরও সেবা-শুশ্রুষা ও ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মহাবীর আলেকজ্যাণ্ডার অশিষ্টাচারিণী মাতার প্রতি, মহাত্মা সক্রেটিস্ অশিষ্টাচারিণী স্ত্রীর প্রতি; অসাধারণ মহাপ্রাণ যিশু অশিষ্টাচারী প্রাণ বিনাশকদের প্রতি; অশেষ গুণশালী রামচন্দ্র ও ভক্ত চূড়ামণি ধ্রুব অশিষ্টচারিণী বিমাতার প্রতি এবং মহা-প্রেমিক স্বার্থত্যাগী চৈতন্য অশিষ্টাচারী জগাই মাধাইয়ের প্রতি কিরূপ সুমধুর ও শিক্ষাপ্রদ শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এবম্বিধ অসাধারণ শিষ্টাচার বিরল হইলেও একবারে অসম্ভব নহে। কোন কোন স্থলে—অশিষ্টচারের প্রতি শিষ্টাচারে সমর্থ হইলে পৃথিবীতে সুমহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মানবগণের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারা যায়! যদি চৈতন্যদেব

জগাই মাধাইয়ের অশিষ্টাচারের প্রতিশোধ লইতে যাইতেন, তাহা হইলে জগাই মাধাই কখনই পুণ্য ও প্রেমে উন্নত হইতে পারিত না। যিশু যদি অশিষ্টাচারী-প্রাণ বিনাশকদের প্রতি অশিষ্টাচার বা কোনপ্রকারে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আজ সহস্র সহস্র নর-নারী ক্ষমা, ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মের জন্য প্রাণ তুচ্ছ বোধ করিতে শিক্ষা করিত না। ইত্যাদি।

ভগিনীগণ! তোমাদের হৃদয় ভূমির সযত্ন-রোপিত শিষ্টাচার নব তরুতে আত্ম-মর্য্যাদার সীমাতিক্রমকারী আত্মম্ভরিতার প্রচণ্ড উত্তাপ লাগিতে দিও না, এবং সর্ব্বদা তাহাতে অকপট বারি-সেচন করিবে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সেই নব তরু বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও নব-পল্লবে সুশোভিত হইয়া পাপ তাপ দারিদ্র্যের ভীষণোত্তাপে দগ্ধ পথিক-গণকে সুশীতল ছায়া প্রদানে সমর্থ হইবে।

স্ত্রীজাতির সমিতির আবশ্যকতা।

ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশসমূহে যে স্ত্রী-সম্মিলনীর অভাব আছে তাহা নহে, কিন্তু ভারতে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে দুচারিটী বর্ত্তমান আছে, তাহাও আবার নিতান্ত নিষ্প্রভ ও মলিন। এই নিষ্প্রভতা ও মলিনতার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীত হইয়া থাকে যে, যে সকল সমিতি ভারতীয় ভগিনী-গণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকল গুলিতেই জ্ঞান চর্চ্চার, পরস্পরের প্রতি প্রীতি সম্বন্ধের এবং উৎসাহ অধ্যবসায় ও দৃঢ় সঙ্কল্পের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদের প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক যে স্ত্রী-সমিতির আবশ্যকতা কি, এবং ইহার উন্নতি ও স্থায়িত্বের জন্যই বা কি করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রী-সমিতির আবশ্যকতা।

আমরা স্ত্রী-সমিতির আবশ্যকতা অনুভব করি, এই জন্য যে, স্ত্রীজাতির কার্য্যক্ষেত্র কেবল গৃহ সংসারেরই চতুঃসীমায় আবদ্ধ থাকা কর্ত্তব্য নহে, তাঁহাদের কার্য্য-ক্ষেত্রের বর্ত্তমান কালোপযোগী প্রসরতা বৃদ্ধি করা অতীব

প্রয়োজনীয় ও একান্ত-কর্ত্তব্য। ভগিনীগণ! একবার হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব কর, পৃথিবীতে কত অসভ্যজাতি সমূহ, এমন কি ইতর জীব জন্তুগণ পর্য্যন্ত দৈনন্দিন্ কার্য্য-কলাপ ও সন্তানাদির প্রতিপালন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার বাহিরে তাহারা এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। আমরা স্ত্রীজাতি বলিয়া কি চিরদিন সেই অসভ্য জাতি ও ইতর প্রাণী দলের মধ্যেই মিশিয়া থাকিব? তাহাদের অপেক্ষা উন্নত ভাব কিছুই দেখাইব না? সাধ্যানুসারে এক আধ বিন্দু দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা করিব না? পৃথিবীতে কে কোথায় মরিল, বাঁচিল, তাহা একবার ফিরিয়া দেখিব না! দেখ, উন্নত মানব-গণের জন্য দর্শন-বিজ্ঞানরূপ দুই অনন্ত মহাসাগর কেমন উত্তাল-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতেছে! কত শ্রদ্ধা-ভাজন উন্নত চিন্তা-সম্পন্ন মনীষী দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাহার গভীর-প্রদেশে নিমগ্ন হইয়া কত অসংখ্য মণিরত্ন সংগ্রহ করিতেছেন, আমরা কি সমস্ত জীবনেও সে অমূল্য-মণিরত্নের এক বিন্দুর সামান্যতম অংশেরও অধিকারিণী হইব না! স্ত্রী সমিতির আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্যই এই যে, বিশ্বজনীন উন্নতিরূপ যে অসীম কর্ম্মক্ষেত্র অনন্ত স্থান ব্যাপিয়া বিস্তারিত রহিয়াছে, যাহার একটু অংশের উন্নতির জন্য কত অসংখ্য হস্ত, কত অগণ্য মস্তিষ্ক

অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহারই একটু অণুপ্রমাণ বা নগণ্য সহায়তার জন্য—কতকগুলি বিশুদ্ধচরিত্র ভগিনীতে মিলিত হইয়া—একতার সহিত কার্য্য করা। ভগিনীগণ! যদি কেবল দু একটী দরিদ্রকে দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করাই তোমাদের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলেও দাতব্য-ফণ্ডে কিছু কিছু দান করিলেই চলিতে পারিত! ইহার উদ্দেশ্য এতই সংকীর্ণ, এতই জীবনহীন হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে! ইহার উপরোক্ত উদ্দেশ্য অতি মহদুদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য অতীব ব্যাপকতাময় এবং নিরতিশয় আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ! তবে ভগিনীগণ! স্ত্রী-সমিতির আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থানুসারে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন!

স্ত্রী-সমিতির স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য কি করা আবশ্যক। ইহা আলোচনা করিয়া দেখিলে—ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সমিতির মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চা, পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সুদৃঢ় সংকল্পময় কার্য্য এই তিনের একত্র সমাবেশ—একান্তই আবশ্যক। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, জ্ঞানচর্চ্চাবিহীন হইয়া কত শত সভা-সমিতি ও কত অসংখ্য ধর্ম্মসমাজ কুসংস্কারের করাল-

কবলে অথবা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মানব-জাতিকে প্রাকৃতিক জগৎ ও আধ্যাত্মিক-জগৎ প্রদর্শন করাইবার জন্য বিজ্ঞান ও দর্শনরূপ দুই মহাজ্যোতি পূর্ণ-প্রদীপ্ত জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া বিরাজিত আছে।—সকলে নিজ নিজ ক্ষীণপ্রজ্ঞা নেত্রকে সে আলোক সহ্য করিবার উপযুক্ত শক্তিশালী করিতে চেষ্টান্বিত হও! নিজ নিজ অবস্থা শক্তি ও সামর্থানুসারে কিছু কিছু বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনায় মনোযোগিনী হও!

"জ্ঞানে ভক্তি, জ্ঞানে মুক্তি, জ্ঞানেই ত মানব, মানব হয়!
জ্ঞানালোক বিনা দুইটী জগৎ আঁধারে আঁধারময়!"

বিজ্ঞান ও দর্শনরূপ দুই মহাজ্যোতি মহোজ্জ্বল-প্রভা বিস্তার করিয়া ঐ দেখ প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎ দেখাইবার জন্য যেন প্রতিক্ষণে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে! তোমরা মহা গরিমাময় ঐ দুই মহাজ্যোতির দীপ্তালোককে অবহেলা করিয়া মনুষ্যত্বের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইও না!

স্ত্রী-সমিতি সমূহে যেমন জ্ঞান-চর্চ্চার একান্ত আবশ্যক, তেমনি পরস্পরের প্রতি প্রীতিও নিতান্ত-প্রয়োজন।—ভগিনীগণ! যদি পরার্থসাধনরূপ মহাব্রত সাধন করিতে চাও! তবে তোমরা স্থানে স্থানে কতকগুলি ভগিনীতে

একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য কর। কেবল একত্রিত হইলেই হইবে না, পরস্পরের প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। কারণ প্রেম বিনা পৃথিবীতে সকলই অসম্ভব ও বিফল। ঈশ্বরের প্রতি, জগতের প্রতি ও নিজের প্রতি এই যে ত্রিকর্ত্তব্য পালনরূপ মনুষ্যত্ব সাধন, প্রীতি বন্ধন ব্যতীত ইহার কোনটীই সফলিত ও সার্থকযুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি পূর্ব্বোক্ত ব্রত পালনে আন্তরিক বাসনা থাকে, তাহা হইলে তোমাদের সম্মিলনী সমূহে যখন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে ইষ্টক, প্রস্তর বালুকাও চূর্ণ প্রভৃতি নানা উপকরণ বিদ্যমান থাকিলেও যদি তাহাদিগকে সংযুক্ত করিবার জন্য যোগাকর্ষণ না থাকে, তবে সে বাটী বা গৃহ কখনই নির্ম্মিত হইতে পারে না, তেমনি তোমরা কেহ ইষ্টক, কেহ প্রস্তর, কেহ বালুকা, কেহ চূর্ণ স্বরূপ বিদ্যমান থাকিলেও যদি প্রেমাকর্ষণরূপ যোগাকর্ষণ না থাকে, তোমরা কখনই সম্মিলনীরূপ বাটী বা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইবে না। যেমন একটী পুষ্প-স্তবক নির্ম্মাণ করিতে বেল, জুঁই, গোলাপ রজনীগন্ধ প্রভৃতি বিবিধ কুসুম বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাদিগকে সংবদ্ধ করিবার জন্য যদি একগাছি সূত্র বা রজ্জু না থাকে, তবে সে পুষ্প-স্তবক হইতেই পারে না, তেমনি-তোমরা কেহ বেল, কেহ জুঁই, কেহ গোলাপ, কেহ

রজনীগন্ধারূপে বর্ত্তমান থাকিলেও যদি তোমাদিগকে একত্র বাঁধিতে প্রেমাকর্ষণ রূপ—সূত্র বা রজ্জু না থাকে, তাহা হইলে তোমাদের সমিতিরূপ কুসুম স্তবক কখনই, প্রস্তুত হইতে পারিবে না। যেমন আমাদের এই শরীরকে নানাবিধ পুষ্টিকর আহার্য্য প্রদান করিলেও যদি শোণিত প্রস্তুতের জন্য রাসায়নিক সংযোগ না থাকিত, তাহা হইলে সে সমস্ত আহার্য্যই বিফল হইত, এবং শরীরের অস্তিত্ব বিনাশ নিতান্তই অনিবার্য্য, অপরিহার্য্য, ও অবশ্য-ম্ভাবী হইত সন্দেহ নাই, তেমনি তোমাদের সম্মিলনীর পুষ্টি সাধনের জন্য যতই কেন, অজস্র পরিমাণে দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্যরূপ পুষ্টিজনক আহার্য্য ইহাতে প্রদান কর না, যদি প্রেমাকর্ষণ রূপ রাসায়নিক সংযোগে ইহার একতারূপ শোণিত প্রস্তুতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে ইহারও অস্তিত্ব বিনাশ অনিবার্য্য, অপরি-হার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী হইবে সন্দেহ নাই। তাই ভগিনীগণ ! যদি পূর্ব্বোক্ত ব্রত পালন জন্য দশ জনে একত্র মিলিত হইয়া থাক, এবং এই মিলনের অস্তিত্ব দীর্ঘকাল রক্ষার বাসনা করিয়া থাক, তবে প্রীতি বন্ধনকে অবহেলা করিও না, পরস্পরের দোষ ও ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া উদারভাবে প্রেমেতে মিলিত হও !

স্ত্রী সমিতিতে যেমন জ্ঞান-চর্চ্চা, ও পরস্পরের প্রতি

প্রীতি আবশ্যক, তেমনি প্রত্যেকের দৃঢ়সংকল্পময় কার্য্যেরও নিতান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঐ তিনের একত্র সমাবেশ একান্তই প্রয়োজনীয়। ঐ তিনের একত্র সমাবেশ ব্যতীত সমিতির উন্নতি ও স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নাই। ভগিনীগণ! যেমন স্বার্থসাধনের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাক, তেমনি পরার্থ সাধনের জন্যও প্রাণান্ত চেষ্টার আবশ্যক! নাই বা কেহ তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যসমূহে গণনার মধ্যে আনিল! নাই বা কেহ প্রশংসা করিল,—রহিলই বা লোকচক্ষুর অগোচরে! সেজন্য কেহ বিন্দুমাত্র ক্ষোভ বা পরিতাপ হৃদয়ে পোষণ করিও না। যে কোন প্রাকৃতিক বা মানবীয় ক্রিয়াই হউক না কেন, প্রথম সূত্রপাতের সময় সমস্তই অলক্ষিত বা অপ্রত্যক্ষ ভাবেই অবস্থিতি করে। যখন অসীমাকাশের কতকগুলি চক্ষুর অদৃশ্য ক্ষুদ্র পরমাণু মাধ্যাকর্ষণ যোগে একত্রিত হইতে থাকে, তখন সে দৃশ্য দেখিলে কে মনে করিতে পারে যে, ইহা হইতেই পরম বিস্ময়জনক সুবিশাল গ্রহ নক্ষত্রের উৎপত্তি হইবে! বটবৃক্ষের ক্ষুদ্র বীজটী দর্শন করিতে করিতে ইহা হইতেই বহুদূরব্যাপী প্রকাণ্ডায়তন মহীরুহের উৎপত্তি হয়, ইহা স্মরণ করিলে—কেনা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়! দু এক বিন্দু শোণিত হইতে প্রস্তুত সুগঠিত জীব-দেহ অনুভব করিলে কে বিস্মিত ও চমৎকৃত

ও স্তম্ভিত না হয়! ইহাত কয়েকটী মাত্র ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থের কথা বলা হইল, যখন আবার প্রাকৃতিক কোন প্রকার সৃষ্টির সর্ব্বপ্রাথমিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন সে সূক্ষ্মতম অবস্থা মানবের ইন্দ্রিয়াতীত। তাহা কেবল বৈজ্ঞানিক মহাত্মাগণ যন্ত্র সহযোগে এবং অতীব ক্লেশ ও সহিষ্ণুতা সহকারে কিয়দংশ পরিদর্শন করিতে সক্ষম হয়েন। সাধারণ মানবগণের নিকট তাহা চিরদিন ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে। মানব মনের কোন সাধু বা অসাধু ইচ্ছাও সর্ব্বপ্রথমে অতি সূক্ষ্মতম অবস্থাতেই অবস্থান করে। তবেই কি প্রাকৃতিক, কি মানবীয়—সমস্ত কার্য্য-কলাপের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা প্রথম সূত্রপাতের সময় অপ্রত্যক্ষ ও অলক্ষিত ভাবে কার্য্য করে। জগতের সমস্ত স্থূল পদার্থ ও স্থূল ক্রিয়া সূক্ষ্মতম অবস্থারই পরিণতি. ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া ভগিনীগণ! স্ত্রী-সমিতির বর্ত্তমান আকৃতি ও প্রকৃতির জন্য দুঃখ ক্ষোভ হইতে বিরত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইতে মনোযোগ প্রদান কর।

অধিকাংশ ভারতীয় ভগিনীগণের মুখেই তাঁহাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তির জন্য ঘোরতর ঔদাস্য ও ভয়ঙ্কর নৈরাশ্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা যদিও যার-

পর নাই সত্য যে, আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র শক্তি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, নিতান্ত নগণ্য, নিরতিশয় তুচ্ছতর। কিন্তু তাঁহারা জানেন না, যে, অতীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিরও একত্র সংযোগে জগতে কি সুমহৎ ক্রিয়া সমূহ সমুৎপন্ন হইতে পারে। একবার প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখ! সেখানে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হইবে। সর্ব্বাগ্রে দেখ! চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টিতেই অনন্ত আকাশে কত শত অসংখ্য সুবিশাল জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐযে সুনীলগগণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলীয় বাষ্প-কণা সমূহ একত্রিত হইয়াছে, উহারা যখন ধরাতলে পতিত হইবে, তখন কি উদ্ভিদ জগতের সুমহৎ কল্যাণ ও পৃথিবীর অন্যান্য অশেষবিধ সুমঙ্গল সংসাধিত হইবে না? স্রোতস্বতী প্রবাহিনীর তরঙ্গের সহিত নাচিতে নাচিতে যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধুলি, ও বালুকণা সমূহ চলিয়া যায়, যখন তাহারা অসংখ্যগুলি একত্রিত হওতঃ কর্দ্দম রাশিতে পরিণত হয়, তখন ক্রমে ক্রমে তাহাদের দ্বারা কত শত সুবৃহৎ বালুচর ও দ্বীপাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঐ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ বা দূর্ব্বাদল দেখিতেছ উহাদের সুকোমল দৃশ্য ও স্পর্শ কত শত জীবের নয়ন মন ও শরীরের আরামপ্রদ হইয়া থাকে। অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল-

কীটসমূহ একত্রিত. হইয়া কেমন প্রকাণ্ড দ্বীপ সকল নির্ম্মাণ করে। মধুমক্ষিকারা এক একটী ক্ষুদ্র জীব হইলেও তাহাদের দ্বারা কেমন বৃহত্তর ও বিস্ময়কর মধু-চক্রসমূহ রচিত হয়! এইরূপে প্রকৃতির দিকে নিরীক্ষণ করিলে জড়জগতে, উদ্ভিদ জগতে, ও জীবজগতে উক্ত প্রকারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত অহরহ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। মানব জাতির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কার্য্য-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলেও উপরোক্ত কথার সত্যতা বিশেষরূপে প্রমানীকৃত হইতে পারে। বাহ্যিক কার্য্যের দিকে দেখ! কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া কত অসংখ্য অগণ্য মানবের কার্য্যস্রোত পর্য্যায়ক্রমে প্রবাহমান হইয়া তবে মানবজাতির অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হইতেছে, প্রত্যেক মানব তাই অবলীলাক্রমে আহার্য্য ও পরিচ্ছদাদি লাভ করিতেছে। অপর দিক অর্থাৎ আভ্যন্তরিক কার্য্যের দিক দেখ! কত অসংখ্য অগণ্য মানবের জ্ঞানস্রোত কত অসংখ্য শতাব্দী ধরিয়া পর্য্যায়ক্রমে ও ধারাবাহিক রূপে প্রবাহিত হইয়া বিজ্ঞানদর্শন ও ধর্ম্মনীতির সার তত্ত্ব সমূহ উদ্ভাসিত, আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়া তবে মানব-জাতি স্বচ্ছন্দে পরম ধন জ্ঞানধনে ধনী হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হইতেছে। অসংখ্য অগণ্য মানবের বাহ্যিক কার্য্য পরম্পরার ফলে এক দিকে যেমন মানব জাতির আহার্য্য

ও পরিচ্ছদাদি প্রাপ্তির বিশ্বজনীনতা রক্ষা করিতেছে, অপর দিকে তেমনি অসংখ্য অগণ্য মানবের জ্ঞানস্রোতে, অর্থাৎ আভ্যন্তরিক কার্য্য পরম্পরার ফলে মানব জাতির জ্ঞানলাভের বিশ্বজনীনতা সংরক্ষিত হইতেছে। যেন দুইটী বেগবতী স্রোতস্বতী নদী অতলস্পর্শ গভীর মহাসিন্ধু সলিলে অনবরত নিপতিত হইতেছে, এবং তাহা হইতে সুবিশাল সুশ্রেণীযুক্ত সভ্যতা তরঙ্গ উত্থিত হইয়া অন্তর বাহিরের অসীম উন্নতির দিকে সবেগে ধাবমান হইতেছে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহ দ্বারা তোমরা স্বীয় স্বীয় অন্তরে অনুভব কর যে, অসংখ্য অসংখ্য ক্ষুদ্র শক্তির নিয়োগে জগতে কেমন অত্যদ্ভুত ব্যাপার ও ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হইতেছে!

বৃক্ষ মূলের নিয়মও যে প্রকার, তাহার শাখা প্রশাখার নিয়মও সেই প্রকার,—বিশ্বজনীন উন্নতির জন্য যেমন দেশে বিদেশে অসীম কার্য্য পরম্পরা, মানবের অন্তর্বাহ্য ক্রিয়াসমূহ অনন্ত তরঙ্গ প্রবাহে ছুটিয়াছে, তাহার আংশিক কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যেমন অসংখ্য অগণ্য হস্ত ও মস্তিষ্ক ঘুরিতেছে,—আবার যাঁহারা এই আংশিক কার্য্যের যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা করিবার জন্য স্বাস্থ্য, অর্থ, ধন ও জীবন দিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকেও দশটী প্রাণ একত্রিত হইতে হইবে, দশ জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি একত্র

সংযোজিত, এবং কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। কে না জানেন, একটী সমগ্র পারিবারিক কার্য্য সুসম্পন্নভাবে চালাইতে হইলেও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির একত্র সমাবেশের প্রয়োজন হয়। মানবের তিনটী কর্ত্তব্য। একটী জগৎ কারণের প্রতি, একটী জগতের প্রতি ও একটী তাহার নিজের প্রতি। আলস্য ঔদাস্য ও নৈরাশ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি যে পরিমাণে উক্ত ত্রিবিধ কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইবেন, তিনিই সেই পরিমাণে মনুষ্যত্ব ও অসাধারণত্বের অধিকারী। এ বিষয় চিন্তা করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, জগৎকারণের প্রতি ও তাহার নিজের প্রতি যে কর্ত্তব্য পালন, (যদিও পরোক্ষভাবে তাহা অসংখ্য অগণ্য মানবের বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রবাহের ফল।) প্রত্যক্ষভাবে তাহা বরং নিজ নিজ চেষ্টা ও সাধন দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু জগতের প্রতি কর্ত্তব্য যেরূপ সুকঠিন, ব্যাপকতা ও বিশালতাময়, তাহাতে ইহার সামান্য আংশিক কার্য্যেরও সহায়তা করিতে হইলে সম্মি-লিত অধ্যবসায় ও পরিশ্রম, সম্মিলিত উৎসাহ ও উদ্যম, এবং সম্মিলিত প্রীতি ও কার্য্যনিষ্ঠার একান্ত অপরিহার্য্য আবশ্যক, সন্দেহ নাই। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিবিধ জগৎ দেখিতে পাওয়া যায়। জড়জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ও জীবজগৎ। জীবজগতের মধ্যে মানব-

জাতিই স্বাধীন জ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্নিমিত্ত মানবের উপর এই ত্রিবিধ জগতের প্রতিই নানা কর্ত্তব্য প্রতিপালনের দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে। জড়পদার্থ সমূহকে অধিকতর শৈত্য, উত্তাপ ও কীটাদি হইতে রক্ষা করিতে হইবে। উদ্ভিদ জাতিকে তাহাদের শরীর পোষণোপযোগী বায়ু, বারি ও সূর্য্যোত্তাপ প্রাপ্ত হইবার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। ইতর জীবজন্তুগণকে আহারাদি প্রদান, এবং আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু সন্তানগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। সমস্ত মানব সাধারণকে আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ বিপদ এবং মূর্খতা ও অবনতি হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে হইবে। তবেই ইহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইহা অতি গুরুতর ও বিশালতম কর্ত্তব্য, ইহা ব্যষ্টি সাধনের অন্তর্গত অসম্ভাবিত বিষয় নহে ইহা অপরিহার্য্য সমষ্টিগত সাধন সাপেক্ষ। ভগবৎ প্রীতি ও আত্মোন্নতি বরং কিয়ৎ পরিমাণে নিজ নিজ চেষ্টা ও যত্নে সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু যাহা বিশ্বজনীন কার্য্যের আংশিক কার্য্য, যাহার জন্য অগণ্য হস্ত ও অসংখ্য মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান, তাহার বিন্দুমাত্র সহায়তা করিতে হইলেও দশটী দৃঢ় অধ্যবসায়সম্পন্ন একাত্মক ব্যক্তির

সম্মিলিত সাধনের একান্ত আবশ্যক। পরার্থ সাধন-রূপ মহাব্রত অতীব মহোচ্চতম, বিশালিতম, ও বিশ্ব-জনীন। ইহা কদাচ ব্যক্তিগত সাধনে সম্ভাবিত নহে। যিনি এ মহাব্রত বিশেষরূপ দক্ষতা ও ক্ষমতাসহকারে দশ জনকে একতার বন্ধনে বাঁধিয়া দশ জনের সহায়তাবলম্বন করতঃ জীবনে যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করিতে যত্নশীল থাকেন, তাঁহার নিকট মানব ত দূরের কথা, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেই তাঁহার সেই মহা প্রেমময় হৃদয় সরোবরের স্বচ্ছ সুশীতল বারির অধিকারী, সে বারিপানে জীব মাত্রেই সুস্থ সুখী, ও সুতৃপ্ত।

ভগিনীগণ! যদি জগতের প্রতি সাধ্যানুরূপ কিছু কর্ত্তব্য সাধনের বাসনা থাকে, তবে—স্বর্গের পবিত্র ও অমূল্য পদার্থ যে জ্ঞান ও প্রেম, তাহা সুযত্নে হৃদয়ে পরিপোষণ কর! সুবিমল জ্ঞান ও নিরাবিল প্রেমই হিতৈষণা-বৃত্তিকে জাগ্রত রাখিবার মূলমন্ত্র জানিবে। অপরন্তু—তোমাদিগকে পরম উৎসাহশীলা ও অধ্যবসায় সুনিপুণা হইতে হইবে এবং শান্ত-স্বভাবের যে বিকৃতার্থ, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। শান্ত-স্বভাব স্ত্রী-জাতির পক্ষে পরম রমণীয় হইলেও যিনি আলস্য ঔদাস্য ও নৈরাশ্য-বেষ্টিত এবং যিনি সমস্ত জীবন নিজের প্রতিই চাহিয়া থাকেন, তিনি কখনও শান্ত-স্বভাব নামের

উপযুক্ত নহেন। চরিত্র যাঁহার সুগঠিত, প্রবৃত্তি সমূহ যাঁহার বশীভুত, এবং সুগভীর জ্ঞানের উন্নত চিন্তায় যাঁহার প্রকৃতি গাম্ভীর্য্যময়; সেই নারীই শান্ত-স্বভাব নামে অভিহিত হইতে পারেন। যিনি জড়ের ন্যায় নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম, মৌন ও সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠানবিহীন, তিনি কি শান্তপ্রকৃতি?—যিনি বিদ্যাচর্চ্চা না করিয়া জ্ঞানী হইতে চান, ব্রহ্ম-জ্ঞান বিহীন হইয়া ব্রহ্মযোগে যোগিনী হইতে চান, এবং দেহ মন মস্তিষ্ককে পরিশ্রান্ত হইতে না দিয়া মনে মনে—স্বদেশের হিত কামনা করেন, তিনি কি শান্ত প্রকৃতি?—না, কথনই না। যিনি সম্ভবতঃ রোগে স্থির, শোকে ধীর, ক্রোধে প্রকৃতিস্থ ও ক্ষমাশীল, বাচালতাবিহীন, পরিণামদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী, যিনি গভীর চিন্তাচূর্ণ কঠিন কঠিন গ্রন্থপাঠে অধীর হইয়া পড়েন না, একাগ্রচিন্তায় অভ্যস্ত হইতে সক্ষম, সুগম্ভীর প্রকৃতি হইয়াও কঠোর সত্য-পরীক্ষার সময়—অটল, অবিচল, ও সতেজপূর্ণ, এবং স্বদেশের হিতচিন্তায় সর্ব্বদা অগ্রসর ও বিশ্বজনীন উন্নতির অসীম অংশের একবিন্দু সহায়তা করিতে যাইয়া ধন জন, দেহ মন, ও মস্তিষ্ককে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে কাতর নন, তিনি পুরুষ কিম্বা নারী হউন, তিনিই প্রকৃত-পক্ষে শান্ত-প্রকৃতি। অতএব তোমরা শান্ত-প্রকৃতির

বিকৃতার্থ গ্রহণ করিয়া হিতানুষ্ঠান বিহীন হওতঃ মনুষ্য নাম হইতে সুদূরে নিক্ষিপ্ত হইও না!

আমাদের প্রাচীনা ভগিনীগণ ব্রত নিয়ম স্নান দানাদি ও তীর্থ দর্শন প্রভৃতি পুণ্য কার্য্যের জন্য কত না বিস্ময়-জনক সহিষ্ণুতা অবলম্বন ও কত না প্রাণান্ত-কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া গিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন; তাহা আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতেছি। ইহাতে তাঁহাদের কু-সংস্কার থাকিলেও ইহাতে তাঁহাদের অমানুষিক সহিষ্ণুতা এবং প্রাণান্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রম আমাদের চির-অনুকরণীয়, সন্দেহ নাই। তাঁহাদের ন্যায় ব্রত নিয়ম প্রভৃতি কুসংস্কার—একদিকে যেমন আমরা পরি-ত্যাগ করিয়াছি, তেমনি তাহার পরিবর্ত্তে আমরা কি করিব? এই অসীম বিশ্ব-সংসারে যে বিশাল পরোপ-কাররূপ মহাব্রত, অর্থাৎ শারীরিক মানসিক ও—আধ্যাত্মিক উন্নতিরূপ যে বিশ্ব-জনীন অনন্ত কর্ম্ম-ক্ষেত্র, সেই কর্ম্মক্ষেত্রের আংশিক কার্য্যের সহায়তায়—যদি আমরা প্রতিজনে এক এক অণুপ্রমাণ বিন্দু বিন্দু কর্ম্মও করিতে পারি! তাহা ধনী, মানী, জ্ঞানীর কাছে নিতান্ত নগণ্য নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও নিতান্ত অগ্রাহ্যের বিষয় হইলেও ইহাতেই আমরা আমাদিগকে সুখী ও গৌরবা-ন্বিত মনে করিব ও এতদ্‌প্রসূত আত্মপ্রসাদকেই আমরা

গয়া গঙ্গা বারাণসী, ব্রত নিয়ম, সাধন সংযম, ত্রিবেণী সঙ্গম ও মহাতীর্থ পুরুষোত্তম বলিয়া মনে করিব, এবং ইহাতেই আমাদের ক্ষুদ্র জীবন ও শক্তিকে সার্থক জ্ঞান করিব। ভগিনীগণ। আপনাদের মুখে বার বার মর্ম্ম-পেষণকারী নৈরাশ্যের কথা আর শুনিতে পারি না! এক্ষণে আমি পুনঃ পুনঃ আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি আপনারা নিরাশ হইবেন না। কারণ নৈরাশ্য সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিষম অন্তরায়। পুরাবৃত্ত বা ইতি-হাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া—বর্ত্তমানের দুই তিনটী সমাজের বিশেষ হীনাবস্থা হইতে প্রত্যক্ষ সুপরিণতি ও সমুন্নতির কথা—এখানে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। দেখুন, বর্ত্তমান ব্রাহ্ম সমাজ পূর্ব্বে কত হীনাবস্থাপন্ন ও ক্ষীণাকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া কত অজ্ঞান ও জ্ঞানবান লোকের নিকট পর্য্যন্ত নিতান্ত উপ-হাসাস্পদ হইয়া পড়িয়াছিলেন, যদিও এক্ষণে আশানুরূপ উন্নতি না হউক, তথাপি তাহার অতীতাবস্থাপেক্ষা—বর্ত্তমানাবস্থা কত শুভ ফলপ্রদ, এবং কত আশাজনক, একবার ভাবিয়া দেখুন!—তার পর মহাত্মা বুথ সাহেব প্রতিষ্ঠিত মুক্তিফৌজ সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাবস্থা ও বর্ত্তমানা-বস্থার ঐশ্বর্য্য ও কার্য্যকলাপ একবার স্মরণ করুন। সে দিন আমরা—শ্রদ্ধেয় তত্ত্ববোধিণী পত্রিকার 'লণ্ডন ব্রহ্ম-

সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে জানিলাম যে,—লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা চার্লস বয়সী সাহেব—প্রথমে একটী সামান্য গৃহে দু দশজন সভ্যমাত্রকে লইয়া সমাজ করিতে বসিতেন, এক্ষণে তাঁহারা অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় বলে সমাজকে বিশেষরূপ সমুন্নত আকার প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। উক্ত সমাজ চল্লিশ বৎসর কাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে উক্ত সমাজে প্রতি সপ্তাহে এক একটী অভিনব, সুভাব ও সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ প্রদত্ত হয়, ঐ উপদেশের এক হাজার দুই শত খণ্ড অবিলম্বে মুদ্রিত হইয়া বিভিন্ন দেশস্থ গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হয়। গ্রাহকগণ ঐ উপদেশ যে আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের লিখিত পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপে এ পর্য্যন্ত পঞ্চদশ লক্ষ খণ্ডে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ প্রচারিত হইয়াছে। মিষ্টার ইটন্ নামক একজন ধনী ইংরাজ ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচার উদ্দেশে ৪৫ হাজার টাকা দান করেন। ঐ অর্থের সাহায্যে বয়সী সাহেব প্রণীত কতকগুলি বৃহৎ ধর্ম্মগ্রন্থের ষোল হাজার এবং কয়েক খানি পুস্তিকার বহু সংখ্যক খণ্ড সাধারণ পুস্তকালয়, বিদ্যালয় এবং ধর্ম্মানুরাগী বহু লোকের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। মহাত্মা বয়সী সাহেবের শিষ্যবর্গ লণ্ডন ব্রাহ্ম সমাজের স্থিতি ও উন্নতি

কল্পে এবং পাশ্চাত্য জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য এপর্য্যন্ত নয়লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এক্ষণে ব্রাহ্ম সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রতি বৎসর তাঁহারা চব্বিশ হাজার টাকা দান করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা আপনাদের প্রতীতি হইবে যে, যে কোন সভা সমিতি বা সমাজ সম্মিলনী হউক না, যদি সভ্যগণের প্রাণগত চেষ্টা ও দৃঢ় অধ্যবসায় থাকে, তাহা হইলে ক্রমে তাহা হীনাবস্থা হইতে সমুন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। উপরোক্ত সমাজ সমূহ জ্ঞানী মহাত্মাগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, আর আমাদের এই ক্ষুদ্র সমিতি দুর্ব্বল ও পরাধীনা স্ত্রীজাতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তন্নিমিত্ত এস্থলে উক্ত সমাজ সমূহের দৃষ্টান্ত উপযুক্ত ও শোভনীয় না হইলেও উহা দ্বারা কেবল ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, যদি আমরা এই ক্ষুদ্র সমিতিকে কিছু দীর্ঘ দিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারি, ইহা ক্রমে একদিন উন্নতি পথে পদার্পন করিবেই সন্দেহ নাই। ইহার বাঁচিবার উপায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পুনর্ব্বার বলিতেছি, ইহার বাঁচিবার একমাত্র উপায় জ্ঞান, প্রেম ও দৃঢ় সঙ্কল্পময় কার্য্যের একত্র সমাবেশ। যদি আপনারা সকলে সাধ্য-মত দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা করেন, পরস্পরকে সাহায্য ও পরস্পরের প্রতি—সপ্রেম ব্যবহার করেন

এবং প্রাণগত চেষ্টায় নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্র প্রসারণ করিতে সচেষ্ট থাকেন, অবশ্যই একদিন আমরা সমিতির সমুজ্জ্বল মুখ দেখিতে পাইব। অবশ্যই একদিন আমরা আশাতীত ফললাভে সমর্থ হইব, এবং অবশ্যই একদিন আমরা এই নগণ্যাবস্থা ও নিম্ন সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে থাকিব। ভগিনী-গণ!—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য দেখিয়া নিরাশ হইবেন না!

এস ভগিনীগণ! আমরা সোৎসাহে ও সপ্রীতিতে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করি। এস আমরা আর হিতানুষ্ঠান বিহীন হইয়া থাকিব না। পূর্ব্বোক্ত অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্রের বিন্দু প্রমাণ আংশিক কার্য্যের কণামাত্র সহায়তা করাই আমাদের নিস্কাম নিয়ম সংযম পালন, ও মহাব্রত সাধন, এবং মহাতীর্থ দর্শন স্বরূপ হউক!—আমরা আমাদের এই প্রিয় সম্মিলনীকে আর তৈল বিহীন দীপাধারের ন্যায় নিস্প্রভ ও নিরুজ্জ্বল থাকিতে দিব না! এস, আমরা ইহাকে অদম্য উৎসাহে, প্রাণপণ অধ্যবসায়ে ও পরস্পরের প্রতি সুনীতি সংশ্লিষ্ট ব্যবহারে প্রদীপ্ত ও সমুজ্জ্বলালোকে আলোকিত করিয়া তুলি! জগতে যাহার জীবন আছে, তাহরই বৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতি সম্ভবে, সবলতা ও উপযুক্ত-

তাই বাঁচিবার লক্ষণ! নতুবা অকালে অস্তিত্ব বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। যদি আমরা মনুষ্যত্ব পরিভ্রষ্টকারী— আলস্য ঔদাস্য ও নৈরাশ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণে সযত্নে নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তি ইহাতে প্রয়োগ করিতে পারি, তবেই ইহা দীর্ঘ কাল জীবনাস্তিত্বের ভাব দেখাইতে সমর্থ হইবে, নতুবা নিশ্চয়ই অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে ইহার অস্তিত্ব কাল সাগরে বিলীন হইবে সন্দেহ নাই।

যদি প্রত্যেক স্ত্রী সমিতি সমিতিকে সজীবাবস্থায় আমাদের পরবর্ত্তী উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণের অর্থাৎ উন্নত শিক্ষাপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারিণী বধু দুহিতাগণের করে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারেন, নিশ্চয়ই যে সেই জ্ঞানবতী মহিলা-গণ উচ্চতর বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা সমিতি সমূহের অঙ্গ পুষ্টি সাধন এবং তদ্দারা ভৌতিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সবিশেষ ঔৎকর্ষতা দেখাইতে সমর্থ হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি!

স্ত্রীজাতির বিশ্বসেবা-ব্রতে সহকারিতা।

যে বিধাতার সুমঙ্গল বিধানে এই অনন্ত বিশাল বিশ্ব-সংসারে মানবের পদার্থ জ্ঞান জন্মিবার জন্য এবং যাবতীয় পদার্থ কার্য্যকরী হইবার নিমিত্ত, আলোক. অন্ধকার, উত্তাপ শৈত্য, কঠিন তরল, সুদৃঢ় সুকোমল, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, প্রভৃতি বিপরীত ধর্ম্মী পদার্থ ও ভাব সমূহ বিদ্যমান, সেই বিধাতারই বিধানে স্ত্রী প্রকৃতি ও পুরুষ-প্রকৃতিও অনেকটা বিপরীত ধর্ম্মীভাব হইয়াছে। এ বিশ্বের মূল নিয়মই এই. যে, দুই বৈষম্য ধর্ম্মী পদার্থ একত্র কাজ করিবে।—শুধু আকর্ষণে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক নিমেষের তরেও তিষ্ঠিত কি! কেবলই উত্তাপ—অশেষ গুণাধার হইলেও—অনন্ত উদ্ভিদ রাজ্য ও অনন্ত প্রাণী-পুঞ্জময় জগৎকে জীবিত রাখিতে সক্ষম হইত কি? কেবলমাত্র কঠিন উপাদান সমূহের সংমিশ্রণে গগণস্পর্শী মহা সৌধ নির্ম্মিত হয় কি? নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি মনুষ্যকে সুখ শান্তি প্রদান করিতে পারে কি? শুধু জ্ঞান হৃদয়কে সুখময় ও শোভান্বিত করে কি? কেবল মাত্র ভাব রাশি জীবনকে ঠিক পথে লইয়া যাইতে পারে কি? তবে কেন বিশ্ব-সেবারূপ মহান্‌ব্রত সাধনের সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে?

বিশ্ব সেবার ন্যায় মহা ব্রত কেবল—পুরুষজাতি কিম্বা কেবল স্ত্রীজাতির দ্বারা কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুশৃঙ্খল ভাবে—সম্পন্ন হইতে পারে না। এ মহাব্রত সংসাধনের পথে এমন অনেকস্থল উপস্থিত হয়, যেখানে বিশ্ব-সেবক, নারীপ্রকৃতির সহায়তা ব্যতীত অগ্রসর হইতে পারেন না। এমন অনেক অবস্থার সংঘটন হয়, যখন পুরুষ-প্রকৃতি বিশ্ব-সেবক অপেক্ষাও নারী প্রকৃতিময়ী বিশ্ব-সেবিকার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভূত হয়। ভগিনী-গণ! যখন বিশ্ব-সেবক—জীবন্ত বিশ্বাস, একান্ত অধ্যবসায় ও জ্বলন্ত উৎসাহভরে সত্যপূর্ণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইবেন, যখন তিনি তীক্ষ্নধার জ্ঞানঅস্ত্রে কুসংস্কার ও কুনীতির মস্তক ছেদন এবং সুসংস্কার ও সুনীতির রাজ-সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অতুল সাহসে অগ্রসর হইয়া কত শত লোকের দ্বারা অবমানিত নির্য্যাতিত ও সহস্র সহস্র লোকের প্রতিবন্ধকতাচরণে ক্লিষ্ট, ম্রিয়মাণ, অধীর ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িবেন, তখন কি তোমার মুখের উৎসাহের জ্যোতি, আশ্বাস বাক্য, সহিষ্ণুতা ও সহকারিতা তাঁহাকে ব্রতসাধনের জন্য অধিকতর নব বল, নব উৎসাহ, নব অনুরাগে অগ্রসর করিবেন না? আর এক কথা এই যে, স্ত্রীলোকের হৃদয়ে সুসংস্কার ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত ও চির অঙ্কিত করিয়া দিতে স্ত্রীলোকের

যেমন কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা, পুরুষের সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ স্ত্রীজাতি স্ত্রীজাতিরই অনুকরণ করিয়া থাকে। আর তাই করাই, অর্থাৎ ভাল স্ত্রীলোকের অনুকরণ করাই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। একটী স্থশিক্ষিতা সুন্দর হৃদয়া স্ত্রীর আদর্শ সম্মুখে থাকিলে নিকটস্থ অনেক-গুলি স্ত্রীহৃদয় সুন্দর হইয়া যায়। যখন মহামতি বিশ্ব-সেবক পুরুষ দেশব্যাপী মহামারী কিম্বা দুর্ভিক্ষপীড়িত জনপদ সমূহের দুঃখ শোকে কাতর হৃদয় হইয়া তাহাদের কল্যাণ সাধনার্থ মনোযোগী হইবেন. যখন তিনি অনাহারে বুভুক্ষিত রোগ-শোক মৃত্যুর হুহুঙ্কারে ভীত, প্রপীড়িত, ধূলায় বিলুন্ঠিত অসহায় নর নারী ও শিশু সন্তানগণের দিকে আকুল হৃদয়ে ছুটিয়া যাইবেন, তখন কাহার ধর্ম্ম-নীতির সমুজ্জ্বলপ্রভা, কাহার নিঃস্বার্থ দয়াপূর্ণ কাতরোক্তি, কাহার নয়ন যুগলের বারিধারা তাঁহাকে প্রাণপণে কার্য্য করিতে প্রোৎসাহিত করিবে ? যখন তিনি বিশ্ব-সেবার্থে তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধির ফল স্বরূপ সারবান গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করিতে বসিবেন, তখন তুমি কি কতকগুলি এমন মনোরম ভাব সেই সেই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া দিবে না, যাহা তাঁহার নিজের কিম্বা তাঁহার অন্য কোন বন্ধু বান্ধবের নিকট পাইবার অল্প সম্ভাবনা এবং যাহা দেখিয়া তিনি মোহিত, চমৎকৃত, উপকৃত ও পরম সুখী হইবেন ?

যেমন দুই হস্তের কার্য্য এক হস্তে কখনও সহজে সম্পন্ন ও সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না, পারিলেও তদ্রূপ সুন্দর হয় না, তেমনি বিশ্ব-সেবাব্রতে স্ত্রীলোক সহকারিণী না থাকিলে ব্রত যে কেবল অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিবে, তা নয়, তাহার সৌন্দর্য্যেরও বিলক্ষণ হানির সম্ভাবনা। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গৌরবে গৌরবান্বিত দুই পদার্থ একত্র কার্য্য না করিলে জগতে কিছুরই ত শোভা নাই! যখন অনন্ত নীলাকাশে স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিত হয়, তখন সে সুগভীর শোভা দর্শনে মন কুত্রই না মোহিত হয়! যখন সুবিস্তীর্ণ রমণীয় সরসীর মাঝে মনোহারিণী সরোজিনী প্রস্ফুটিত হয়, তখন সে মনোরম সৌন্দর্য্যে কাহার চিত্ত না পুলকিত হয়!—যখন নয়ন-রঞ্জন হরিৎবর্ণ পত্রের ঘন সন্নিবেশের মধ্যে সুন্দর লোহিত বর্ণ ফুল ফুটিয়া দুলিতে থাকে, তখন সে সুষমা ছটায় কে না মুগ্ধ হয়। যখন নানা দেশ-জাত বিবিধ ফল পুষ্পের বৃক্ষলতাময়সুদৃশ্য সুরম্য উদ্যানে কলকণ্ঠ বিহঙ্গম সুন্দর লহরী ছড়াইতে থাকে, তখন—কাহার মনঃপ্রাণ কাড়িয়া না লয়! শুধু জড় পদার্থই বা কেন, মানব হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেও ঐ নিয়মই দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ভক্তির সহিত নম্রতা, শ্রদ্ধার সহিত কৃতজ্ঞতা, প্রীতির সহিত পবিত্রতা,

সাধুতার সহিত উদারতা, স্নেহ করুণার সহিত অনুকূলতা প্রভৃতি একত্র কার্য্য করে, তখন তাহার কতই না মহিমা —কতই না গরিমা—কতই না সুষমা প্রকাশিত হয়? এ সব বিচিত্র শোভার মূল কারণ যিনি, নর নারীর দেহ মন ও প্রকৃতি বৈচিত্র্যেরও মূল কারণ তিনি। যখন উন্নত মন ধর্ম্মাত্মা নরনারী অপার্থিবভাবে মিলিত হইয়া বিশ্ব-সেবাব্রত পালন করিতে থাকিবেন, তখন তাঁহারা কি স্বর্গীয়, কি অনির্ব্বচনীয়, কি অবর্ণনীয় শোভাই না ধারণ করিবেন !!

স্ত্রীলোক সহকারিণী থাকিলে পরম পবিত্র বিশ্বসেবা ব্রত সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সে সহকারিণী স্ত্রীলোক কেমন স্ত্রীলোক? বিশ্ব-সেবাব্রত কি উচ্চতম ব্রত! ইহার কার্য্য কত অসীম, এ ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া কে শেষ করিতে পারে? ইহার পুণ্যফলে যে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, তাহার তুলনা কোথায়! আমরা সাধারণ নরনারী, দরিদ্র-গণের প্রতি যে এক আধ বিন্দু দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহাতে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, তাহা হইতেই—যাঁহারা মানব জাতির জন্য বড় বড় সুকঠিন কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের আত্মপ্রসাদ যে কত স্থির গাম্ভীর্য্যময় ও অতলস্পর্শী—তাহার আভাস

আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। বিশ্বসেবাব্রত সম্যক প্রকারে পালন করিতে পারা সাধারণ নরনারীর সাধ্যায়ত্ত নয়। এ ব্রতধারী বা ব্রতধারিণী হইতে হইলে আপনাকে অসাধারণ গুণে ভূষিত করিতে হয়। এ ব্রত যথোপযুক্তরূপে পালন করিতে হইলে কতখানি উচ্চ জ্ঞান, কতখানি উন্নত চরিত্র কতখানি ধৈর্য্য ক্ষমা, কতখানি উদারতা ও কতখানি বিমল নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রয়োজন, তাহা বিশ্ব প্রেমতরঙ্গে তরঙ্গিত হৃদয় বিশ্বসেবক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণের জীবন চরিতে কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে জ্ঞান জগতের নিকট সুজ্ঞান নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, যে জ্ঞান প্রকৃতির প্রত্যেক রাজ্যখণ্ডে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, যে জ্ঞান, অনন্ত আকাশে বিলম্বিত অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সকলের মূলে মূল শক্তিকে দেখিয়া তাঁহার প্রেমে অনুরঞ্জিত হইয়াছে, যে জ্ঞান বর্ত্তমান জ্ঞানের সীমান্ত প্রদেশে পৌঁছিয়াও আবার বিশ্বসেবার জন্য নূতন নূতন জ্ঞানের বিষয় আবিষ্কার করিবার জন্য লালায়িত, সেই বিশাল জ্ঞান বিশ্বসেবার যথার্থ উপযুক্ত। যে প্রেম ছোট বড় ভাল মন্দ সকলকেই ভাল বাসিতে শিখিয়াছে, যে প্রেমের নিকট কীটাণুকীটও পরিত্যক্ত নয়, যে প্রেম বিশ্বময় আপনার ভালবাসা স্থাপন করিয়া সকলের মঙ্গল কামনায়

নিজের মহত্ত্বর উদারতা, প্রশস্ততা সাধনে নিয়ত তৎপর, সেই প্রেম বিশ্বসেবার উপযোগী। ক্ষতবিক্ষত অঙ্গে রুধির ধারা মুছিতে মুছিতে যে হৃদয় বলিয়াছিল,—

"অরে মেরেছিস আমায় কলসীর কাণা,
তাই বলে কি প্রেম দেব না।"

সেই যে হৃদয়,—যে সময়ে ভয়ানক ক্রুশে বিদ্ধ শরীর নিঃসৃত শোণিতে ধরাতল সিক্ত হইতেছিল, যে সময়কার অসহনীয় কষ্টে প্রাণের চির প্রিয়তম ঈশ্বরের দয়ার প্রতিও একটুখানি অবিশ্বাসের ছায়া আসিয়া পড়িতেছিল, সে সময়েও বলিয়াছিল—"পিতা! এদের প্রতি ক্ষমা কর।" সেই হৃদয় বিশ্বসেবার প্রকৃত আদর্শ স্থল সন্দেহ নাই। নিঃস্বার্থ প্রেম এ জগতে এক অমূল্য পদার্থ! যিনি—বিশ্বশক্তির প্রতিই কি, আর বিশ্বের প্রতিই কি নিঃস্বার্থ প্রেম স্থাপন করিতে পারিয়াছেন,—তিনি দেবতা বা দেবী! তাঁহার হৃদয় চির আনন্দের আগার, তাঁহাকে কখনও তিলমাত্র মনস্তাপ বা পরিতাপ প্রাপ্ত হইতে হইবে না। সমস্ত অনিত্য বিষয়ে নিস্পৃহতাই সুখ। যাঁহাদের ঈশ্বরের প্রতি কি জগতের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম নাই, তাঁহাদের হৃদয়ে প্রীতির সহিত স্পৃহা রহিয়া যায়, সুতরাং তাঁহারা কখনও অনাবিল সুখে সুখী হইতে পারেন না। যিনি কখনও নিঃস্বার্থ প্রীতির সুধা-

ময় ভাবের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন ইহা কি পদার্থ !! নিঃস্বার্থ প্রীতির সহিত যেন অতুলন আনন্দ, চিরশান্তি ও অনন্ত সুখ মিশ্রিত রহিয়াছে ; এ হেন অমূল্য রত্নে যিনি হৃদয় বিভূষিত করিয়াছেন, তিনিই বিশ্বসেবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। যে ধৈর্য্য সহস্র সহস্র লোকের মধ্য দিয়া বন্ধন করিয়া লইয়া গেলেও অপমানিত এবং এক বিন্দু বিচলিত হয় না, যে ধৈর্য্য দুঃখ কষ্ট ভয়ের আগার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেও বিশ্বসেবক বা সেবিকার মুখের সাহসের ও শান্তির সুপ্রসন্ন জ্যোতি ম্লান হইতে দেয় না, যে ধৈর্য্য ঘাতকের ভয়াবহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মুখের ঘৃণাকর ভীষণ ভাব, জীবন-লীলা সমাপ্তকারী তীক্ষ্ণ তরবারী দৃষ্টেও আপনার চির-সহবাসী শান্তিকে হারায় না—সেই ধৈর্য্যই বিশ্বসেবারূপ মহাব্রত পালনে সম্যক প্রকারে সমর্থ। যে চরিত্র দেবতার ন্যায় সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে, যে চরিত্র মহাপাপে নিমগ্ন মহাপাতকীরও অন্তরে অন্যায় অসত্যে ঘৃণা জন্মাইয়া ভয়ানক অনুতাপাগ্নি জ্বালাইয়া দেয়, যে চরিত্রের অনুকরণে সহস্র সহস্র নরনারীর হৃদয় মনের উন্নতির চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়, সেই চরিত্র, আর যে উদারহৃদয় আপনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র থাকিয়াও অন্যায় অধর্ম্মে চিরদিন অন্তরের অন্তরে ঘৃণা পোষণ করিয়াও

অন্যায় অধর্ম্মাচারী দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিগণকে উদার চক্ষে দর্শন করিতে পারেন, সেই উদারতা বিশ্বসেবক বা সেবিকার জন্য একান্ত প্রার্থনীয়। তাই ভগিনীগণ,! বলিতেছিলাম যে, যিনি বিশ্বসেবাব্রতের সহকারিণী হইবেন, তিনি কেমন স্ত্রীলোক ! যিনি অশিক্ষার অন্ধকারে স্থূল স্থূল বিষয় ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, যিনি কুশিক্ষার অস্বাস্থ্যকর বায়ু সেবনে আপনার হৃদয়ের গঠন ও ভাব এবং শোণিত বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন, যিনি সু-জ্ঞান ও সত্য ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইতে পারেন নাই, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহকারিণী হইবেন ? যাঁহার প্রেম অতিমাত্র সংকীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে যাঁহার প্রেম কেবল মাত্র হৃদয়ের অনুরাগ ভাজন স্বামী ও সন্তানগণের মঙ্গল কামনায় পরিসমাপ্ত হয়, যাহার প্রেম চতুঃপ্রাচীরের অভ্যন্তর ব্যতীত অপর একটু প্রসারতা লাভ করিতে পারে নাই, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহকারিণী হইবেন ! যিনি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির ও কাতর দীন দরিদ্রের কাকুতি মিনতি শ্রবণ করিতে করিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিতে পারেন, যিনি জীবিকার উপায়হীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত দুঃখীর শীতে প্রপীড়িত অভাগা সন্তানগণের দুঃখের কথা না ভাবিয়া আপনার সন্তান সন্ততিকে বহুমূল্য বস্ত্র, অলঙ্কারে

সাজাইতে পারেন, যিনি দুর্ভিক্ষে কোন দেশ উৎসন্ন যাই-
তেছে শুনিয়াও নিজের গৃহসজ্জা ও ভূষণ ভার পরিত্যাগ
করিতে পারেন না, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহ-
কারিণী হইবেন? যিনি দাসদাসী কিম্বা সন্তানগণের
সামান্য বিরক্তিকর কার্য্যেই একবারে অধৈর্য্য ও অপ্রকৃতিস্থ
হইয়া পড়েন, যিনি লোকের সামান্য নিন্দাবাদ বা অপ-
মানও সহ্য ও অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, যিনি একটী
সামান্য পার্থিব বাসনাও চরিতার্থ না হইলে আপনার
মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারেন না, তিনি কেমন করিয়া
বিশ্বসেবার সহকারিণী হইবেন? যাঁহার জ্যোতির্ম্ময়
অত্যুজ্জ্বল চরিত্রের প্রভা দর্শনে মহাপাতকী নরনারীর
ধর্ম্মে প্রীতি ও অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত না হয়, যাঁহার
অকলঙ্ক চরিত্রের অনুকরণে লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে
সুনীতির বীজ রোপিত হইয়া সুফল প্রসবে সমর্থ না
হইতে পারে, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহকারিণী
হইবেন! ভগিনীগণ! যদি তোমাদের কাহারও বিশ্ব-
সেবার সহকারিণী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে
অগ্রে আপনাকে জ্ঞান ধর্ম্ম ও সুনীতিতে অলঙ্কৃতা কর!
তৎপরে বিশ্বসেবার সহকারিতায় মনোযোগিনী হইবে,
নতুবা পদে পদে বিফল মনোরথ হইবার অবশ্যম্ভাবী
সম্ভাবনা।

রোগীর সুস্থতার জন্য চিকিৎসা ও শুশ্রুষা দুইই আবশ্যক বটে, এবং উক্ত দুই কার্য্য একের দ্বারা সুসম্পন্ন হইবারও সম্ভাবনা নাই সত্য, কিন্তু যেমন শুশ্রুষাকারিণী জ্ঞান-বুদ্ধিহীনা, স্নেহমমতাশূন্যা, অধৈর্য্যা ও নিন্দনীয়া চরিত্রের হইলে সুচিকিৎসকের ও চিকিৎসার সমূহ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, এমন কি সময় সময় তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়, তেমনি বিশ্বসেবাব্রতধারীও অসুস্থ দেহ বিশ্বের মঙ্গলের জন্য যতই কেন প্রাণপণে চিকিৎসা করুন না, তাঁহার সহকারিণী বিশ্বের শুশ্রূষাকারিণী যদি গুণহীনা হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যও অত্যন্ত প্রতিবন্ধকময় ও নিতান্ত বিফল হইবে সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছি ভগিনীগণ! অগ্রে আপনাদিগকে উপযুক্ত কর! তৎপরে বিমল সুখকর বিশ্বসেবাব্রতের সহকারিণী হইবার অধিকারিণী হইবে।

এক্ষণে কথা হইতেছে কোন্ অবস্থার স্ত্রীলোকগণ বিশ্বসেবা ব্রতের সহকারিণী হইবার বিশেষ উপযুক্তা? আমরা বলি এদেশীয় বিধবা বালিকাগণ ও সকল দেশীয় চিরকুমারী ভগিনীগণই বিশ্ব সেবা ব্রতের প্রকৃত সহকারিণী হইবার যোগ্যা। এ দেশীয় ব্রহ্মচর্য্য পক্ষানুসারিণী বিধবা বালিকাগণ যদি সম্যক প্রকারে উপযুক্ত হইয়া বিশ্ব সেবা ব্রতের সহকারিণী হইতে পারেন, তাহা

হইলে যে তাঁহাদের হৃদয় পুণ্যময় হইয়া এক উচ্চতর বিমল আনন্দে পরিপূরিত এবং তাঁহাদের জীবন সংসারে স্বর্গীয় ভাবের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্থল হইয়া সহস্র সহস্র সংসারাসক্ত নর নারীর প্রাণকে চমকিত বিলোড়িত ও উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাঁদিগকে সহকারিণী করিলে—সার্থক জন্মা বিশ্ব-সেবা ব্রতধারীও আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিয়া মনোবাসনা সিদ্ধ করিতে পারিবেন।

আবার বর্ত্তমান কালের শিক্ষিতা ভগিনীগণ পূর্ব্ব ব্রত নিয়মাদি কুসংসার সংস্পৃষ্ট বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ সময় যদি তাঁহারা বিশ্ব-সেবা ব্রত অবলম্বিনী কিম্বা বিশ্ব-সেবা ব্রতের সহকারিণী না হইবেন, তবে তাঁহারা কি হিতানুষ্ঠান লইয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করিবেন? মার্জ্জিত বুদ্ধি সুশিক্ষিত নর নারীর কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা কোন মন্দ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সেই শূন্যস্থান ভাল বিষয় দ্বারা শীঘ্র পূর্ণ করিয়া ফেলেন, নতুবা সেই শূন্যস্থান নৈসর্গিক নিয়মানুসারে অচিরে আর এক প্রকার মন্দ বিষয়ে পূর্ণ হইয়া পরিত্যাগের কারণ হইবে। কেবল অসত্যকে তাড়াইলে কি হইবে, যদি না সত্যের রাজ সিংহাসন চিরদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পার! প্রাচীনেরা আহ্নিক ও ব্রতাদি নিয়মের অনুষ্ঠানে লিপ্ত

থাকিয়া কেমন সাত্বিকভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন! বর্ত্তমানের শিক্ষিতা ভগিনীগণ যদি ভুমা ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা ও মনুষ্য জীবনের মহৎ কর্ত্তব্য বিশ্ব-সেবা ব্রত পালন না করিয়া কেবল বিলাসিতা এবং বসন ভূষণের অভিনবতর ফ্যাসন উদ্ভাবনের প্রসঙ্গ লইয়াই জীবনের অধিকাংশ সময়টা কাটাইয়া দেন, তাহা হইলে নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। মনুষ্য জীবনে হিতানুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক। হিতানুষ্ঠান বিহীন জীবন কি—জলহীন নদী, ফলহীন তরু, মাতৃহীন শিশু ও সন্তানহীন নারী ক্রোড়ের ন্যায় শোচনীয় নহে? যথাসাধ্য বিশ্ব-সেবা ব্রত পালন না করিলে ধর্ম্মসাধন সম্পুর্ণ হয় না, কেবল মাত্র ঈশ্বরাধনায় ধর্ম্মের অর্দ্ধাঙ্গ মাত্র সাধিত হয়। হিতব্রত শূন্য হৃদয়, সত্য শূন্য জ্ঞান, নিঃসার্থতা শূন্য প্রেম, কর্ম্ম শূন্য দেহ, উন্নত চিন্তাশূন্য মনের ন্যায় একান্ত সৌন্দর্য্য বিহীন ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও অসার্থক!! তাই সানুনয়ে বলিতেছি ভগিনীগণ! পবিত্র ও নিঃসার্থ হৃদয়ে শ্রদ্ধা সহকারে ঐকান্তিক ইচ্ছার সহিত সকলেই কিছু কিছু বিশ্ব সেবার সহায়তা করিতে মনোযোগ প্রদান কর!

বিশ্ব সেবার ন্যায় শান্তিরসাস্পদ পুণ্যময় আনন্দজনক কার্য্য আর কি আছে! এ পৃথিবীতে নিজের জন্য চিন্তা

ও পরিশ্রম সকলেই করিয়া থাকে, অরণ্যের অসভ্য মানব ও পশু পক্ষিগণও ইহাতে অপারক নহে। কিন্তু এই চিন্তা ও পরিশ্রমের ব্যাপকতানুসারে মানবজাতি গৌরবান্বিত হইয়া থাকে,—অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে যিনি যত বেশী লোকের জন্য শারীরিক কিম্বা মানসিক শ্রম করেন, তাঁহার শ্রমের মূল্য তত অধিক। যাঁহার যতটুকু শারীরিক কিম্বা মানসিক শ্রমের ব্যাপ্তি, তাঁহার ততটুকু বিশ্বব্রত পালন করা হয়। নর নারীর মধ্যে যিনি প্রাকৃতিক জ্ঞানে ভূষিত হইয়া হৃদয়কে উচ্চতর ও প্রসারতর ঈশ্বর প্রীতির আধার করিয়াছেন, এবং যথাসাধ্য বিশ্বসেবারূপ মহাব্রত সাধন করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হওয়া যাঁহার স্থির সংকল্প, তিনিই ধন্য, তাঁহারই জীবন সফল, তিনিই বিমল শান্তিতে পূর্ণ হইয়া সুখে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিবেন।

নারীগণকে বিশ্ব সেবার সহকারিণী পদে নিযুক্ত করা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য এবং স্ত্রীজাতিরও সহকারিতা করিতে প্রস্তুত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। কিন্তু হে বিশ্বসেবক মহাত্মাগণ! এক্ষণে স্ত্রীজাতিকে বিশেষরূপে উপযুক্ত না দেখিলেও বিশ্বসেবারূপ পবিত্র মহৎকার্য্যের অনধিকারিণী মনে করিবেন না। সূর্য্য প্রথমে সলিলকণা সকলকে উচ্চ বিমান পথে লইয়া

যায় বলিয়াই তাহারা অসীম আকাশ ও মুক্ত বায়ুর সংযোগে সম্যক প্রকারে প্রশস্ততা ও নির্ম্মলতা লাভ করিয়া শেষে উদ্ভিদ এবং প্রাণী রাজ্যের অশেষ মঙ্গল সাধনের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। নারীগণকে যদি না প্রথমে জ্ঞান ধর্ম্মের উচ্চপ্রদেশে লইয়া যাওয়া হয়,—তাঁহারা কখনই সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে আনন্দিত মনে বিশ্বসেবায় মনোযোগিনী হইতে পারিবেন না। কিন্তু যদি তাঁহাদিগকে প্রথমে জ্ঞানরূপ বিশাল আকাশমার্গে, ধর্ম্মনীতিরূপ সুশীতল প্রমুক্ত মারুত-হিল্লোলে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই হৃদয়ের নীচতা ও সংকীর্ণতা দূর করত মনুষ্যের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রীতি প্রণোদিত হইয়া অনায়াসেই বিশ্বসেবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হইবেন। তখন বিশ্বজনীন প্রেমে পুত হৃদয় হইয়া বিশ্বের কল্যাণের জন্য আনন্দিত চিত্তে ধন, জন, মন সকলই সমর্পণ করিবেন, এমন কি আবশ্যক হইলে দুর্লভ জীবন পর্য্যন্তও অকাতরে বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ধন্য সেই দেহ মন, ধন্য সেই ধন জন, ধন্য সেই প্রিয় জীবন, যাহা বিশ্বসেবা ব্রতের জন্য অকাতরে ব্যয়িত হয়!!

স্ত্রীজাতির ধর্ম্মে ঔদাসিন্য ও

ধর্ম্ম-জীবন শিথিলতার কারণ কি!

"ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভুতানাং মধু!" ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধু-স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সে ধর্ম্ম সাধনে আমাদের অমনোযোগিতা বা ঔদাসিন্য আসিয়া জ্ঞানী মূর্খ আপামর সাধারণ সকলেরই জীবনে যে এক মহা বিপ্লব ও শোচনীয় ভাব আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব, অসাধারণ মহত্ত্ব ও অক্ষয় স্বর্গীয় শান্তি, যাহা দেব-দুর্ল্লভ ধর্ম্মধন হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা লাভ করা যে আমাদের পক্ষে সুদূর পরাহত হইয়া দাঁড়াইয়াছে কে না বলিবে! যে কোন দেশে সমাজে পরিবারে বা ব্যক্তিগত জীবনে হউক, ধর্ম্ম-ভাবে ঔদাসিন্য বা অবহেলা আসিলে, তাহাতে অসাম্যতা অসামঞ্জস্যতা আবিলতা ও লক্ষ্যহীনতার যে এক অনিবার্য্য অশান্তি, তাহা অবশ্য-ম্ভাবী ও সেই দেশে, সমাজে, পরিবারেও ব্যক্তিগত জীবনে অর্থ ও স্বার্থই পরম সর্ব্বস্বধন বলিয়া গণ্য হয় এবং এই ধর্ম্মভাবের শৈথিল্য ঘটিলে (মহাজ্ঞানীগণের জীবনে না হউক) প্রতে.ক সাধারণ মানব জীবনেই সমস্ত জীবনব্যাপী

একটা যে চরিত্রের বিশৃঙ্খলতা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা চিন্তা-শীল ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন।

যে অমূল্য ধর্ম্ম-জীবন আমাদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে আনয়ন করে ও যাহা শিথিল হইলে আমরা মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হই, তাহা যে আমাদের জীবনের পক্ষে, অত্যা-বশ্যকীয় পরমোৎকৃষ্ট ও পরমোপাদেয় সামগ্রী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ধর্ম্ম-জীবনে আমাদের কেন উদাসীন ভাব আসিয়াছে; তাহার কারণ নির্ণয় এই প্রব-ন্ধের প্রথম আলোচ্য বিষয়। প্রথমে দেখা যাক, ধর্ম্ম কি, ধর্ম্ম-জীবনই বা কি ;—ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যেমন ঈশ্বরকে মুখে বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না, তেমনি ধর্ম্মের মহিমা ও গরিমাও মুখে ব্যক্ত করিয়া শেষ করা যায় না। কারণ এই দেব বাঞ্ছিত ধর্ম্মধন ছেলে-খেলার সামগ্রী নহে এবং কাহারও অনুরোধ বা শাসন প্রসূত পদার্থ নহে, ইহার ভাব সম্পূর্ণ স্বাধীন, চির-বিমল এবং ইহা মানবের অন্তরের গভীর হইতেও গভীর-তর প্রদেশে অর্থাৎ অন্তরের অন্তরতম-স্থলে বিরা-জিত। গভীরতম ভগবদ্ভক্তি এবং সর্ব্বপ্রকার নীতির পরিপোষণ পরিরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধনই ধর্ম্ম! যদিও কালে কালে অনেক প্রকার নীতির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় বটে, তথাপিও মৌলিক নীতিগুলি ধর্ম্ম-সূত্রে গ্রথিত। ধর্ম্ম

ব্যতীত নীতি এবং নীতি ব্যতীত ধর্ম্ম শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বিহীন। সূত্রে মণি মুক্তা গ্রথিত হইলে তাহার যেমন রত্ন-মালা নাম হয়, তেমনি ধর্ম্ম-সূত্রে উচ্চনীতি সমূহ গ্রথিত হইলে তাহার নাম ধর্ম্ম হয়। বিশুদ্ধ নীতির সঙ্গে সঙ্গে যদি অনন্ত ও অপরিমেয়ের চিন্তা প্রবণতা যোগ করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত ধর্ম্মভাব হয়। এইরূপ ধর্ম্মভাব যার থাকে বা জীবনে প্রকাশ পায়, তার কখন ধর্ম্ম-জীবনে শৈথিল্য পরিদৃষ্ট হইবার নয়। যে জীবনে ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, প্রীতি সাধিত হয় ও সর্ব্ব-প্রকার নৈতিক নিয়ম এবং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য যথাসাধ্য প্রাণপণ প্রযত্নে পরিরক্ষিত ও প্রতিপালিত হয়, সেই জীবনই ধর্ম্ম-জীবন নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। অকপট ধর্ম্ম-জীবন নিরতিশয় বলশালী! ইহা কুপ্রবৃত্তিরূপ অতি-মাত্র বেগগামী অশ্বকেও ক্ষণমাত্রে বশীভূত ও সংযত করিয়া ফেলে ও প্রবল স্রোতোবেগে পাপাবর্ত্তে পতি-তোন্মুখ মনতরণীকে অনায়াসে পলকমাত্রে প্রতিকূল মুখে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হয় এবং সর্ব্বদা সম্পূর্ণ নির্ভয় ও মুক্তভাবে সংসার পথে বিচরণ করে। প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন অধিকাংশ সময়ই সাধারণের অগোচর অপা-র্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপাধিক্যে যখন পৃথিবী আলোড়িত হইতে থাকে, তখন

প্রবল প্রাকৃতিক শক্তির অপরিমেয় ক্ষমতা যেমন তাহাকে স্থির ও স্থগিত করিয়া ফেলে; তেমনি যদি কখন কু-চিন্তার আভ্যন্তরিক আবেগাধিক্যে ধর্ম্ম-জীবন আলোড়ন আরম্ভ হয়,—তখনই ধর্ম্ম-জীবনের বিবেক বুদ্ধির অজেয় বল তাহাকে স্তম্ভিত ও অবিচলিত করিয়া ফেলে। ধর্ম্ম-জীবন হইতে যে চির বিমল শান্তি ও চির অপরিবর্ত্তনীয় আনন্দ প্রসূত হয়, তাহা গভীর হইতেও সু-গভীর! এমন যে মনুষ্যের ধর্ম্ম-জীবন তাহাতেও শিথিলতা বা উদাসীন ভাব আসা অনির্ব্বচনীয় বিড়ম্বনা ও দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

আমাদের ধর্ম্মজীবন শিথিল হইবার অনেকগুলি কারণ আমরা দেখিতে পাই, সে সমস্ত সবিস্তারে বলিতে গেলে একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে, তাই সংক্ষেপে নিম্নে কিছু কিছু লিখিত হইল।

১ম কারণ—বর্ত্তমান শিক্ষানীতি। ২য়—বর্ত্তমানে নানা ধর্ম্ম প্রচার। ৩য়—বর্ত্তমান পারিবারিক নীতি। ৪র্থ—বর্ত্তমান দুষনীয় সভ্যতা। ৫ম—বর্ত্তমানে জীবন ধারণের জন্য এক ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ৬ষ্ঠ—যা কিছু ধর্ম্মচর্চ্চা বা ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহার সহিত হৃদয়ের যোগ না থাকা। ইত্যাদি।

প্রথম কারণ বলিয়াছি বর্ত্তমান শিক্ষানীতি। অধুনা বিদ্যালয় প্রভৃতিতে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ধর্ম্ম-জীবন শৈথিল্যের এক বিশিষ্ট কারণ। বিদ্যালয়ে ও পরিবারে ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মানুশীলনের অভাব নিবন্ধন অধিকাংশ বালক বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও ধর্ম্মজীবনের আভাস দেখাইতে পারে না। তাহাদিগকে বাল্যকাল হইতেই বিদ্যালয়ে ও পরিবারে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; প্রতি পরিবারে তাহাদিগকে ধর্ম্মানুরাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখান প্রয়োজন। যদি বালক বালিকাগণ বিদ্যালয়ে ও গৃহে বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা প্রাপ্ত হইত, এবং পিতা মাতা পরিজনবর্গের ও সমাজের সুদৃষ্টান্ত পরিদর্শন করিত, তাহা হইলে কেন আজ এত অর্থপ্রিয়তা, নিষ্ঠুরতা, দাম্ভিকতা, আত্মম্ভরিতা, বিলাসিতা, গুরুজনে ভক্তিহীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা নিত্য আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া আমাদিগকে বিষাদিত করিবে। নিশ্চয়ই ইহার নিগূঢ় কারণ উচ্চতর নৈতিক দৃষ্টান্তের অভাব। শিক্ষিত ও সাধারণের মধ্যে সকলেই যে সুনীতির অনুসরণ করিতে বা সন্তানগণকে নীতিশিক্ষা দিতে অবহেলা করিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু তথাচ যে আমাদের ধর্ম্মজীবন শিথিল হইতেছে তাহার কারণ কি! ইহাতেই আমাদের প্রতীতি হয় যে, যেমন আহার প্রাপ্তির ভ্রমে

পশুপক্ষিগণ ব্যাধের জালে পতিত হয়, আমরাও তেমনি সুনীতিভ্রমে কতকগুলি আধুনিক সভ্যতা ও কুনীতির কুহকজালে পতিত হইয়া নিগ্রীহিত ও প্রবঞ্চিত হইতেছি, এবং নিজেদের ও ভবিষ্যতের আশা স্বরূপ সন্তানসন্ততির মনুষ্যত্বের পথে কণ্টক রোপণ করিতেছি। তাই প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা আত্মম্ভরিতার ও আত্মমর্য্যাদার, বিলাসিতার ও পরিচ্ছন্নতার, স্বাধীনতার, ও স্বেচ্ছাচারিতার, পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তিতার ও কঠোর সত্য ও কর্ত্তব্যপ্রিয়তার, নিষ্ঠুরতা ও প্রশ্রয়দানতার, দাম্ভিকতার ও আভ্যন্তরিক সারত্বসম্ভূত বীর্য্যতার, স্বার্থপরতা ও নিজ উন্নতিপ্রিয়তার প্রভেদ কি তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবনের কর্ত্তব্যকার্য্যসমূহ সম্পাদন করেন, এবং সন্তান সন্ততিবর্গকে শিক্ষা উপদেশ ও নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নীতিসমূহের প্রভেদ ও গূঢ়ার্থ বিশেষরূপে উপলব্ধি করাইয়া দেন। আর বালক বালিকাগণের উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে ও গৃহে গৃহে প্রকৃত ভাবে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। বাল্যকাল হইতে জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণকে সুশিক্ষালব্ধ সুমার্জ্জিত বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবের সুদৃঢ় বন্ধনে না বাঁধিলে যে চিরদিন ধর্ম্মজীবন শিথিল থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ! যেমন কোমল মৃত্তিকায় বীজ বপন

না করিলে তাহাতে বৃক্ষলতা বা শস্যাদি জন্মায় না, যেমন কোমল পদার্থে ছাপ না দিলে কোন বস্তুর সুস্পষ্ট ছাপ পড়ে না, সেইরূপ বালক বালিকার সুকোমল চিত্তে ধর্ম্মানুরাগের বীজ বপন, বা ধর্ম্মভাবের ছাপ না দিলে কখনই ধর্ম্মজীবন সহজ সরল ও উজ্জ্বল থাকিতে পারে না। তৎপরে আমাদের পারিবারিক নীতি ও ধর্ম্মজীবন শিথিলতার এক কারণ। আমাদের পূর্ব্বতন আর্য্য নরনারীগণের শিক্ষা উপদেশ ও তাঁহাদের পবিত্র জীবনের অমূল্য দৃষ্টান্তসমূহ আমাদের আদর্শস্বরূপ—আমাদের অতি নিকটস্থ থাকিলেও আমরা তাহা অমূল্য সামগ্রী জ্ঞানে আদর করি না, অনুসরণ করি না, এবং আস্থা রাখি না। একটী আদর্শ জীবনের দৃষ্টান্তের কাছে সহস্র সহস্র শিক্ষা উপদেশ পরাস্ত হয়! সাধু দৃষ্টান্তের অনির্ব্বচনীয় শক্তি ও অমোঘ প্রভাব আমরা ক্রমে ক্রমে বিস্মরণ হইতেছি, তাই আমাদের ধর্ম্মজীবন শিথিল হইতেছে, তাই পূর্ব্বতন সাধু দৃষ্টান্তসমূহ আর আমাদের নয়নগোচর হয় না। হায়! কোথায় সে সুগভীর ধ্যান ধারণা? কোথায় সে লোক হিতার্থে প্রাণপণ যত্নে রাজনীতি, সমাজনীতি, নানা শাস্ত্র ও সংহিতাদি রচনা, এবং বিধি ব্যবস্থার পর্য্যালোচনা? কোথায় সে অসাধারণ পিতৃভক্তি, যাহাতে হস্তাগত প্রায় রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া

চতুর্দ্দশ বৎসর বনে গমন! কোথায় সে অতুলনীয় ভ্রাতৃ-প্রেম যাহাতে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার সেবার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল বনে বনে পর্য্যটন। কোথায় সে নিরতিশয় কঠোর কর্ত্তব্য ও অঙ্গীকার প্রতি-পালন, যাহাতে পতিগতপ্রাণা বিশুদ্ধাচারিণী জীবনের সর্ব্বস্ব প্রাণাধিকা পত্নীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করায়? কোথায় সে ধর্ম্ম ও সত্যের প্রতি সুদৃঢ় নিষ্ঠা, যাহাতে রণে, বনে, অনাহারে, কারাগারে, ক্রুশে ও বিষে মানব প্রাণ হারায়! হায়! কোথায় সে নিঃস্বার্থ প্রাণগত পতিপরায়ণতা, যাহাতে বনে জঙ্গলে বৃক্ষতলে পরিত্যক্তা ও অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিতা অবমানিতা হইয়াও প্রতিনিয়ত পতিরই মঙ্গল কামনা করায়, এবং জীবিতাবস্থায় জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করায়! কোথায় সে দয়াশীলতা, ও অতিথি সৎকারে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, যাহাতে প্রতিদিন সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অতিথি অভ্যাগত ও দীন দুঃখীর আগমন প্রতীক্ষায় জল গ্রহণ না করাইয়া রাখে! আর কি কখন নরনারীর সে সব অনুপম সাধু দৃষ্টান্ত ও আদর্শ মনুষ্যত্ব আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হইবে! যদি আমাদের নিকট দৃষ্টান্তের অনির্ব্বচনীয় প্রভাব অক্ষুন্ন থাকিত, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্মজীবন শিথিল হইত না। আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য আমরা যেন সদ্দৃষ্টান্তের অমোঘ প্রভাব

বিস্মরণ না হই, আমরা প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ জীবনকে জ্ঞানে ধর্ম্মে ও সহৃদয়তায় সুন্দর ও সামঞ্জস্যময় করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক পরিবার, উৎসাহশীল ও সমুন্নত ধর্ম্মজীবন লাভে সমর্থ হইবেই হইবে।

আমরা চতুর্থ কারণ বলিয়াছি কতকগুলি দুষনীয় সভ্যতা। অনেকে বলিতে পারেন, ধর্ম্ম-জীবনের সহিত সভ্যতার সম্বন্ধ কি। ইহা তাঁহাদের ভ্রম। সু-নীতি ও সু-সভ্যতার প্রায় একই অর্থ। মানব-জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই ধর্ম্ম-নীতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাহা যাহার না থাকে, তাহার ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতি বহু দূরে অবস্থিত। সু-রুচি ও সু-অভ্যাসও কতক পরিমাণে ধর্ম্ম জীবনের সাহায্য করিয়া থাকে। সেই জন্য অভ্যাস থাকিবার জন্য আমাদের পুরাকালীন আর্য্য আচার্য্য ও ঋষিগণ অশনে, বসনে, শয়নে, গমনে, পানিগ্রহণে এবং সর্ব্বপ্রকার বিধি বিধানে ধর্ম্ম-নীতির যোগ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অধুনা তাঁহাদের বিধি বিধানে কেহই তেমন আস্থা স্থাপন করেন না, কিন্তু সমস্ত সাধারণ মানব-জীবনের পক্ষে উহা অত্যন্ত মঙ্গলজনক বলিয়া আমাদের প্রতীতি হয়। সু-রুচি ও সু-অভ্যাস যেমন ধর্ম্ম-জীবনের সাহায্য করিয়া থাকে, সভ্যতাও তেমনি ধর্ম্ম-জীবনের

বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। ফলতঃ সভ্যতা নীতিরই নামান্তর মাত্র। এই নীতি বা সভ্যতা যত ধর্ম্মের নিকট-বর্ত্তী ও সম-সূত্রপাতে থাকিবে, যত তাহার সহিত অচ্ছেদ্য যোগ সংস্থাপন করিবে, ততই তাহা হইতে শুভ ফল প্রসূত হইবে। সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্র যেমন নিজে পূর্ণ শোভায় শোভিত হইয়া পৃথিবীকেও মনমুগ্ধকর স্নিগ্ধ কৌমুদী ছটায় সজ্জিত করে, তেমনি ধর্ম্মরূপ সূর্য্যের জ্যোতি প্রাপ্ত হইলে, সভ্যতা চন্দ্র নিজে পূর্ণ বিমল স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া পৃথিবীরূপ ধর্ম্ম-জীবনকে ও অতুলিত স্নিগ্ধ, দেবত্ব-কৌমুদী-সাজে সাজাইতে সমর্থ হয়। এক্ষণে আমরা আমাদের আধুনিক দূষনীয় সভ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ঐ যে বৃদ্ধ পিতা বাজার হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনেন, আর যুবক পুত্রগণ অম্লানবদনে তাহা আহার করিয়া থাকেন এবং বৃদ্ধা মাতার উপর সংসারের যাবতীয় ভারার্পণ করিয়া কন্যা ও বধূগণ বৃথা আমোদ বিলাসে বা দু-একখানা অসার পুস্তক লইয়া দিন কাটাইয়া থাকেন, এ সভ্যতা কি ধর্ম্ম-জীবনের পক্ষে মঙ্গলজনক? ঐ যে কেহ আত্মীয় বন্ধু বান্ধব বা ভদ্রলোক বাটীতে আসিলে, নানাপ্রকার বাহ্যাড়ম্বরে তাঁহার পরিচর্য্যা করা হয়, কিন্তু সমস্ত বৎসরে তাঁহার পরিজনেরা মরিলেন কি বাঁচিলেন,

তাহার সংবাদ লওয়া হয় না, এ কপট সভ্যতা কি ধর্ম্ম-জীবনের পক্ষে কল্যাণকর ? ঐ যে ভাই বন্ধুরা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, জ্ঞাতি আত্মীয়-স্বজন দারিদ্র্যের কঠোর পীঁড়নে নিপীড়িত হইতেছেন, আর তুমি ও তোমার স্ত্রী নির্ব্বিবাদে নিরাপদে দাস দাসী ও ধন ঐশ্বর্য্যে পরিবৃত হইয়া সুখে কাল যাপন করিতেছ, এ নিষ্ঠুর সভ্যতা কি ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতির সহায় ? ঐ যে যখন রুক্ষ কেশ ক্ষুধায় কাতর দরিদ্র দ্বারে কাতরস্বরে ডাকে, আর তুমি যে তাহাকে (দাতব্য ভাণ্ডারে কিছু কিছু দাও বলিয়া) দ্বারবান দ্বারা বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও, এ নির্দ্দয় সভ্যতা কি ধর্ম্ম-জীবনের অন্তরায় নয় ? ঐ যে কোন বেদ উপনিষদবিৎ পণ্ডিত বা যথার্থ সাধু যোগী সন্ন্যাসী বাটীতে আসিলে তাঁহার তেমন সেবা যত্ন বা পরিচর্য্যা কর না, কিন্তু একজন উচ্চপদস্থ লোক, তিনি সুরাপায়ী, হীন চরিত্র এবং অহঙ্কার মাৎসর্য্যে পূর্ণ হইলেও তাঁহার কত আদর অভ্যর্থনা কর, এরূপ সভ্যতা কি ধর্ম্ম-জীবনকে সমুজ্জ্বল করিবে ? ঐ যে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে অমনোযোগ ও অবহেলা করিয়া কেবল বিলাসিতা ও আহার পরিচ্ছদাদির আড়ম্বরে দিবসের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দেওয়া—এ সভ্যতা কি ধর্ম্ম-জীবনকে উন্নতির সোপানে পদার্পণ করাইবে ? যাহা হউক আর অধিক

বলিবার প্রয়োজন নাই। আধুনিক কতকগুলি দুষনীয় সভ্যতা যে ধর্ম্মজীবন শৈথিল্যের এক কারণ, তাহা সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ৫ম কারণ বর্ত্তমানে জীবন ধারণের জন্য এক ভয়ানক প্রতিদ্বন্দিতা। সকল দেশের ও সমাজের মানবগণকে এত ব্যতিব্যস্ত মত্ত ও অন্ধ করিয়া তুলিয়াছে, যে তাহারা ধর্ম্ম কি, ধর্ম্ম-জীবন কি, ঈশ্বর কি, এ সব একবার ভাবিবারও সময় পায় না! কেবল জীবন-সংগ্রামের মত্ততা ও অর্থ লালসার ছুটাছুটী আমেরিকা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে! ইহা ধর্ম্ম-জীবন শৈথিল্যের এক কারণ হইলেও যদি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রীতি থাকে, যদি ধর্ম্ম-জীবন রক্ষার জন্য আগ্রহাতিশয় থাকে, তাহা হইলে কোন বাধা বিঘ্নই প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া ধর্ম্ম-জীবনকে শিথিল করিতে সমর্থ হয় না। অনেকেরই ধারণা যে, সংসার ও বিষয়-কর্ম্মের মধ্যে থাকিলে ধর্ম্ম-জীবনে শিথিলতা আসিয়া পড়ে, ও জগতের কোন উপকারে মনোনিবেশ করিতে পারা যায় না; ইহা তাহাদের ভ্রম। সংসারে থাকিয়াও যে ধর্ম্ম-জীবনের সুদৃঢ়তা ও ধর্ম্ম সাধনে উৎসাহশীলতা থাকিতে পারে এবং মানব সমাজের বহুতর উপকার সাধন করিতে পারা যায়; তাহা আমাদের দেশের পুরাকালীন মহর্ষিগণের জীবন এবং মহাত্মা রামমোহন রায়,দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুর, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি ধার্ম্মিকগণের জীবন তাহার দৃষ্টান্তস্থল। মহর্ষিগণ অনেকেই দার পরিগ্রহ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন কিন্তু তাঁহারাই আবার গভীর ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন থাকিতেন এবং উচ্চতর রাজনীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতি যাহাতে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার জন্য প্রগাঢ় মনোনিবেশ সহকারে কত শত জ্ঞান গর্ভ গ্রন্থ, স্মৃতি-শাস্ত্র, সংহিতা প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন! তাঁহাদের সাধু-দৃষ্টান্তময় জীবনকে শত শত ধন্যবাদ! ৬। কারণ যাহা কিছু ধর্ম্ম চর্চ্চা বা ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহার সহিত হৃদয়ের যোগ না থাকা। যাঁহারা ধর্ম্ম-চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের তাহা হৃদয়ের সহিত করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুশীলন প্রগাঢ় অনুরোগের সহিত না করিলে তাহাতে সুফল পাওয়া যায় না। অনেক হিন্দুর গৃহে একদিকে মহাদেবীর পূজা, অন্যদিকে সুরাপান বারবণিতার, জীবহত্যা প্রভৃতি কে না দেখিয়াছেন? অনেক ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজও একদিকে পূজা অর্চ্চনা, অন্যদিকে স্বার্থপরতা নির্দ্দয়তা ও অর্থের জন্য অসত্য-প্রিয়তার একশেষ দেখাইয়া থাকেন। এ সমস্ত বিরুদ্ধাচরণ ধর্ম্ম-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রতিবন্ধক এবং অত্যন্ত বিষময় ফল আনয়ন করে। ধর্ম্ম-জীবন শৈথিল্যের ইহা এক বিশেষ

কারণ ঈশ্বর ও পরলোকে অবিশ্বাসও সাধারণ জন-গণের ধর্ম্মজীবন শৈথিল্যের এক বিশেষ কারণ। এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের জন্য ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উপাসনার অভাব সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে। ভূমা অনন্তের উপাসনা একটী বাল্য-ক্রীড়া বা সামান্য কাজ কিম্বা অবহেলার বিষয় নয়! ইহা একটী সুমহান ব্যাপার! ইহার জন্য কত অসীম ভাবের আধ্যাত্মিক আয়োজন! কত সুগভীর প্রেম ভক্তি প্রীতির প্রয়োজন! কি মহোন্নত-তম ভাবময় এই ঈশ্বরোপাসনা! অনন্তের চিন্তায় যে এক বিস্ময়তাপূর্ণ গভীরতাপূর্ণ শান্তিপূর্ণ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আনন্দ নিহিত থাকে, সেই ব্রহ্মানন্দে ভূমানন্দে ধর্ম্মজীব-নের শৈথিল্য দূরীভূত হয়, এবং তাহাকে অত্যুন্নত সুমহৎ ও বীর্য্যশালী করিয়া থাকে। নিত্য অনন্তের চিন্তায় ও প্রণতিতে মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়! সুতরাং ইহার অভাব হওয়া মানব জীবনের পক্ষে অতি শোচনীয় অবস্থা সন্দেহ নাই! কিন্তু ঈশ্বর ও পরলোকে এই সন্দেহ ও অবি-শ্বাস দূরীকরণের জন্য কি করা কর্ত্তব্য! আমরা বলি যে, যাঁহারা ধর্ম্মাসনে আসীন হইয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, এবং যাঁহারা জ্ঞানেতে প্রথম শ্রেণীর মানব বলিয়া গণ্য, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা যাহাতে বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয় সাধন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা প্রাণ

পণ প্রযত্নে করেন, কারণ এখন আর অন্ধ ভক্তি বিশ্বাসে কেহই নীয়মান হইতে চাহেন না, নিতান্ত জ্ঞান-হীন মানব ব্যতীত সকলেই বিজ্ঞানানুমোদিত দর্শনের প্রয়াসী। দর্শনের উপদেশসমূহ যতদূর বিজ্ঞানানু-মোদিত হইতে পারে, তজ্জন্য ধর্ম্মাচার্য্যগণের বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোৎসাহের প্রবাহ যাহাতে অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতে থাকে, সে জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর মানবগণেরই অধিকতর দায়িত্ব-মনোযোগ ও সুগভীর চিন্তার আবশ্যক করে। যাহাতে পৃথিবীতে প্রগাঢ় উপাসনা প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এবং যাহাতে সুসংস্কৃত নীতি ও সভ্যতা মানব-সমাজে প্রচলিত হইতে পারে, তজ্জন্য যত্নবান হওয়া তাঁহাদের অতীব কর্ত্তব্য। এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, অধুনাতনকালে অনেক জ্ঞানীরই ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে, তাঁহারা কি প্রকারে পৃথিবীতে প্রগাঢ় উপাসনা প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন এবং তাহাতে অন্যান্য সাধারণেরই বা কি প্রকারে উপাসনায় গভীর বিশ্বাস, একান্তিকতা ও ব্যাকুলতা সম্ভব হইতে পারে! ইহার উত্তরে আমরা ইহাই বলি যে, প্রথম শ্রেণীর মানবগণ দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের জন্য সর্ব্বদা আলোচনা গবেষণা ও তর্কবিতর্কে মনোযোগী হউন,

কারণ ঈশ্বর ও আত্মার অমরত্বের অস্তিত্বের প্রমাণের গভীরতাও যেমন অতলস্পর্শ! অনস্তিত্বের প্রমাণের গভীরতাও তেমনি অতলস্পর্শ ! উভয় দিকের মধ্যে কোন্ দিকের গভীরতা হইতে যে উক্ত মহা সত্য রত্ন দুটী উদ্ধৃত হইবে, যে রত্ন দুটী পাওয়াই সমস্ত মানবজাতির জ্ঞানের ও জন্মের সফলতা তাহা কেহই এখনও বলিতে সক্ষম নহেন। "আমরাই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি।" ইহা বলা বিশ্বাসী অবিশ্বাসী কোন পক্ষেরই বলিবার এখনও অধিকার জন্মে নাই। শরীর ও মন যেমন, দর্শন ও বিজ্ঞানও তেমনি। দর্শন হচ্চে অধ্যাত্মবিজ্ঞান, অতি আভ্যন্তরিক, জটিলতাপূর্ণ রহস্যময় পদার্থ। একজন মানুষের শরীরের কোন খানে কি আছে, ইহা যত সহজে বোধগম্য হয়, তাহার মন বা অন্তরে কি আছে, তত সহজে কেহই বুঝিতে সক্ষম নহেন। যখন বাহ্যিক জড়বিজ্ঞানকেই আয়ত্ত করিতে লক্ষ লক্ষ জ্ঞানী মানবের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতেছে, তখন জটিল সমস্যায় পরিপূর্ণ দর্শনের গূঢ়ার্থ নির্ণয়ের জন্য কত কোটী মস্তিষ্কের সর্ব্বত্যাগী সুগভীর প্রগাঢ় বিশ্বাস আবশ্যক করে! জড়বিজ্ঞানেরই তাপ গতি, ও রাসায়নিক সহযোগ বিয়োগ প্রভৃতির সিদ্ধান্ত লইয়া যুগে যুগে পণ্ডিতগণের মধ্যে কত মত বিরোধ উপস্থিত হইতেছে, আর এই প্রহেলিকাপূর্ণ দার্শনিক মতে

কত বিরোধ হইয়াছে, ও এখনও হইবার আবশ্যক, তাহার নির্ণয় করে কাহার সাধ্য! তাই আমরা বলিতেছি যে, বর্ত্তমান কালে পৃথিবীতে যত জ্ঞানী মানব সন্তান আছেন, সকলে অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে বদ্ধপরিকর হইয়া বিজ্ঞান ও দর্শনের সুগভীর চিন্তা ও প্রগাঢ় গবেষণায় প্রবৃত্ত হউন, যাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্ব এই দুটী মহারত্ন উদ্ধার হইতে পারে, তাহার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হউন, কারণ মানবের ধর্ম্ম জীবনের পক্ষে এ দুটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন! এবং গভীর হইতে গভীরতর চিন্তার বিষয় যদি কিছু থাকে, জটিল হইতেও জটিলতর সমস্যা যদি কিছু থাকে, মানব জাতির জ্ঞানের ও জীবনের সাফল্য ও শেষ লক্ষ্য যদি কিছু থাকে, তাহা উক্ত দুটী বিষয়কে লইয়া! নতুবা এ দুদিনের সংসার মিথ্যা মায়াজাল! যদিও মানবের প্রথম জ্ঞানোন্মেষ ও প্রথম ধর্ম্মোন্মেষ পর্য্যন্ত ও আজ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্বের অনুসন্ধান চলিতেছে বটে, তথাপি এখনও ইহার বিস্তর ও বহুতর অনুসন্ধানের আবশ্যক। জড় জগতে দুই কঠিন বিষয়ের ক্রমাগত সংঘর্ষ উপস্থিত করাইলেই অনল বহিষ্কৃত হইতে থাকে, তেমনি দর্শন ও বিজ্ঞান দুই কঠিন বিষয়ের ক্রমাগত সংঘর্ষণে পূর্ব্বোক্ত দুটী মহা সত্যানল আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা।

জগতে এ দুটী মহা সত্যানল আবিষ্কৃত হওয়াও অতীব আবশ্যক, যার পর নাই আবশ্যক। আবহমানকাল এক সুবৃহৎ সরোবরের বারি আলোড়িত করিয়া জ্ঞান জাল নিক্ষেপ করিয়া মুনি ঋষি হইতে জ্ঞানী মাত্রই এক এক সত্যরোহিত ধরিয়া আনিতেছেন, প্রত্যেকেই ধরিয়া আনিয়া বলিতেছেন, "ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ"—দর্শক-গণও তৎকালে তাহাই মনে করিতেছেন, কিন্তু এই পরা-বিদ্যা বা দর্শনরূপ সরোবরের কোন সুগভীর তলদেশে যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সত্যরোহিত বিচরণ করিতেছে, তাহা কে জানে! কত কোটী জ্ঞানীর ভ্রমজাল ছিন্ন করিয়া যে সে সত্যরোহিত ধৃত হইবে, তাহাই বা কে জানে? এখন আর অন্ধ বিশ্বাসের কাল নাই, এখন জ্ঞানসম্পন্ন নরনারী মাত্রেই বিজ্ঞান-মার্জ্জিত ও বিজ্ঞান-বিশোধিত সত্যই গ্রহণ করিতে চাহেন। তাই ধর্ম্মজীবন শৈথিল্যের প্রসঙ্গে আমাদের এত কথা বলিবার আবশ্যক হইল। মহাত্মা সক্রেটিস বলিয়াছিলেন "যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম এবং সেই সত্য জ্ঞান দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।" তাই আমরা বিনম্র হৃদয়ে জ্ঞানীগণের কাছেই প্রার্থনা করি-তেছি, চৈতন্যময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্বের অনুসন্ধানে বদ্ধপরিকর হউন। ইহা অবহেলার বিষয় নয়! ইহাতে মানব জাতিরও ধর্ম্মজীবন স্থায়ী, সুদৃঢ় ও

উৎসাহশীল হইবে, এবং তাঁহাদেরও জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানালোচনা সফল হইবে। তাঁহারা যদি নব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া লিখন পঠন তর্কবিতর্ক বক্তৃতা ও জ্ঞানালোচনা প্রভৃতি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দুইটী সমস্যা ভেদ করিতে পারেন, এবং সভাসমিতি আলোচনা সুযুক্তি ও নিজ নিজ জীবনের সুদৃষ্টান্ত দ্বারা সুসংস্কৃত নীতি ও সভ্যতা জনসমাজে প্রচারিত করিতে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে প্রত্যেক সমাজের ও প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মজীবনের শিথিলতা কতক পরিমাণে নিরাকৃত হইবার সম্ভাবনা। কারণ তাঁহারাই প্রথম শ্রেণীর ও সকলের অগ্রগামী মানব। বর্ত্তমানে ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

বর্ত্তমানে নানা ধর্ম্ম প্রচার মানব জাতির ধর্ম্মজীবন শিথিলতার এক কারণ। নানা দিকে নানা স্থানে ও নানা রূপে ধর্ম্মপ্রচার হইতেছে, সেজন্য অনেকেই কোন্ ধর্ম্ম সত্য, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বন করা কর্ত্তব্য, ইহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া সকল ধর্ম্মের প্রতিই একটা অবহেলা ও বীতরাগ দেখান, ইহাতে অনেকেরই ধর্ম্মজীবন অগঠিত ও শৈথিল্যময় থাকিবারই সম্ভাবনা। যাহা হউক, যতই কেন নানা ধর্ম্ম প্রচারিত হউক না, এমন একটি উচ্চতম, পবিত্রতম, এবং সুন্দরতম সিংহাসন আছে, যে সিংহাসনতলে একদিন সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া প্রণত

ও বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া থাকিতে হইবে! প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে উচ্চতর সুগম্ভীর জ্ঞান, প্রগাঢ় ও নিরাবিল ভক্তি সুগভীর ও সুবিস্তৃত প্রেম, সুদৃঢ় ও সুসংস্কৃত বিশ্বাস এবং ইষ্টদেবতার প্রিয় কার্য্য সাধন, অর্থাৎ প্রকৃত পুণ্যানুষ্ঠানের জন্য অবিচলিত ও প্রাণপণ অধ্যবসায়ের আবশ্যক করে।

যদি ধর্ম্ম জীবনকে উৎসাহশীল রাখিতে চাও তবে এ বিশ্ব সংসারকে চির উৎসাহশীল ও চেষ্টান্বিত রাখিতে যাঁহার প্রকৃতিহস্ত সদা ব্যস্ত, উৎসাহান্বিত হৃদয়ে তাঁহার ধ্যান ধারনায় নিযুক্ত হও! যদি ধর্ম্মজীবনকে চিরস্মরণ রাখিতে চাও, তবে ঋষিগণ যাঁহাকে রসস্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন, নিত্য ভক্তি প্রীতির সহিত তাঁহার অনন্তস্বরূপ চিন্তা করিয়া ভূমানন্দ লাভ করিতে থাক! নদী ও নির্ঝর সমীপবর্ত্তী বৃক্ষ যেমন চিরদিন সজীব সুন্দর ও সরস থাকে, তোমার ধর্ম্মজীবনও সেইরূপ থাকিবে, কখন নীরস হইবে না। যদি ধর্ম্মজীবনকে শিথিলতা হইতে মুক্ত রাখিতে চাও, তবে যাঁহার আকর্ষণরূপ সুদৃঢ় বাহুর বজ্রমুষ্টিতে অনন্ত নভোমণ্ডল, অসীম অগণ্য গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজি বিধৃত ও অবলম্বিত রহিয়াছে, কখন কক্ষ-পথভ্রষ্ট হয় না, কখন শিথিল হয় না, তাঁহাতে নির্ভর রাখিয়া, ও তাঁহার ইচ্ছাধীন এবং আজ্ঞাধীন হইয়া চলিলে, তোমাদের ধর্ম্মজীবন কখনও নিজ কক্ষ ও লক্ষ্য পথ ভ্রষ্ট হইবে না। কখনও উদাসীন ও শিথিল হইবে না!

মনুষ্য ও পশুগণের প্রতি দয়া।

কোন্ হিত আছে বল, এই বসুধায়,
যাহা না সাধিত হয় বিমল দয়ায়।
কি আছে হৃদয় বৃত্তি জগতে এমন,
বিতরণ করা যায় দয়ার মতন!
নানাবিধ ফুলহার হৃদয়ে বিরাজে,
যতনে সাজাই দিয়া যা যাহারে সাজে
নাহি বুঝি হেন জীব দ্যুলোকে, ভূলোকে,
দয়ারূপী ফুলহার সাজে না যাহাকে!

দয়ার বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে যিনি সকল প্রকার সৎ বৃত্তির স্রষ্টা, যাঁহার ভক্তিতে মানবের সকল জ্ঞানের পূর্ণ সফলতা, সকল সদ্ভাবের চরম সার্থকতা, চরিতার্থতা ও বিমলতা সম্পাদিত হয়, সেই আদি কারণ অনন্তদেবকে হৃদয় পূর্ণ ভক্তি প্রীতিসহকারে বার বার প্রণিপাত করি। তৎপরে যাঁহারা আমাদিগকে অক্ষম জানিয়াও কেবল মাত্র আমাদের জ্ঞানোন্মেষ প্রভৃতি হিতসাধনোদ্দেশে এতাদৃশ গুরুতর বিষয়ের সমালোচনা করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, সেই নারী হিতৈষী সদাশয় মহাত্মাগণকে এস ভগিনীগণ! সকলে মিলিয়া আমাদের হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি।

আমাদিগের পুর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন, "আত্মবৎ সর্ব্বভুতেষু" সেই মহাপ্রাণ আর্য্যগণের এই অমূল্য নীতিবাক্য অবলম্বন করিয়া চলিলে মানুষের পক্ষে ন্যায়বান, ক্ষমাশীল, ও দয়ালু হওয়া অতি সহজ সাধ্য হইয়া আসে।এই একটি অতি সারবান মৌলিক নীতিবাক্যে আস্থা স্থাপন করিলে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বার্থত্যাগ, আত্ম-ত্যাগ ও তৎপরে আত্মোৎসর্গের উচ্চ সোপানে উত্থিত হইতে পারি। আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, অমানুষিক সহিষ্ণুতা প্রভৃতি উপাদান—দয়া কার্য্যরূপ মহাসৌধের অচল, অটল, ও সুদৃঢ় মুল ভিত্তি। কিন্তু কৃপাপাত্রগণের অবস্থাদি দর্শন, স্মরণ, মনন ও সময়ে সময়ে "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" এই নীতিবাক্য পালন করিলে যেমন সহজে আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, ও অমানুষিক সহিষ্ণুতার জন্য হৃদয়ে অতুলনীয় ব্যাকুলতা উপজিত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। যেমন সহজে হৃদয় আলোড়ন করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, এমন আর কিছুতেই নহে। জগতের সমুদয় কার্য্যই অগ্রে হৃদয়ে বিকাশ, তৎপরে তাহা কার্য্যে প্রকাশ। তন্নিবন্ধন যদি এ পৃথি-বীতে দয়ার কার্য্যে পৃথিবীস্থ, দুঃস্থ মানব ও পশুগণকে অভাব মুক্ত ও সুখ শান্তি প্রদান করিয়া তজ্জনিত স্বার্থ বিমল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিবার বাসনা থাকে, তাহা

হইলে অগ্রে হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে হইবে। দয়াপাত্র-গণকে আত্মবৎ চিন্তা করিতে হইবে। তৎপরে ক্রমশঃ দয়ার পুণ্যময় পবিত্র কার্য্যে অভ্যস্ত হইতে হইবে। স্বীয় জ্ঞান, ও কমনীয় হৃদয়বৃত্তি সমুহের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিয়া তদ্দারা পরকীয় জ্ঞান ও কমনীয় হৃদয় বৃত্তির উন্নতি সাধন চেষ্টা আমাদের মানব জীবনের মূল লক্ষ্য। যখন মানব জীবনে জ্ঞান ও সদ্ভাবের সামঞ্জস্য ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আবশ্যক করে, তখন দয়াবৃত্তিরও সম্যক উন্নতি সাধন চেষ্টা সকলের কর্ত্তব্য। পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে দয়ার উন্নতি সাধন চেষ্টায় ভাবসম্পন্ন দয়াকে মুক্ত পথে বিচরণ করিতে দিয়া সর্ব্ব জীবকে অভাব মুক্ত ও সুখী করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ মনুষ্য ও পশুগণের প্রতি অধিক দয়ালু হওয়া উচিত।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য হইয়া মনুষ্য ও পশুগণের প্রতি যিনি দয়া বিস্তার না করেন, তিনি পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, সন্দেহ নাই, কারণ পশু জাতির মধ্যেও সময়ে সময়ে দয়ার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মনুষ্য-গণের ত আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, মানসিক ও আধ্যা-ত্মিক কষ্ট ক্লেশের ইয়ত্তাই নাই, যদি প্রতি মনুষ্য প্রতি-ক্ষণ দয়ার কার্য্য করেন, তথাপিও এ অশেষ কষ্ট ক্লেশের দুরীকরণে সমর্থ হয় না। পশুগণেরও আধিভৌতিক

আধিদৈবিক, শারীরিক অশেষ কষ্ট ক্লেশ ; তদুপরি আবার স্বার্থপর দয়াশূন্য পামর মনুষ্যগণের ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। জ্ঞানশূন্য পামর মনুষ্যগণ ত তাহাদের প্রতি অশেষ নিষ্ঠুরতাচরণ করেই ; আবার জ্ঞানবান মনুষ্যগণও যত ক্ষণ স্বার্থ থাকে, ততক্ষণ যাদৃশ স্নেহ দয়া ও যত্ন প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বৃদ্ধ রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইলে তাদৃশ দয়া যত্ন লন না, ইহা যে কতদূর অন্যায়, তাহা ন্যায়বান মনুষ্য মাত্রেই অবগত আছেন। পশুগণ প্রকৃতির হস্তে থাকিলে প্রায় তাহারা কোন কষ্ট ক্লেশই পায় না, মানবগণই তাহাদের প্রভূত দুঃখ ক্লেশের কারণ। অধিকাংশ স্বার্থ-পর মানবের অমনোযোগিতা ও নিষ্ঠুরতাচরণের জন্যই তাহারা রোগে শোকে ম্রিয়মান ক্ষুৎ পিপাসায় লালায়িত, অতি শ্রমে কাতর, ও বৎসহারা হইয়া কাঁদিয়া বেড়ায় ! মানবগণ বরং অনেক স্থলে নিজের দোষে কষ্ট ক্লেশ পাইয়া থাকে, কিন্তু পশুগণ প্রকৃতিলব্ধ সংস্কারাধীন হইয়া কার্য্য করে, তাহারা দোষ গুণ জানে না, ভাল মন্দ জানে না, কৃত্রিম, অকৃত্রিম, সরলতা ও কপটতা কা'কে বলে জানে না। তাহাদিগকে কষ্ট ক্লেশ দিয়া চরম দুরবস্থায় পতিত কর তবুও ন্যায় অন্যায় বলিতে সমর্থ নয় ! এই সব কারণে তাহাদের কষ্ট ক্লেশ, ও দুরবস্থা দেখিলে স্বভাবতঃই অধিকতর দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে ! পশুগণ

শিশুগণের ন্যায় সরল। শিশুগণের কোন প্রকার কষ্ট ক্লেশ, বা ক্ষুৎ পিপাসায় কাতরতা নিরীক্ষণ করিলে যেমন নিরতিশয় কঠোর হৃদয়ও বিগলিত হয়, তেমনি পশুগণকেও কোন প্রকার কষ্ট ক্লেশ বা ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর দেখিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও না গলিয়া থাকিতে পারে না। যেমন অনুমান করিয়া শিশুগণের ক্ষুৎ পিপাসা ও কষ্ট ক্লেশ নিবারণ করিয়া দিতে হয়, পশুগণকেও সেইরূপ করিতে হইবে। তাহাদের দুঃখ ক্লেশ অনুমানে বুঝিয়া যাহাতে তৎসমুদয় কষ্ট ক্লেশ দূর হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহাতে মনোযোগী হওয়া মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য। লোকালয়ের পশুগণ সর্ব্বতোভাবে মানবের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে. মানবেরও সেই নির্ভরের প্রতিদানস্বরূপ তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও দয়ালু হইয়া মনুষ্যত্ব রক্ষা করা কর্ত্তব্য। শিশুগণ যেমন কে বেশী ভালবাসে, কে না বাসে, বুঝিতে পারে, পশুগণও তাহা বেশ বুঝিতে সমর্থ হয়। তাহাদের প্রতি যত্ন আদর ও ভালবাসা দেখাইলে তাহারা যে অত্যন্ত সুখী ও সন্তুষ্ট হয়, এবং নানাপ্রকার ভাবে ও সঙ্কেতে কৃতজ্ঞতা জানায়, ইহা আমরা গৃহপালিত পশুগণে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকি। মনুষ্য ও পশুগণের প্রতি দয়ার ব্যবহার করিলে আমরা একটী অতি স্বর্গীয় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করি

যখন কোন একটী মানবের কিম্বা পশুর একটু দুঃখ ক্লেশ নিবারণ করি, তখন সেই মানবের হৃদয়োত্থিত আশীর্ব্বাদ ও কৃতজ্ঞতা, অথবা সেই পশুর সুখ, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্কেত—হৃদয়ে যে কি অনির্ব্বচনীয় পবিত্র সুখ শান্তি প্রদান করে, তাহা লিখিলে কিম্বা বলিলে যেন তাহার গৌরবের হানি হয়! তাহা কেবল সহৃদয় দয়ালু ব্যক্তি-গণই হৃদয়ের অন্তঃস্তলে অনুভব করিয়া থাকেন! মহাত্মা জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ ও পুরাকালের সর্ব্বজাতীয় মহাত্মাগণ বলিয়া গিয়াছেন, যে কেবল আত্মসুখান্বেষী, সে কখনও সুখী হইতে পারে না। আমরা যদি পরের সুখকেই জীবনের মূল লক্ষ্য করিয়া খাটিতে পারি, আমরা অনি-র্ব্বচনীয় বিমল সুখে সুখী হইতে পারি!

ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ প্রভৃতি হৃদয়ের কতকগুলি কোমল সৎবৃত্তির মধ্যে দয়া একটী সর্ব্বজীবের হিতজনক অতি উচ্চতম সৎবৃত্তি। দয়াকে উচ্চতম সৎবৃত্তি বলিবার কারণ এই যে, দয়া সর্ব্বজনীন প্রেমের নামান্তর মাত্র। ভক্তির উৎস পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতিই উৎসরিত হয়, প্রীতির মানস রঞ্জন উদ্বেলতরঙ্গ হৃদয়ের অতিমাত্র সম্মানের পাত্রের প্রতিই ধাবিত হয়, স্নেহ বাৎসল্যের গভীর উচ্ছ্বাস সন্তানাদির প্রতিই উচ্ছ্বসিত হয়, অতি ঘনিষ্ঠতম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ঘনতম প্রেম—হৃদয়

বন্ধু ও দম্পতিকেই সম্ভব হয়, কিন্তু দয়াবৃত্তিকে সম্যক্ বিকশিত করিতে পারিলে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র কলত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্য পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গ এমন কি কীটাণু পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়া সর্ব্বজীবকে শান্তি আরামের অমৃত রসে অভিষিক্ত করে। সেই অমৃত রসে স্নাত হইয়া সর্ব্বজীব হৃদয়ে সুখ, সন্তোষ, ও পরম তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকে। আহা! দয়ার কি আশ্চর্য্য পূর্ণ-স্বাধীনতা, ও অনন্ত বিস্তৃতি! এমন সর্ব্বসন্তাপহারকতা, এমন অসীম ব্যাপকতা, এমন গভীর প্রশান্ততা, এমন সুমান গাম্ভীর্য্যতা, এমন অটল সহিষ্ণুতা, এমন সর্ব্বজীবের ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণী শক্তি কোন্ কোমল হৃদয় বৃত্তির আছে! তাই আমরা আজ (ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত) দয়া বৃত্তিকেই সমস্ত সুকোমল বৃত্তির উর্দ্ধতন স্থানে উচ্চাসন দিতে সঙ্কুচিত হইলাম না! যে মূল শক্তি অনন্ত শক্তি হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়াছে, হইতেছে, এবং অনন্তকাল হইবে, যে শক্তি হইতে অমিতায়তন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ নক্ষত্র অনুক্ষণ অপরিমেয় তেজ বিকীরিত ও শূন্য পথে অবিরাম গতিতে সবেগে ভ্রাম্যমান হইতেছে, যে শক্তি হইতে মাধ্যাকর্ষণ, যোগাকর্ষণ, রাসায়ণিক আকর্ষণ প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় আণুবিক শক্তি-

সমূহ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লইয়া অনুক্ষণ কতই পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে, কত জন্ম মৃত্যু কত সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়সাধন করিতেছে, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ 'স্থাবরজঙ্গম, ভূলোক দ্যুলোক ব্যাপিয়া বাক্য মন স্তম্ভিতকারী রহস্য ও প্রহেলিকা পূর্ণ মহানৃত্য করিয়া ফিরিতেছে। যে শক্তি দ্বারা এই সুকৌশল পূর্ণ দেহ মধ্যে বিদ্যুৎগতিকে পরাস্ত করিয়া ইন্দ্রিয় ও মনের গ্রাহ্য বিষয় সকল ধারণ করিয়া ফেলিতেছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সজীব সক্রিয় ও সচেষ্ট রহিয়াছে। শোণিত ধারা ছুটিতেছে, হৃৎপিণ্ড নাচিতেছে। সেই শক্তি হইতেই যেমন জ্ঞান, নীতি ধর্ম্ম ও হৃদয়ের অন্যান্য সুকোমল বৃত্তি সমুহ উদ্ভূত হইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতেছে; তেমনি এই সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিনী দয়া বৃত্তি ও উদ্ভূত ও অঙ্কুরিত হইতেছে। কাহারও হৃদয়ে অঙ্কুরেই অবস্থান করিতেছে, কাহারও হৃদয়ে দু একটী মাত্র কোমলতম কিশলয় শোভিত হই-তেছে, কাহারও হৃদয়ে নবশাখা ও মুকুলোন্মুখ হইয়াছে, কাহার হৃদয়ে সুবিস্তীর্ণ বিশালায়তন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইয়া যাবতীয় প্রাণীকে উল্লসিত, মোহিত ও অভাব মুক্ত করিয়া পরম সুখ শান্তি-প্রদান করিতেছে, এমন দয়ারূপ মহাদ্রুমের বীজ যাঁহা হইতে উদ্ভূত ও অঙ্কুরিত হয়, তাঁহার অপার গরীমা ও

অনন্ত মহিমার কাছে পূর্ণ ভক্তি প্রীতির সহিত বারবার প্রণত হই।

দয়া চিরদিন দুঃখ ক্লেশের সহচর। দয়াকে কখন সুখসম্পদের নিকটবর্ত্তী হইতে দেখা যায় নাই। যেখানে আনন্দ উল্লাস ও উৎসব কোলাহল, সে স্থান হইতে দয়া আপনার মহত্ত্ব পূর্ণ অস্তিত্বকে কোথায় কোন্ অতল স্থানে যে লুক্কায়িত করিয়া রাখেন, কেহ সহস্র চেষ্টাতেও সে অস্তিত্বকে বাহিরে লইয়া আসিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যেখানে রোগী স্বাস্থ্যের বিমল হাসিতে বঞ্চিত হইয়া রোগ শয্যায় পড়িয়া সকাতরে ক্রন্দন করিতেছে, যেখানে শোক-বিহ্বল মানব বাসনা, কামনা, সুখ, আশা, মৃত্যুর করাল কবলে ভীষণ প্রজ্বলিত অনলে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে জীবন ভার বোধ করিতেছে, পশু পক্ষি অন্যান্য জীবগণও যেখানে শোক বিহ্বল হইয়া কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ ও সোৎসুক নেত্রে চারি দিক ব্যাকুল ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে, যেখানে জঠরানলে কোন জীবের দেহপ্রাণ দগ্ধ বিদগ্ধ করিতেছে, যেখানে কোন জীব পাপ তাপ কলুষতার অতল জলে নিমগ্ন হইতে চলিয়াছে, যেখানে দেশ-ব্যাপী ভীষণতম মারীভয় ও দুর্ভিক্ষের কঠোরতম নিপীড়নে জীবগণ জঠরানলে ও শোকানলে দীপ্তশির, এবং মর্ম্মভেদী কাতরতা ও ব্যাকুলতায় দিশাহারা

হইয়া দশদিক অন্ধকার দেখিতেছে, যেখানে দেশব্যাপ্ত নীতিহীনতা অরাজকতা ও ধর্ম্মভাবের ক্ষুণ্ণতাহেতু দেশ উচ্ছৃঙ্খলতা ও উৎসন্নতার দিকে পর্য্যায়ক্রমে ধাবিত হইতেছে, এইরূপ যথায় যথায় পাপ তাপ রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণাময় স্থান; সেইখানেই দয়ার মহত্ত্বপূর্ণ অস্তিত্বকে বিচরণ করিতে দেখি। দয়ার কাছে রাজার মণিময় মুকুট ও ভিক্ষাগত প্রাণ দরিদ্রের প্রভেদ নাই। আত্মপর ভেদ নাই। সুস্থান কুস্থান নাই। মান অপমান নাই। ভক্তি ও ঘৃণা নাই। মনুষ্য ও পশুতে ব্যবধান নাই। হে মানব! এমন মুক্তভাবসম্পন্ন এমন মহজ্জন ও সাধুজীবনের আদর্শ স্বরূপ দয়ার সহবাস হইতে আপনাকে বিযুক্ত রাখিও না!

এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যাহা কিছু, সমস্তই ক্রমবিকাশ সাপেক্ষ। সুতরাং দয়ার সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। দ্যুলোকের বিপুলায়তন গ্রহ নক্ষত্র হইতে ভূলোকের চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ ও দেহ প্রাণ মনের বিষয়ীভূত যাহা কিছু; এবং অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক ব্যাপার সমূহ, সমস্তই ক্রম বিকাশে বিকশিত। মহাবিদ্বানকেও বর্ণ পরিচয় শিক্ষা করিতে হয়, মহাজ্ঞানীকেও সর্ব্বতত্ত্ব ক্রমে ক্রমে জ্ঞাত হইতে হয়, মহা সাধক ও যোগীকেও ক্রমে ক্রমে কত সাধন, ও ব্রহ্মজ্ঞানসূত্রে প্রবেশ

করিতে হয়, মানব একবারেই মহাপাতকী হয় না। জীবগণ একবারেই মহাব্যাধিগ্রস্ত হয় না। মানব কত অসংখ্য শতাব্দী ধরিয়া মৃণ্ময় যুগ, প্রস্তর যুগ, ধাতব যুগ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বর্ব্বরাবস্থা, অসভ্যাবস্থা হইতে সভ্য, তৎপরে সুসভ্যতার উন্নত মঞ্চে আরোহণ করিয়া থাকে। কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া কত বিপ্লব, কত মত বিদ্রোহ, কত দ্বন্দ্ব, কত তর্ক বিতর্কের পর তবে রাজনীতি, সমাজনীতি, ও ধর্ম্মনীতি উন্নত, বিকশিত ও সুনিয়মিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এ জগতের যাহা কিছু সমস্তই ক্রম বিকাশের নিয়মে নিয়মিত ;—সুতরাং দয়ার সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। দয়াও ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়। দয়াকে অগ্রে পরিবারস্থ সকল মানবের ও গৃহপালিত পশুপক্ষিগণের মধ্যে অঙ্কুরিত করিতে হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সমাজে স্বদেশে বিদেশে ও তৎপরে পৃথিবীময় যাহাতে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে তজ্জন্য সচেষ্টিত হইতে হয়। দয়াকে অঙ্কুরিত করিবার অর্থ এই যে, অভিনিবেশ সহকারে সকলের দুঃখ কষ্ট ও অভাব চিন্তা করা। যিনি তাহা না করিয়া দয়ার অঙ্কুরাবস্থাতেই তদুপরি নির্ম্মমতা ও কাঠিন্যরূপ কঠিন মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি স্তূপাকারে আবৃত করিয়া রাখেন, তাঁহার দয়াঙ্কুর বৃদ্ধি ও বিস্মৃতি লাভ করা দূরে

থাক, অঙ্কুরেই হৃদয়তলে কোথায় বিলীন হইয়া যায়, তাহা আর কাহারও নেত্রগোচর হয় না।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য হইয়া মনুষ্য ও পশুগণের প্রতি যিনি দয়া বিস্তার না করেন, তিনি পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট সন্দেহ নাই, কারণ পশুগণের মধ্যেও সময়ে সময়ে দয়ার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যদি কর্ত্তব্য পালনই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ও মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা হয় তাহা হইলে মনুষ্য ও পশুগণের প্রতি দয়াপেক্ষা উচ্চতম মহত্তম কর্ত্তব্য পালন আর কি হইতে পারে! যে মূল শক্তি হইতে এই দয়া উদ্ভূত হইয়াছে, তিনি কতই না প্রশান্ত! কতই না ব্যাপ্তিশীল! কতই না সন্তাপহরণ! কতই না গাম্ভীর্য্যময় মহান্‌সত্তা!

আদিকারণের মহিমা ও গরীমা চিন্তন মানবের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য হইলেও মনুষ্য ও পশুগণের প্রতি দয়ার অভাব হইলে সে ভক্তিও অর্দ্ধাঙ্গ হীন হইয়া অসম্পূর্ণতা জনিত গৌরবহীন ও শোভাহীন হইয়া অবস্থিতি করে। অনেকে বলিতে পারেন, পৃথিবীময় কত প্রকারের জীব থাকিতে মনুষ্য ও পশুগণের প্রতিই দয়ার এত প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে কেন। তাহার কারণ এই যে, মনুষ্য ও পশুগণকে যেরূপ দুর্ব্বিসহ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ ক্লেশ জ্বালা যন্ত্রণা নিষ্ঠুরতা

ও অত্যাচারসমূহে পরিবেষ্টিত থাকিতে হয়, তদপেক্ষা নিম্নতর ও নিম্নতম প্রাণীগণকে কখনই সেরূপ অশেষ কষ্ট ক্লেশে পরিবেষ্টিত থাকিতে প্রত্যক্ষ করা যায় না। প্রকৃতি নিজেই তাহাদের প্রতি বিশেষরূপে দয়াময়ী। প্রকৃতি নিজেই তাহাদের সেবাশুশ্রূষা, আত্মরক্ষা, শত্রু দমন, ও অতিবৃদ্ধি নিবারণের উপায় এবং অনায়াসে আহার্য্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে দু একটী ব্যতীত প্রায় তাহাদের প্রতি দয়ার কার্য্য কিছুই করিতে হয় না। তাহাদের অস্ত্র, বস্ত্র, এমন কি অনেকের বাসগৃহ পর্য্যন্ত দেহ হইতে সমুদ্ভূত হইতেছে এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আহারীয় দ্রব্য মুখাগ্রে আনীত হইতেছে। প্রকৃতির এই সমস্ত রহস্যপূর্ণ দয়ার কার্য্য নিরীক্ষণ করিলে মহা বিস্ময় ও পুলকে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে হৃদয় বিমোহিত হয়। যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রাণী, ততই প্রকৃতির হস্ত সঙ্কোচন। হস্ত সঙ্কোচনের অর্থ ইহা নয় যে, প্রকৃতি একবারেই হস্ত গুটাইয়া থাকেন ! তাহা হইলে ক্ষণমাত্র কাহারও জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। হস্ত সঙ্কোচনের অর্থ এই যে, উচ্চতর ও উচ্চতম প্রাণীগণের কতকগুলি জীবন রক্ষনোপযোগী পদার্থ (যেগুলি তাঁহারা বুদ্ধি বিকাশ দ্বারা সংগ্রহ করিতে সক্ষম) কৃচ্ছ্র সাধন সাপেক্ষ

করিয়া এবং বহুদূরে স্থাপিত করিয়া আনন্দে তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধির পরীক্ষা করিয়া থাকেন। মানব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম প্রাণী বলিয়া মানবের দেহ হইতে অস্ত্র, বস্ত্র, বা বাসগৃহ সমুদ্ভূত হইতে কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। মানবের বহুতর শ্রম ও জ্ঞানবুদ্ধিসাপেক্ষ আহার্য্য ও বাসগৃহ এবং স্বাভাবিক নিরস্ত্র ও নির্ব্বস্ত্রতাই প্রকৃতির— যতই উচ্চতর প্রাণী, ততই হস্ত সঙ্কোচের প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। পশুগণও প্রকৃতিদত্ত অস্ত্র বস্ত্রে বঞ্চিত নয়, কিন্তু তদপেক্ষা নিম্নতর প্রাণীগণ প্রকৃতি কর্ত্তৃক যাদৃশ স্নেহের সহিত লালিত পালিত হয়, তাদৃশ স্নেহ যত্ন তাহাদেরও প্রতি বর্ষিত হয় না। তাহারা আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও মানসিক ক্লেশে, এবং মানবীয় ঘোরতর অত্যাচারে যেরূপ ক্লিষ্ট, বিষণ্ণ, ও কাতর হইয়া থাকে, তদপেক্ষা নিম্নতর জীবগণে সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। মনুষ্যের প্রতি আবার পশুগণাপেক্ষাও প্রকৃতির হস্ত সঙ্কোচ নিবন্ধনই মনুষ্য ও পশুগণ মনুষ্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীরা মনুষ্যের মুখাপেক্ষী নয়। পক্ষি, পতঙ্গ, পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা, কীট বা কীটাণুগণকে মনুষ্যের নিকট আহার, বাসস্থান, দেহাবরণ কিম্বা ঔষধ পথ্য সেবা শুশ্রূষার জন্য লালায়িত হইতে, অথবা সে সকলের জন্য জীবন রক্ষা অচল বোধ করিতে

কেহ কখনও নিরীক্ষণ করেন না, কিন্তু মনুষ্য ও পশু-গণকে অনেক বিষয়ের জন্য মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, এমন কি অনেক সময় মনুষ্যের দয়ারূপ অভাববিনাশী অমৃত প্রাপ্ত না হইলে অভাববিষে জর্জ্জরিত প্রাণ হইয়া কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়। তন্নিমিত্তই মনুষ্য ও পশুগণের প্রতি দয়ার এতাদৃশ প্রাধান্য স্বীকৃত হইতেছে, এবং মনুষ্যের উচ্চতম ও মহত্তম বৃত্তি বিবেচিত হইতেছে।

সকলের দুঃখ ক্লেশ অভাব চিন্তনই দয়াঙ্কুর বৃদ্ধি ও বিস্তীর্ণতার কারণ। দুঃখ ক্লেশ আবার সকলের এক প্রকার নয়। যেমন প্রত্যেক মানুষের মুখশ্রী ভিন্ন ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, রুচি ও ধাতু ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি প্রত্যেক মানুষের দুঃখও ভিন্ন ভিন্ন। এমন কি জঠরজ্বালা পর্য্যন্ত সকলের সমান নয়। কেহ জঠরজ্বালাকে জগতের সার দুঃখ বিবেচনা করেন, কেহ তত সার দুঃখ বলিয়া অনুভব করেন না। সে যাহা হউক, কিন্তু প্রত্যেকের দুঃখের যে প্রকার ভেদ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাহার কি উপযোগিতা, কাহার কি প্রয়োজন, কাহার অবস্থার ব্যবস্থা কিরূপ, কি দুঃখে কে দুঃখিত, কি ক্লেশে কে ক্লিষ্ট, কি ব্যথায় কে ব্যথিত, কি জ্বালায় কে জ্বলিত, ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া যিনি দয়ার কার্য্য

করেন, তাঁহার দয়াই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, নতুবা কেবল এক এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা দেওয়ার নাম অঙ্গহীন দয়া। সে দয়া পৃথিবীর যথার্থ মঙ্গল সাধক, উচ্চতম দয়া নামের যোগ্য নয়। আবার এ জগৎ এমনি বৈচিত্র্য শালিনী যে, এ জগতে এমন বিষয় নাই, এমন বস্তু নাই, এমন ঘটনা নাই, যাহা অনন্ত বৈচিত্র্যভাবে পূর্ণ নয়। যেমন সকলের অভাব, সকলের অবস্থা, সকলের উপযোগিতা সমান নয়, তেমনি আবার সকল প্রকার অভাব মোচনের ক্ষমতাও সকলের সমান নয়। সকল প্রকার দুঃখেই সর্ব্বসাধারণে সহানুভূতি দেখাইতে পারে, কিছু কিছু সাহায্যও করিতে পারে, কিন্তু বিধাতা কর্ত্তৃক যিনি যে পরিমাণে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে বাধ্য। যিনি তাহা না করেন, তিনি সত্বরেই দুর্লভ মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেন, এবং শেষ সময়ে জগতের নশ্বরতা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছি, হে সুরম্য প্রাসাদবিহারী, সুস্বাদু চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় আহারী, দুগ্ধফেণী শয্যায় শয়নকারী ও বহুমূল্য বসন ভূষণ মুকুটে কিরীটধারী ধনী মানবসন্তানগণ! যদি সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া এতাদৃশ ধনরত্নের অধিকারী হইয়াছ, তবে একবার অভাব ও দুঃখ ক্লেশে জর্জ্জ-

রিত প্রাণ মানব ও পশুগণের প্রতি দয়া করিয়া এ অনিশ্চিত নশ্বর ধনরত্নের সদ্ব্যবহার করিয়া যাও! পর্ণ কুটীরবাসী ও বৃক্ষতলবাসীর রৌদ্র বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাতে কত যে কষ্ট! শতগ্রন্থি ছিন্ন বস্ত্রে শরীরাবরণ করা কত যে বিড়ম্বনা! জঠরজ্বালা যে কি অনির্ব্বচনীয় অবর্ণনীয় জ্বালা!। ঔষধ বিহনে স্বাস্থ্যনাশ করা কত ভয়ানক মনঃকষ্ঠ! একবার প্রত্যক্ষ কর। অনুভব কর। হৃদয়ঙ্গম কর! আহা! জঠরজ্বালার জ্বালা ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মনুষ্য ও পশুগণের লালায়িত ভাব, নিষ্ঠুরতা-পীড়িত যন্ত্রণা ও কাতর নয়ন কল্পনা হৃদয়ে অনুভব করিয়া আজ লিখিতে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, অশ্রুতে চক্ষু ভরিয়া আসিল! জঠর জ্বালার মতন জ্বালা কি আর আছে! যাহাতে দম্পতি বন্ধন, বাৎসল্য বন্ধন পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া যায়! সে কি কম জ্বালা! যদি আমরা মানব হইয়া মানব ও পশুগণকে সেই জ্বালায় রাখিয়া সুখে মুখে অন্ন গ্রহণ করি, ধিক আমাদের ধন রত্ন! ধিক আমাদের জ্ঞান গর্ব্ব! ধিক আমাদের মনুষ্য জন্ম ও মনুষ্যত্বে! আমরা নিত্য দুই বেলা আহার পাইতেছি, তথাপি যদি কোন কারণে একদিন না পাই, তাহা হইলে বুঝিতে পারি কি জ্বালা! যদি ক্ষুধার সময় কোন কারণে আহার পাইতে বিলম্ব হয়, আমরা কতই

কষ্ট অনুভব করি! তবু আমাদের প্রাণ আশা পূর্ণ থাকে, যে কিছু বিলম্বে পাইবই! সেই অনিবার্য্য ক্ষুধার সময় পাইবই বলিয়া যাহাদের আশা নাই, তাহাদের কি যন্ত্রণা, মানব! একবার কল্পনায় অনুভব কর দেখি? তাই বলিতেছি, ধনী ভাইভগিনীগণ! যদি পৃথিবীর হিতসাধন করিবে, যদি মনুষ্যত্ব উপার্জ্জন করিবে, সর্ব্বাগ্রে মানব ও পশুগণের জঠরজ্বালা নিবৃত্তির বিশেষ করিয়া উপায় করিয়া দাও, তৎপরে অন্যান্য অভাবপূরণে সচেষ্ট হইবে। হে ঐশ্বর্য্যবন্ত ধনবান মানব! দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানব ও পশুগণের সর্ব্বপ্রকার বাহ্যিক অভাব তোমাকেই ডাকিতেছে, আশাপূর্ণ মনে তোমারই মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে, তুমি তাহাদের অভাব ও দুর্দ্দশার জন্য বিশেষ রূপে দায়ী! তোমরা এ গুরুতর দায়িত্ব প্রতিক্ষণে স্মরণ কর!

হে চিকিৎসা বিদ্যা বিশারদ! যিনি যতই কেন রাজকীয় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হউন না, তোমার কার্য্যের ন্যায় জগতের যথার্থ হিত সাধনোপযোগী ও গরিয়সী মহত্ত্ব ব্যঞ্জক কার্য্য আর দ্বিতীয় নাই! তোমার কার্য্যের শিক্ষা অভ্যাস, অনুশীলন, সকলই যেমন যারপর নাই কষ্টকর! তেমনি তাহার অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্ব! পৃথিবীর হিত সাধন করিবার অধিকার, উপায় ও অবসর তোমার যেমন, এমন

আর কাহারও আছে কিনা সন্দেহ। ব্যাধির তুল্য যন্ত্রণাকর ও সর্ব্বনাশকর পদার্থ আর কি আছে! যে শরীর ব্যাধিযুক্ত থাকিলে, কোথায় বা সুখ শান্তি, কোথায় বা জ্ঞান বুদ্ধি, কোথায় বা ধর্ম্ম কর্ম্ম থাকে! যে সুখের জন্য জীব সমূহ অহর্নিশি ব্যাকুল, সে সুখ কোথায় চলিয়া যায়। জীবনকে জীবগণ অনুক্ষণ ভার বোধ করিতে থাকে। সেই শরীরের ব্যাধিমুক্ত করিবার ভার তোমার। তাই বলিতেছি তোমার কার্য্যের ন্যায় মহত্ত্ব ব্যঞ্জক কার্য্য আর দ্বিতীয় নাই। সেই মহত্ত্ব আরও বিশেষরূপে অবর্ণনীয় মহত্ত্বে পরিণত হয়, যদি তুমি দুঃস্থ মানব ও পশুগণকে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ব্যাধি হইতে বিনা বিনিময়ে মুক্ত কর! আর কোন জীব ব্যাধির জন্য তোমার মুখপানে চাহিয়া নাই, তাহারা প্রকৃতি কর্তৃক চিকিৎসিত হয়, কেবল মানব ও পশুগণ ব্যাধির জন্য তোমার মুখাপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে! এ সম্বন্ধে তোমার ক্ষমতা অধিক, তজ্জন্য তোমার দায়িত্বও অধিক, সম্পূর্ণ-স্বার্থ ত্যাগ করিয়া "দুঃস্থ মানব ও পশুগণকে ব্যাধি মুক্ত করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য" ইহা প্রতিক্ষণে স্মরণ কর!

হে সদা অধ্যয়ন পিপাসু—প্রকৃতি প্রাঙ্গনবিহারী অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণধারী বিদ্বান ও জ্ঞানী মানব! তুমি জ্ঞানরত্ন আহরণের জন্য আহার নিদ্রা উপেক্ষা করিয়া

কত দুর্গম্যস্থানে গমন, কত অস্পৃশ্য বস্তুর স্পর্শন, দর্শন, ঘ্রাণ প্রভৃতি কতই না মন সংযোগ সহকারে কৃচ্ছ সাধন, প্রাণ তুচ্ছ, প্রিয় পরিবার তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ; অবশ্য জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণ জগতের অশেষ মঙ্গলের বীজ ও হেতু, কিন্তু সদ্ভাব দয়াশূন্য হইলে সে মঙ্গল কখনই সর্ব্বাঙ্গীন হইবে না। কারণ জ্ঞান বিতরণ সর্ব্বত্র ফলপ্রদ হয় না, কিন্তু দয়া বিতরণ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব-জীবে সুফলপ্রদ ও সুসিদ্ধ হয়। উচ্চতর জ্ঞান কি ইহাই শিক্ষা দেয় না, যে যাহাতে সার্ব্বভৌমিক হিত সাধিত হয়, জীবনে তাহাই সম্পাদন কর? মিল্, কোমত, নিউটন, সিসিরো, স্পেন্সার, সক্রেটিস্ প্রভৃতি—যাঁহারা জ্ঞানীগণের শীর্ষস্থানীয়—তাঁহারা কি সকলেই এক এক ভাবে, প্রকারান্তরে, জীবনে ও ভাষায় ইহাই বলিয়া যান নাই, যে, সর্ব্বজনীন হিত সাধন করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ও সফলতা? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সে হিত সাধনের বীজ একমাত্র দয়া, যাহা সর্ব্ব-জনীন প্রেমের নামান্তর, সেই দয়া হইতেই প্রসূত হয় সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ জ্ঞান ও হৃদয়ের কমনীয় বৃত্তি সমূহের একত্র সমাবেশ না হইলে সে জীবন কখনই সুন্দর ও আদর্শ জীবন হইতে পারে না! জ্ঞান ও হৃদয়ের উচ্চ সদ্ভাবগুলির সামঞ্জস্যতাই জীবনকে সৌন্দর্য্যপূর্ণ; সফলের

সুখ-শান্তি-প্রদ এবং পরার্থে মন প্রাণ সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত করে। তাই হে জ্ঞানী মানব! কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞানে এ পৃথিবীর হিত সাধন তেমন ফলপ্রদ হয় না। তুমি তোমার জীবনে জ্ঞান ও ভাবের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া দয়ালু হইতে সতত সচেষ্ট হও। তোমার সদ্ভাব যেমন কার্য্যকারী, অজ্ঞানীর অন্ধ সদ্ভাব কখনই সেরূপ নহে। তাই এ সম্বন্ধে তাহাপেক্ষা তোমার দায়িত্ব অধিক, ইহা প্রতিক্ষণে স্মরণ কর।

হে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য অকপট সাধু! তোমার জাগ্রত জীবন্ত সদুপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা যেমন পাপ তাপ নিবারণ ও প্রবল পাপ স্রোতে পতিতোন্মুখী মানবের উদ্ধার সাধন হইতে পারে, এমন অন্যান্য সাধারণ লোক দ্বারা কখনই হইবার নহে। সাধারণ মানব তোমার অমানুষিক নিস্পৃহভাবে, তোমার সংসারাতীত স্বর্গীয়ভাবে, তোমার মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইতে পারে এবং পাপের বিষম ভয়ানক ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত মানব অশেষ দুর্গতি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে এমন অন্য কাহারও দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই, এ সম্বন্ধে যে তোমার দায়িত্ব অধিক, ইহা অহর্নিশি চিন্তা কর। এতক্ষণ কেবল ইহাই বলা হইল যে, যে বিষয়ে যাঁহার ক্ষমতা যত অধিক, তাঁহার সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে তত পরিমাণে

দায়িত্ব! কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই দয়ালু হইয়া দয়ার কার্য্য করা অতীব কর্ত্তব্য। জ্ঞান ও হৃদয়ের একত্র সমাবেশ দ্বারা জীবনকে ভূষিত করা কর্ত্তব্য! যাঁহার এ পৃথিবীতে ধন, জন, যশ, মান, বিদ্যা, জ্ঞান প্রভৃতি কোন প্রকারের ক্ষমতা নাই, এমন কি স্বাস্থ্য পর্য্যন্তও নাই, তিনিও কেবল মাত্র দুইটা মুখের কথা, সান্ত্বনা বা সহানুভূতির দুইটা কথা, কিম্বা একটী অকপট দীর্ঘ নিশ্বাস দ্বারা পৃথিবীতে দয়ার কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন। এ জগতের এমনই অখণ্ড নিয়ম যে, কি জড় রাজ্যে, কি উদ্ভিদ রাজ্যে, কি প্রাণ ও মন রাজ্যে, কি আধ্যাত্মিক রাজ্যে কোথাও কোন কিছু একবিন্দু বিফলে যাইবার নহে! তাই দয়ার কার্য্যে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ও বিফল হইবার নহে! একটি একটি মমতাপূর্ণ হৃদয়োত্থিত দীর্ঘ-নিশ্বাসে কত পাপী তাপীর হৃদয় চির-জীবনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন প্রকারে দয়ার কার্য্য করিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতে পারেন।

যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তেমনি জাতীয় জীবনেও জ্ঞান ও হৃদয়ের একত্র সংযোগ না হইলে, কোন জাতি কখনও সুসভ্য সুনিয়মিত ও সুগঠিত চরিত্র আদর্শ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। হৃদয় হীন জ্ঞানে যেমন

ব্যক্তিগত জীবনের সৌন্দর্য্য বিকশিত হয় না, তেমনি জাতীয় জীবনেরও সৌন্দর্য্য বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। জাতীয় জীবনে অকৃত্রিম দয়ার ছবি দেখাইতে হইলে, সকলের সমবেত চেষ্টা দ্বারা স্থানে স্থানে অনাথশালা, কুষ্ঠালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, অন্ধ, খঞ্জ, মূক, বধিরদিগের আশ্রম, দারিদ্রদিগের জন্য দান ভাণ্ডারে এবং পশুগণের জন্য সোদপুরের পিঞ্জরাপোলের ন্যায়, পিঞ্জরাপোল প্রভৃতি সুনিয়মে, সুপ্রণালীতে সংস্থাপিত করা কর্ত্তব্য। এমন কি সুদুষ্কর কার্য্য জগতে আছে যাহা সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন না হইতে পারে! সকলেরই কিছু অর্থ থাকে না, কিন্তু পাঁচজনে একমন হইলেই, কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কার্য্য সমাধা হইয়া যায়। আমাদের একটী বেহুলার প্রবচনই আছে যে, "হাতে যদি নাই ধন, পাঁচে হও এক মন" অনেকে বলিতে পারেন, অনাথশালা প্রভৃতি অনেক হইয়াছে, আর তেমন আবশ্যক নাই, কিন্তু যে সকল দয়ালু মহাত্মাগণ স্বদেশীয় সহস্র সহস্র দুস্থ মানব ও পশুগণের অবস্থাদি দর্শন, স্মরণ ও মনন করেন, তাঁহারাই কেবল অনুভব করিতে সক্ষম, এখনও কত শত শত বিধবাশ্রম, অনাথাশ্রম ও পিঞ্জরাপোলের আবশ্যক আছে। জাতীয় জীবনে দয়ার মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এবং জাতীয় জীবনে দয়ার সুপরিস্ফুট ছবি দর্শন করিবার

বাসনা থাকিলে, প্রত্যেক পিতা মাতার একান্ত কর্ত্তব্য সন্তানগণকে শৈশব কাল হইতে দয়া শিক্ষা দেওয়া। তাহাদিগকে দয়ার দৃষ্টান্ত দেখান। তাহাদের দ্বারা দয়ার কার্য্য করান। প্রত্যেক জ্ঞান সম্পন্ন পিতা-মাতাই যদি সন্তানগণকে কেবল কলেজের উচ্চ উচ্চ উপাধি ভূষিত দেখিলেই সন্তুষ্ট না হইয়া, তাহাদের হৃদয় সুজ্ঞান ও সুবৃত্তিতে ভূষিত হইতেছে কি না, সর্ব্ব জীবের হিতকর দয়ারত্নে অলঙ্কৃত হইতেছে কি না, তাহা সর্ব্বদা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, তাহা হইলেই জাতীয় জীবনে দয়ার মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাহা হইলেই সেই জাতি সুসভ্য, সুগঠিতচরিত্র আদর্শ জাতিরূপে পরিগণিত হইয়া পৃথিবীতে অশেষবিধ হিতকর কার্য্য সম্পন্ন করতঃ জাতীয় জীবনকে অলঙ্কৃত করিতে সক্ষম হয়। আমাদের দেশের আর্য্য ও আর্য্যাগণের দয়া ও অতিথি সৎকার চিরপ্রসিদ্ধ থাকিলেও আজকাল অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও বলিয়া থাকেন যে, দয়া ও দান অধিকাংশ সময় কেবল আলস্য ও অসৎকর্ম্মে উৎসাহ দান ও প্রশ্রয় দান ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহাদের অভিমত এই যে, অত্যন্ত দয়ালু হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যাঁহার হৃদয়ে সুজ্ঞান অর্থাৎ বিবেক উজ্জ্বল, তাঁহার এ পৃথিবীতে কোনটী সেব্য কোনটী ত্যাজ্য বুঝিতে কতক্ষণ!

যাঁহার হৃদয়কেন্দ্রে জ্ঞান সূর্য্য সুপ্রকাশিত, তাঁহার ভাব-রূপ গ্রহ উপগ্রহগণ আলোক উত্তাপের পরিমিত সামঞ্জস্যে গতি আকর্ষণ ও নিজ নিজ কক্ষ পরিভ্রমণের সুনিয়মে কখনই বঞ্চিত হয় না, জ্ঞানরূপ সূর্য্য সমস্ত সদ্ভাবরূপ গ্রহ উপগ্রহদিগকে সুনিয়মে চালিত করিতে সক্ষম। জ্ঞান দ্বারা বুঝিয়া লইলেই হইল, দয়া করিতেছি, কিম্বা আলস্য বা অসৎকর্ম্মে উৎসাহ দান করিতেছি। আমরা বুঝিবার ত্রুটিতেই অনেক সময় যেমন স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচার, আত্ম-সম্মানকে আত্মম্ভরিতা, ভক্তিবিশ্বাসকে অন্ধতা, প্রফুল্লতাকে লঘুতা, অতি সম্মানমাখা বাক্যকে চাটুকারিতা, মিত-ব্যয়িতাকে কৃপণতা, অমায়িকতা ও উদারতাকে নির্ব্বুদ্ধিতা, সুরুচি ও পরিচ্ছন্নতাকে বিলাসিতা প্রভৃতি বলিয়া থাকি, তেমনি, বুঝিবার ত্রুটিতেই দয়ারূপ পূজ্য ও সেব্য সামগ্রীকে, প্রশ্রয় দান বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি, আত্মম্ভরিতা স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি আছে বলিয়া কে আত্মসম্মান, স্বাধীনতা প্রভৃতি অমূল্য রত্নকে বিসর্জ্জন দেয় বল? সেইরূপ প্রশ্রয় দান বলিয়া একটা সঙ্কীর্ণ ও ত্যজ্য সামগ্রী আছে বলিয়া কে দয়ারূপ অতুলনীয় মণি পরিত্যাগ করিয়া জীবনকে অশোভনীয় করিবে! সেজন্য কে অসীম ব্যাপ্তি-শীল সর্ব্বজীবের সন্তাপহারিণী দয়াকে পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে? না, না,

তা কখনই হইতে পারে না ! এ পৃথিবীর চারিদিকেই দুঃখ ক্লেশ, হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে ; এ পৃথিবীতে সুখ আনন্দও অশেষ, দুঃখ ক্লেশও অশেষ। আমরা যে দেশ, যে সমাজ, কিম্বা যে পরিবারকে অত্যন্ত বিভবময়, বিলাসময়, আনন্দময় মনে করিয়া থাকি, সেখানে ও খুঁজিলে দুঃখ ক্লেশ কোন না কোন আকারে, বিদ্যমান আছে দেখিতে পাই ! দুঃখ কোথায় নাই ! কষ্ট কোথায় নাই ! এ পৃথিবীর চারিদিকেই বৃদ্ধ, রুগ্ন, দুঃস্থ মানব ও পশুগণের অশেষবিধ কষ্ট ক্লেশ। আবার অনাথাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, অন্ধবধিরাশ্রম, পশুশালা প্রভৃতিতে মানব ও পশুগণ এ পৃথিবীর সহস্র সহস্রাকারের দুঃখময় ছবি মনুষ্যের স্বার্থপূর্ণ পাষাণ হৃদয়ে, নিরন্তর অঙ্কিত করিয়া দিতেছে ! এ পৃথিবীতে মনুষ্য ও পশুগণের এতাদৃশ অশেষ দুঃখ ক্লেশ বিদ্যমান থাকিতে— হে মানব নামধারী ভাই ভগিনীগণ ! আমরা কি নিশ্চিন্ত মনে দয়াশূন্য হইয়া বসিয়া থাকিব ! এ পৃথিবীতে মনুষ্যগণ সাধারণতঃ ঘোরতর স্বার্থভাবে, পরিপূর্ণ। এই সকল ঘোর স্বার্থপূর্ণ মানবগণকে দেখিলে, পৃথিবীকে ভয়ঙ্কর মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যদি ভীষণ দর্শন প্রাণনাশক মরুভূমির স্থানে স্থানে স্বচ্ছ সলিলাধার, বৃক্ষ ও শ্যামল তরুলতা পল্লব বিশিষ্ট প্রান্তর

না থাকিত, তাহা হইলে যেমন সেই মরুতে পথিকগণের গমনাগমন নিতান্তই অসম্ভব হইত, তেমনি এ পৃথিবীরূপ স্বার্থ পূর্ণ ভীষণ সাহারায় যদি স্থানে, স্থানে, নিষ্কাম দয়াপূর্ণ প্রশস্ত হৃদয় মনুষ্যগণ না থাকিতেন, তাহা হইলে দুঃস্থ মানব ও পশুগণের এ পৃথিবী-পৃষ্ঠে বিচরণ করা একান্তই অসম্ভব হইত! দয়াশূন্য হইলে মানবের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জীবনের উচ্চনীতি উচ্চ লক্ষ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, প্রশ্রয় দান-রূপ একটা হেয় বস্তু আছে বলিয়া সেই ভয়ে আমরা কি এমন সর্ব্ব জীবের শুভপ্রদ সমুজ্জ্বল দয়ারত্নে ভূষিত হইব না! যদিও আমরা সাধারণ নরনারী,—গ্যারীবল্ডী ম্যাটসিনি, ফাদার দামিয়ন, খ্রীষ্ট, নানক, চৈতন্য, কেশব-চন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কুমারী নাই-টিঙ্গেল, ফাউলার, ভগিনী ডোরা, মীরাবাই, করমেতোবাই, রাণী স্বর্ণময়ী প্রভৃতি দয়া ও প্রেমের অবতার, স্বর্গের দেব দেবীগণের পবিত্র নাম, চিরদিন ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে, যাঁহাদিগকে স্মরণ করিলে হৃদয় গভীর বিস্ময়ে ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া পড়ে, যাঁহাদের স্মৃতির সুরভিতে মানব প্রাণ চির আমোদিত থাকিবে, যাঁহাদের পদানুসরণ করিলে, যাঁহাদের মহাপ্রাণে অনু-প্রাণিত হইতে পারিলে, মানুষ দেবতা হয়; যদিও আমরা

সেই স্বর্গের দেব দেবীগণের পদরেণুর যোগ্য নই, যদি ও আমরা নিতান্তই নগণ্য, তবুও আমরা এমন বলিতে পারি না, যে, আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দয়ার কার্য্য করিতে পারি ! প্রত্যহ আমাদের চক্ষের সম্মুখে, কত মানব ও পশুগণ আহারের জন্য লালায়িত হইতেছে, এবং আধি ভৌতিক, আধি দৈবিক অসুস্থতার জন্য দীন নয়নে কত কাতরতা প্রকাশ করিতেছে, কত মানব একটু ছিন্ন বস্ত্রের, একটী পয়সার জন্য বিলাপ করিয়া ফিরিতেছে, তাহাদের জন্য কিছু করিতে পারিলে, তবুও আমাদের জন্ম সার্থক হয় ! কতক পরিমাণে মানব নামের যোগ্য হই ! ধন্যসেই মহাত্মা নরনারীগণ, যাঁহারা দয়ার জন্য ধন, জন, জীবন উৎসর্গ করেন ।

দয়া ! দয়া ! প্রশ্রয় দান বলিয়া একটা সঙ্কীর্ণ হেয় বস্তু আছে বলিয়া আমরা কি সর্ব্বজীবের হিতকর, মনুষ্যত্বেব ও দেবত্বের আকর তোমাকে পরিত্যাগ করিব ! না, না, তা কথনই না ! আমরা চিরদিন যেন তোমাকে সযত্নে হৃদয়ে পোষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিকশিত করি, তোমা রত্নে জীবন অলঙ্কৃত করি, তোমার প্রকাশে জীবন সুশোভিত করি, তোমার সুরভিতে হৃদয় স্নিগ্ধ, পবিত্র ও আনন্দিত করি, তোমার সমতল ভূমিতে বাস করি, এবং তোমা দ্বারা সর্ব্ব জীবকে, বিশেষতঃ মনুষ্য ও পশুগণকে

অভাবমুক্ত ও সুখী করিয়া প্রকৃতরূপে দেবত্বের অধিকারী হই ! পৃথিবীকে অভাব মুক্ত করিবার জন্য যিনি তোমাকে সৃজন করিয়াছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি যিনি রোগের ঔষধ, ক্ষুধার অন্নজল, ইন্দ্রিয়গণের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ শক্তি দান করিয়াছেন, তিনিই পৃথিবীর অভাবের জন্য তোমাকে দান করিয়াছেন, আমরা যেন তাহার অপব্যবহার না করি !

বৈরাগ্য।

মানব হৃদয়ের সৎবৃত্তি সমূহের বিকাশ সাধনই যে মনুষ্যত্ব লাভের উপায়, তাহা চিরদিনই জ্ঞানী ও সাধুগণ বলিয়া আসিতেছেন! সাধারণ মানবজাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে জ্ঞানীগণের প্রমুখাৎ ও তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে শুনিয়া আসিতেছে যে, ভক্তি শ্রদ্ধাবান ও সচ্চরিত্র হও, দয়ালু ও বিনীত হও, নিস্বার্থও পরোপকারী হও, ইত্যাদি।" এ সমস্ত মণিরত্নময় সাধুবাক্য যেমন কেহ বা অশ্রদ্ধার ও চিত্ত মলিনতার পঙ্কিল জলে ফেলিয়া দিতেছে, কেহ বা অমনোযোগিতা ও উদাসীনতার অন্ধকারে হারাইয়া ফেলিতেছে, কেহ বা বিস্মৃতির অতলগর্ভে চিরবিলীন করাইয়া দিতেছে! তেমনি "অন্তরে অনাসক্ত যোগী চির বৈরাগী হও,"—এ সাধুবাক্য রত্নকেও তেমনি মোহ মদিরামত্ত মানবগণ সংসারের অনিত্যতা অনুক্ষণ উপলব্ধি করিয়াও পদ দলিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। মদিরার ঘোরে জ্ঞানচক্ষু নিমীলিত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছে না! কিন্তু হায়! জরার কবলে পতিত কিম্বা শেষের সে দিন দেখিলে কোন সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই, সময় থাকিতে জ্ঞান

চক্ষু বিশেষরূপে উন্মীলন করিয়া দেখিয়া পদদলনের পরিবর্ত্তে উক্ত রত্নকে হৃদয়ে ধারণ, এবং উক্ত রত্নের মর্য্যাদা অনুক্ষণ স্মরণ করিলে নিজের ও জগতের অশেষ অশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা।

আজ কাল উন্নতি উন্নতি রব অনুক্ষণ কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে! বিদ্যালয় সমূহে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা আশাতীত অধিক হইয়াছে, অর্থাৎ জ্ঞান ও বিদ্যার অশেষ উন্নতি হইতেছে, ইহাই অবধারিত হইয়াছে নারীগণ চিকিৎসাদি নানা কার্য্যকরী বিদ্যার পারদর্শিনী হইতেছেন, উচ্চ উচ্চ ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইতেছেন, এবং ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতার উন্নত শিখরে আরোহণ করিতেছেন, অর্থাৎ নারীগণের মহোন্নতি সাধিত হইতেছে, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। স্বদেশের বস্ত্র বয়ন যন্ত্রালয়, নানাদিকে শিল্পকার্য্যালয় সমূহ স্থাপিত হইতেছে নানাস্থানে স্বদেশীয় নেতাগণের মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় স্বদেশ প্রেম উচ্ছ্বাসিত হইতেছে, অর্থাৎ স্বদেশের উন্নতির সীমা নাই, ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। অবশ্য এ সকল উন্নতির চিহ্ন বটে, কিন্তু সর্ব্ব প্রকার উন্নতিই প্রকৃত মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিরূপে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত না হইলে বারংবার পতনের ভয় অবশ্যম্ভাবী। আধুনিক নর নারীগণের প্রকৃত

মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যে বিশেষ অভাব, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। এই যে, প্রকৃত মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, ইহা কেবল সজীব সচেতন ও নির্ম্মল বৈরাগ্য ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিস্বার্থ ভাবের জনক এই মহৎ বৈরাগ্য ভাব। অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, আধুনিক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণের মধ্যে বৈরাগ্য ভাবের বিশেষ অভাব, কেবল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ কেন সকল সমাজেই সমস্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহেই এই সচেতন বৈরাগ্য ভাবের অভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। হায়! কেবল সংসারাসক্তি, কেবল মোহান্ধতা, কেবল অর্থোন্মত্ততা !!! কিন্তু মূঢ় মানবগণ! সামান্য অর্থ ও স্বার্থ ত্যাগে তোমাদের এতই ভয় ও সঙ্কোচ? মহাবীর আলেক জাণ্ডার ও নেপোলিয়ন অসংখ্য রাজ্য জয় করিয়া কি কি লইয়া গেলেন! অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য সম্পদ ও অগনিত সেনাপতির অধীশ্বর হইয়া কুরু বংশোদ্ভব রাজা দুর্য্যোধন কি লইয়া গেলেন! মহাপ্রতাপশালী ত্রৈলোক্য বিজয়ী রাবণ কি লইয়া গেলেন! পৃথিবীর অসংখ্য রাজাধিরাজ ও ধনকুবেরগণ কি লইয়া ইহধাম হইতে চলিয়া গেলেন! একবার ভাবিয়া দেখ কি? তোমরা মোহ মদিরার মত্ততায় এতই অন্ধ ও উন্মত্ত, যে, সত্য ও অসত্য, নিত্য

ও অনিত্য পথের প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কেবলই দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতেছে!

আধুনিক কালে যে, সকল দেশে, ও সকল সমাজে, এইরূপ বৈরাগ্য ভাবের অভাব ও তৎফলে অর্থ ও স্বার্থোন্মত্ততার অতিরিক্ত মাত্রা পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ—বহু বৎসরাবধি বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্মহীন শিক্ষা ও পিতা-মাতার পালন দোষ। পালন অর্থে কেবল শরীর পালন বুঝায় না, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পালনও আবশ্যক। পূর্ব্বকালে বালকগণকে গৃহে কিম্বা গুরুগৃহে সংযম, বৈরাগ্য ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়া হইত, বালিকাগণকেও বার-ব্রত, সংযম, বৈরাগ্য সেবা এবং ধর্ম্ম সঙ্গীত ও ধর্ম্মনীতিপূর্ণ শ্লোকাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার ফলেই এ ভারতে শাক্যসিংহ, চৈতন্য, রাজর্ষি জনক, হরিশ্চন্দ্র রাম প্রভৃতি এবং ইহার ফলেই সীতা, সাবিত্রী, চিন্তা, দময়ন্তী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি গঠিত হইয়াছিলেন। শাক্যসিংহ রোগ শোক জরা-মৃত্যু দর্শনে সংসারে বীতরাগ হইয়া মানবগণকে হিত শিক্ষা ও পরিণাম দর্শাইবার জন্য রাজ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। চৈতন্য নিঃস্বার্থ ভাবে হরিপ্রেম শিক্ষা দিতে স্বার্থত্যাগী বৈরাগী হইলেন। রাজর্ষি জনক, হরিশ্চন্দ্র রাম প্রভৃতি হিতোপদেশ ও নিজ নিজ জীবনের অসাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা পৃথিবীর কতই না

উপকার সাধন করিলেন! এবং পূর্ব্বোক্ত নারীগণও নিজ নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ভারতের নারীকুলের কতই না মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ পরিমুক্ত করিয়া দিয়াছেন! এ সকল পৃথিবীর উপকারী গুণসমূহ তাঁহারা অধিকাংশ পিতা মাতা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী হইতে যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ত্যহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এক্ষণে পিতা মাতা ও শিক্ষক পিক্ষয়িত্রীগণ বালক বালিকাগণকে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা, ও হাব ভাবে শিক্ষিত ও দীক্ষিত দেখিলেই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন, এবং শিক্ষা ও পালনের পরাকাষ্ঠা হইলে, ইহাই বিবেচনা করেন, কিন্তু ইহাপেক্ষাও যে, শিক্ষা ও পালনের উচ্চ আদর্শ আছে, তাহা তাঁহাদের চিন্তা পথারূঢ় হয় না। অনেকে বলিতে পারেন, বালক বালিকাগণকে পাশ্চাত্য হাব ভাবের বেষ্টনী মধ্যে রাখিলেই বা কি এত অপকার, আর ধর্ম্মনীতি ও বৈরাগ্য ভাবের বেষ্টনী মধ্যে রাখিলেই বা কি এত উপকারের সম্ভাবনা আছে। ইহার উপকার বা অপকারিতার বিষয় বিশেষরূপে বলিতে গেলে একখানি গ্রন্থ হইতে পারে, তাই আমরা সংক্ষেপে অপকারের কথা কিছু বলিতেছি। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আবশ্যক, কিন্তু যেমন কেবল মাত্র অনবরত ঘৃত দুগ্ধ,

মাংস মিষ্টান্ন সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে শুভকর নয়, মধ্যে মধ্যে তিক্ত ঔষধ, তিক্ত ব্যঞ্জনাদি স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক, তেমনি যদি বালক বালিকাগণকে কেবল মাত্র বিলাসবাসনা এবং তাহাদের পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা, এই চতুঃর্বেষ্টনী ধর্ম্মনীতি ও বৈরাগ্য ভাব শূন্য হয়, তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মনীতি ও বৈরাগ্য ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত না করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের কখনই মানসিক স্বাস্থ্য লাভের সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমানের বালক বালিকাগণই ভবিষ্যতে সমাজ ও জাতি নামে অভিহিত হয়, সুতরাং বালক বালিকাগণের চতুঃর্বেষ্টনী যদি একবারে ধর্ম্মনীতি ও বৈরাগ্য ভাব শূন্য হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের জাতি ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। মানবজীবনের ঊষা ও প্রাতঃকাল নিদাঘ-কালীন প্রাতঃকালের ন্যায় অতি মনোরম, তাহার সুখ সমীরণ সকল মানবেরই চিত্ত আকর্ষক ও চিরস্মরনীয়। কিন্তু মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড উত্তাপ ও সায়ংকালের ঝটিকা শিলা-বৃষ্টি ও বজ্র নিনাদ সহ্য করিতে হইলে ধীরতা ও মানসিক বলের প্রয়োজন। মানবজীবনের মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে কতই যে রোগ শোক, দুঃখ কষ্ট, বিষাদ অবসাদ, দুঃশ্চিন্তা ও চিত্ত সংগ্রাম সহ্য করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই! তাই আমরা বলিতেছি, যদি বালক বালিকাগণের

চতুঃর্বেষ্টনী অর্থাৎ পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা এই চতুঃর্বেষ্টনী ধর্ম্মনীতি ও বৈরাগ্য ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়,তাহা হইলে তাহাদের জীবনের মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালের দুঃখ ক্লেশ সমূহে তাহাদের চিত্তকে বিশেষ-রূপে বিক্ষোভিত ও দগ্ধীভূত করিতে পারিবে না, সহজেই ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আসিয়া ক্লেশের লাঘব ও চিত্তকে দৃঢ় ও বলীয়ান করিবে। আর মানবের চিত্ত বৈরাগ্য ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে চিরদিন ঘোর স্বার্থ বিজড়িত হইয়া নিজ সুখকেই যথাসর্ব্বস্ব মনে করে, অপরের দুঃখ ক্লেশকে অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করে, অপরের সুখ স্বার্থ বা মঙ্গলের দিকে এক বিন্দুও দৃষ্টি থাকে না, কিন্তু নিজের অতি সামান্য স্বার্থহানি হইলে একবারে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। তাহা হইলে দেখ! সে মানবের কখনও পরদুঃখ বিমোচনে প্রবৃত্তি হয় না!

মানবচিত্ত বৈরাগ্যভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে কোন প্রকার নীচ বাসনা, বা নীচকামনা অন্তরে স্থান পায় না, এবং মানবজীবনের ভীষণ পরীক্ষা সমূহে চিত্ত-জয়ী ও আত্মজয়ী হইতে সক্ষম হয়। আর অনিত্য বস্তুতে এতই বা আসক্ত চিত্ত হওয়া কেন! এতই বা দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য কেন! মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের এক সঙ্গীতে আছে, "একদিন যদি হবে অবশ্য

মরণ, তবে কেন এত আশা, এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।” এ সংসারের সকল বস্তু যেমন অনিত্য তেমনি বিভীষিকা জড়িত! তাই এক ধার্ম্মিক কবি সংসারের অনিত্যতা ও ভয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

“সলিলে তরঙ্গসম চঞ্চল জীবন,
কতিপয় দিন মাত্র রহে এ যৌবন,
ক্ষণিক কল্পনা সম ধন পায় লয়,
জলদে চপলা সম ভোগ সমুদয়,
তরিতে এ শোক সিন্ধু ভীষণ সংসার,
কররে তারক ব্রহ্ম ধ্যান জ্ঞান সার।

আর ভয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

“ভোগে রোগে ভয়, কুলে কলঙ্কের ভয়,
ধনে রাজভয়, মানে দৈন্য ভয় রয়।
বলে রিপুভয়, রূপে তরুণীর ভয়,
শাস্ত্রে বাদি ভয়, গুণে খল ভয় রয়।
দেহে যমভয়, ভবে সকলই ভয়,
বৈরাগ্যই একমাত্র সর্ব্বত্র অভয়।”

যখন সংসার এমন জলবিম্ববৎ ক্ষণিক, এবং অলীক ও সমস্ততেই ভয়, নিহিত আছে, তখন তাহার জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায়ান্যায়, সদসৎ বিবেচনা শক্তি হারাইয়া যায় কেন? একমাত্র বৈরাগ্য ভাবের অভাব তাহার

কারণ। এত যে দয়া ও দানের অভাব, তাহাও ঐ বৈরাগ্যের অভাবে। ইহাতে হয়ত কেহ কেহ বলিবেন যে, দান ত অজস্র হইতেছে, দানের ত্রুটিত দেখিতে পাই না, সংবাদ পত্রে কত সহস্র সহস্র দানের সংবাদ লেখা থাকে। থাকে সত্য, কিন্তু সেসব দানকে আমরা দান বলি না, কারণ সে সব দান অধিকাংশ সময় যশের জন্য, এবং নিজ সুখ স্বার্থ পূর্ণ মাত্রায় সম্ভোগ করিয়া উদ্বৃত্তাংশ দান করা হয়। যিনি কোটী বা লক্ষপতি, তিনি যদি পাঁচ বা দশ সহস্র দান করিলেন, তাহা এত কি গৌরবের কারণ, আমরা বুঝি না! ক্ষুধিতকে মুখের গ্রাস দিতে পারেন, শীতার্ত্তকে নিজের গাত্র-বস্ত্র দান করিতে পারেন, বিপন্নকে নিজের বা পরিজনের আহারীয় সংস্থান বাহির করিরা দিতে পারেন, তাঁহারই হৃদয়কে অনাসক্ত বৈরাগী বলিতে পারা যায়।

এই কথাগুলি পড়িয়া কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা সকলকে উন্নতির কামনা হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে বলিতেছি, অথবা অরণ্য বা পথের সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছি, আমরা ধার্ম্মিকপ্রবর হরিশ্চন্দ্র, মহাত্মা রাজর্ষি জনক, এবং পতিব্রতা পবিত্রচেতা গান্ধারী ও মৈত্রেয়ীর ন্যায় অনাসক্ত সংসারী হইতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদিগের নিকট পরমাত্মা ও তাঁহাকে পাইবার পথ

স্বরূপ ধর্ম্ম অগ্রে, সংসার পশ্চাতে। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম পরম ও চরম লক্ষ্য, সংসার তাহাপেক্ষা হীন লক্ষ্য! ঈশ্বর ও ধর্ম্ম মুখ্য উদ্দেশ্য, সংসার গৌণ উদ্দেশ্য ছিল! যাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদিগের উচ্চ অনাসক্তচিত্তের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। অমরত্ব প্রার্থিনী উচ্চমনা মৈত্রেয়ী বন গমনোদ্যত পতিকে কি বলিয়াছিলেন, সাধ্বী পতিব্রতা অনাসক্ত চিত্ত গান্ধারী রণ গমনোন্মুখ আশীর্ব্বাদপ্রার্থী পুত্রকে কি বলিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন, মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র ও জনকের উপাখ্যান ও জগতে অবিদিত নাই, অথচ তাঁহারা সকলেই সংসারী ছিলেন। একদিন রাজর্ষি জনক, ও মহর্ষি শুকদেব একত্র ঈশ্বর প্রসঙ্গে ছিলেন. কেহ আসিয়া মহারাজকে সংবাদ দিল, "আপনার সুরম্য প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে ভয়ানক অগ্নি জ্বলিয়া সমস্ত দগ্ধীভূত করিতেছে," ইহা শুনিয়া জনকরাজ অটল অবিচলিত ভাবে বসিয়া থাকিলেন, কিন্তু যিনি অরণ্যের তপস্বী, তিনি ব্যতিব্যস্ত ভাবে উঠিয়া নিজের কোপীনখানি আনিতে গেলেন। ইহাতেই সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, যে, সংসারী হইয়াও মানব কতদূর অনাসক্ত চিত্ত ও দেবভাব সম্পন্ন হইতে সক্ষম হয়! আর ও. এইরূপ কত নরনারীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, যাঁহারা সংসারী হইয়াও

অনাসক্ত চিত্তে ঈশ্বর ও ধর্ম্মেতে এক নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দেখাইয়া গিয়াছেন! যদি তাঁহাদিগের ন্যায় আমরা সকলে জগতের মহাপ্রাণ, মহা জীবনকে, ও তাঁহাকে পাইবার সোপান স্বরূপ ধর্ম্মকে অগ্রভাগে রাখি, পরম ও চরমলক্ষ্য এবং মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান করিয়া, সংসারকে গৌণ উদ্দেশ্যরূপে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাই, তাহা হইলে শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনে মোহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অনুতাপ ও অশান্তিতে দগ্ধ হইব না, বরং শরীর সুস্থ থাকিলে যেমন সুনিদ্রা হয়, সেইরূপ অন্তর সুস্থ ও শান্তিময় থাকাতে, সে মহানিদ্রাও আমাদিগের নিকট পরম সুখময় হইয়া আমাদিগকে অমর ধামে লইয়া যাইবে!

সাজিয়ে দাও মা আর একবার !

মাগো !

ভব খেলা ঘরে, পাঠালে আমারে,
সাজায়ে বিবিধ সাজে।
কি হলো সে সব, মুছে ছিঁড়ে গেল,
পড়ে আছি ধুলা মাঝে।
কোথা জ্ঞানাঞ্জন, কোথা বা চন্দন,
কোথা ফুলমালা গেল।
মোহের ক্রন্দনে, অঞ্জন মুছিয়ে,
মুখ কালিময় হলো।
বিনয় চন্দন, দিল মা মুছিয়ে,
অহঙ্কার নাম তার।
ক্রীড়া সঙ্গী এক, আমিত্ব সেজন,
ছিঁড়ে দিলে ফুলহার।
ভক্তি প্রীতি মায়া, শ্রদ্ধা স্নেহ দয়া,
নীল, লাল, শাদা ফুলে।
মালাটী গাঁথিয়ে, কত সযতনে,
পরালে আমার গলে।
যে মালা পরিলে, ভবে সকলের,
দুঃখ দূর করা যায়।

বল কেন মাগো ! আমিত্ব আমার,
সে মালা ছিঁড়িল হায় !
আমিত্বটা যদি, আগে জানিতাম,
এতই বিষম ক্রূর ।
তা হলে তাহাকে, খেলা ঘর হতে,
করিয়া দিতাম দূর ।
নম্রতার টিপ, কত মুখ শোভা,
মা ! আমার হয়েছিল ।
ক্রীড়া সঙ্গী এক, দম্ভ নাম তার,
সজোরে মুছিয়া নিল ।
বিবেক বৈরাগ্য, পবিত্র বসন,
শুদ্ধ পূতঃ নিরমল ।
যে পবিত্র শোভা, মুনি মনোলোভা,
জ্যোতি যার ঝলমল ।
অজ্ঞান নামেতে, ছিল একজন,
নিল মা বসন হরি ।
সুখ দুঃখ শোক, ঘোর শীতাতপ,
আর না সহিতে পারি ।
সব শুনিলাম, রে মূঢ় সন্তান,
নীতিবালা ধর্ম্মহার ।

কোথা ফেলে দিলি, কেড়ে নিল কেবা,
সব চেয়ে মূল্য যার।
ওরে মূঢ়মতি, বৃথা খাও তুমি,
সাধু বাক্য ক্ষীর ননী।
এতই দুর্ব্বল, রাখিতে নারিলে,
পরিধেয় বস্ত্রখানি।
আর না সাজাব, আর নাহি ভাল,—
বাসিব তোমারে আমি।
খেলাপ্রিয় অতি, অতি ভ্রান্তমতি,
অলস অজ্ঞান তুমি।

ওমা !

করনা প্রহার, করনা শাসন,
করনা মা তিরস্কার।
খেলা সাথী যারা, এত দুষ্ট তারা,
বলিব কি মাগো আর।
খেলা ঘরে ছিল, বালী স্তূপ করা,
চোখেতে মারিল ছুঁড়ে।
সাবধান হতে, নারিনু তথায়,
নিলে সব কেড়ে কুড়ে।
ঘরের ভিতর, খেলেত ইহারা,
প্রাঙ্গনে খেলে মা যারা।

তারা কম নয়, মুখে মিষ্ট ভাষা,
অন্তর স্বার্থেতে ভরা।
জীবন সংগ্রাম, করে মা যখন,
থাকেনা তাদের লাজ।
বাহিরেতে বেশ, ভাই ভগ্নী বেশ,
মুগ্ধকর নানা সাজ।
বহুরূপী এরা, বহুরূপ সেজে,
প্রাঙ্গনে খেলে মা তারা।
তাদের বচনে, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে,
হয়ে যাই আত্মহারা।
বলে মা তাহারা, যেওনা এখন,
এস আরো খেলা করি।
মার কাছে যাবে, হোক সন্ধ্যাবেলা,
সন্ধ্যা হতে আছে দেরী।
দেখ নভঃগায়, দিবাকর দীপ্তি,
বেলা এখন যায়নি।
মার তরে এত, নেত্রে বহে ধারা,
মূর্খ এমন দেখিনি।
এইরূপে তারা, ধ'রেবেঁধে রাখে,
আসিতে দেয় না ঘরে।

প্রাতঃকাল হতে, গেনু খেলা ঘরে,
দেখিনি গো মা! তোমারে।
তাদের কথা মা, থাক্ মা এখন,
গেছেত সকলি হায়!
বসন বিহনে, কেঁপে কেঁপে মরি,
লেগেচে আঘাত পায়।
করুণা নয়নে, দাও মা জননী,
নেত্র বালি দাও ধুয়ে।
কর মা আমারে, সান্ত্বনা এখন,
তব স্নেহ কোলে নিয়ে।
বলিতে বলিতে, স্নেহ ভরে মাতা,
নিলেন কোলেতে তুলে।
খেলা ঘরে গিয়ে, পেনু যত দুঃখ
নিমেষে গেলাম ভুলে।
ক্ষীর সর খেয়ে, উদর পুরিল,
নিদ্রা এল মার কোলে।
উষা না আসিতে, মার কোলে ব'সে,
কত কথা প্রাণ খুলে।
খেলাতেও সুখ, আছে বটে মাগো
সে কেমন তর সুখ।

কখনও হাসি,　　কখনও কাঁদি,
　　কিছুতে পোরে না বুক।
সাথীদের মোহে, মনে থাকে না গো !
　　তব ক্রোড়ে কত সুখ।
খেলাতে মাতিয়ে,　　যাই মা ভুলিয়ে,
　　তব স্নেহ মাখা মুখ।
আর একবার,　　সে সাজে সাজাতে,
　　সাধ হয় মা আমার।
বলিতে মা লজ্জা,　　হইলে কি হবে,
　　যাব কার কাছে আর।
পূর্ণ শক্তি রূপা,　　বিশ্বরাণী মাগো,
　　তোমার অসাধ্য কিবা।
তিমির বসনী,　　ঘোর নিশিথিনী
　　আবার হতেছে দিবা।
ঝটিকা উঠিল,　　আঁধারে ঘেরিল,
　　যেন বা জগৎ নাশে।
নিমেষে আবার,　　শশাঙ্ক উদয়,
　　নিমেষে কৌমুদী হাসে।
যবে পাপে তাপে,　　মানব হৃদয়
　　মরু-সম হয়ে যায়।

পড়িলে সেখানে, তব কৃপা বারি,
আবার উর্ব্বরা হয়।
যদি জীবচয়, সে দগ্ধ মরুতে,
পাতে মা তব আসন।
তরুলতা ফুলে, বিহগ কূজনে,
হয় শোভিত কানন।
ভাই ভগ্নি সব, কত বার কত,
ভাঙ্গে মা, পেলে হারায়।
ঐশ্বর্য্য পূর্ণিত, তব গৃহ হতে,
চাহিলে আবার পায়।

হারাব না আর, আর খোয়াব না,
খেলিব মা সাবধানে।
সাজিতে আবার, বড় সাধ মাগো!
পড়ি মাগো ঐ চরণে।
বলিতে বলিতে, সাজালেন মাতা,
দিয়ে বসন ভূষণ।
পূর্ব্বের সে সাজে, সাজিনু আবার
হলো হরষিত মন।
নেত্রে জ্ঞানাঞ্জন, বিনয়-চন্দন,
নম্রতার টিপ ভালে।

ভব দুঃখহরা, কোমল বৃত্তির,
ফুলমালা গলে দোলে।
বিবেক বসনে, জ্ঞানোদয় মনে,
নিরমল জ্যোতি যার।

চাহিলেই পায়, প্রত্যেক সন্তানে
প্রচুর আছে যে যার।
যতনে দিলেন, নীতির বলয়,
বহুমূল্য ধর্ম্মহার।

যার তরে মাতা, করেন আমার,
বহুতর তিরস্কার।
মনোরম সাজে, সাজিয়ে বেড়াই,
নাহি মনে দুঃখ লেশ।

ঝলমল করে, এ ঘর ও ঘরে,
সুন্দর মোহন বেশ।
আর খেলা ঘরে, মন নাহি সরে,
মায়ের গৃহেতে ফিরি।

আনন্দে বিহ্বল, নৃত্য করে ঘূরি,
মায়ের অঞ্চল ধরি।
স্নেহময়ী মাতা, করেন চুম্বন,
কতই না স্নেহ ভরে।

আমি ও মেতেছি, বিমল আনন্দে,
যাই নাই খেলা ঘরে।
কতদিন ধরে, উঠিনি বসিনি,
আবার করিতে খেলা।
সাথীদের সনে, মনের সাধেতে,
মাখি মাটী কাদা ধুলা।
বলে এনু মাকে, করিয়ে প্রণাম,
বল দাও মা! আমায়।
আশীর্ব্বাদ কর, যেন হই জয়ী,
ভয়ের ভব খেলায়।

ধ্যানমগ্না গৃহস্থ রমণী।

কে বসিয়ে চিত্র সম,
আস্য কিবা অনুপম,
নিরূপমা পবিত্র আকৃতি,
চারুশীলা সুধীর প্রকৃতি। ১

আঁখি মুদি গুণবতী,
কি ভাবে বিহ্বল সতী,
জ্ঞান-স্পন্দ হইয়াছে লয়,
ঠিক চিত্র সম জ্ঞান হয়। ২

চিত্র নয়, চিত্র নয়,
ভ্রম বুদ্ধি সবে হয়,
ধ্যানে মগ্না গৃহস্থ রমণী,
ধর্ম্মরতা পবিত্রা কামিনী। ৩

বসিয়ে পূত আসনে,
সুচারু বিমল মনে,
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দেন তাঁরে,
যোগী ঋষিগণ পূজে যাঁরে। ৪

বিশুদ্ধ অন্তর জানি,
বিশুদ্ধ বসনখানি,

অনিল বিশুদ্ধ শ্বাস বয়,
সব হেরি বিশুদ্ধতাময়। ৫

যেখানে আছেন বসে,
পবিত্রতা হেসে হেসে,
ফিরিছে উহাঁর চারিধারে,
মলিনতা যেতে নাহি পারে। ৬

ওহে সুনিপুণ বিধি,
হেন পূতধাম হৃদি,
তুমি বিনা কে সৃজিতে পারে,
হৃদি স্নিগ্ধ হলো যাঁরে হেরে। ৭

কি সুশান্ত মনোরমা,
পবিত্রা সুশীলা বামা,
কিসে দিব ইহাঁর তুলনা,
মম বুদ্ধি জানে না, জানে না। ৮

স্নিগ্ধ ভাবের তুলনা,
বহু পান কবি জনা,
শশিরশ্মি ফুল প্রভৃতিতে,
আমি না পেলাম এ মহীতে। ৯

বিকশিত কুসুমেতে,
মনোরম চন্দ্রমাতে,

হেরিয়াছি স্নিগ্ধতা অনেক,
কিন্তু হেন না হেরি বারেক। ১০

পারে না কেহ বর্ণিতে,
অতুলনা এ জগতে,
ধর্ম্মরতা সাধ্বী সুরমণী,
গৃহে গৃহে সুউজ্জ্বল মণি। ১১

আহা আহা মরি মরি,
কিবা দৃশ্য কি মাধুরি,
এ দৃশ্যের কাছে বল সবে,
কোন্ দৃশ্য আর আছে ভবে? ১২

পিহিত বিশুদ্ধ বাস,
নির্ম্মল মানসাকাশ,
কিবা শান্ত ভাব আহা মরি,
নয়ন সার্থক শোভা হেরি। ১৩

নিশ্চল নিস্পন্দ দেহ,
ভুলিয়া সংসার মোহ,
একেতে মগন প্রাণ মন,
সংজ্ঞাহীন শ্রবণ নয়ন। ১৪

সংসারের গুরুভার,
স্বামী পুত্র পরিবার,

ভুলে, হারা হয়ে বাহ্যজ্ঞান,
দিব্য চক্ষু করি উন্মীলন। ১৫

হেরিছেন অনিমেষে,
বিভু অনন্ত অশেষে,
ভক্তিভরে যুড়ি দুটী হাত,
হইতেছে প্রেম অশ্রুপাত। ১৬

কোলাহল সংসারের,
গণ্ডগোল শিশুদের,
কিছু আর পশে না শ্রবণে,
অন্য চিন্তা কিছু নাই মনে। ১৭

আসিয়া কোলের ছেলে,
পুনঃ পুনঃ মা, মা, বলে,
শেষে কোন উত্তর না পেয়ে,
বসে সে, মায়ের মত হয়ে। ১৮

শান্তি বিঘ্ন ত্যাগ করে,
ডুবে যেন একবারে,
সুগম্ভীর সত্তার সাগরে,
মন কি সংসারে আর ফেরে ? ১৯

এখন হৃদয় ওঁর,
ভাবে বিগলিত ঘোর,

মরি কিবা সুনির্ম্মল ভাব,
হইয়াছে ঈশ আবির্ভাব। ২০

দর দর অনর্গল,
প্রেম অশ্রু নিরমল,
বহিতেছে মরি কি শোভন,
এই অশ্রু অমূল্য রতন। ২১

কত ক্ষণে স্তব স্তুতি,
সমাপিয়ে গুণবতী,
মেলিলেন বাহ্যিক নয়ন,
দেখ দেখ! এ দৃশ্য কেমন। ২২

নয়নে স্বর্গীয় জ্যোতি,
বদনে বিমল ভাতি,
হৃদয়েতে অনন্ত উচ্ছ্বাস,
মরি কি ব্রহ্মের সহবাস। ২৩

ব্রহ্মের নিকটে গিয়ে,
কত কি রতন নিয়ে,
এসে যেন জগতে বিলাতে,
পূর্ণ হিয়া শান্তির ভাবেতে। ২৪

বিবেক বৈরাগ্য দুটী,
শোভিছে কি পরিপাটী,

থাকিয়া ব্রহ্মের সহবাসে,
হৃদিস্নিগ্ধ ব্রহ্মানন্দোচ্ছ্বাসে। ২৫

যতেক স্বভাব নদী,
বহে মানবের হৃদি,
যত তৃপ্তিকর, মিশিলরে,
অপার সে প্রেমের সাগরে। ২৬

শেখ প্রিয় ভগ্নীগণ,
শেখ বিলাসিনীগণ,
সময়ের সদ্ব্যবহার,
ছাড়ি চিন্তা মলিন অসার। ২৭

ছেড়ে দাও তাস পাশা,
ছাড় বিলাস পিপাসা,
দাও মন বিদ্যার চর্চ্চায়,
চিন্ত ব্রহ্ম অনন্ত চিন্ময়। ২৮

থাকিয়া গৃহস্থাশ্রমে,
চিন্তগো বিমল প্রেমে,
চিদানন্দ নিত্য নির্ব্বিকার,
সকল মঙ্গল মূলাধার। ২৯

দেখ, দেখ, যত বালা,
মম আঁকা এই বালা,

হইয়াও গৃহস্থ বণিতা,
কেমন পূজেন বিশ্বপিতা। ৩০

তোমরাও এইরূপে,
পূজ অনন্ত-স্বরূপে,
হৃদয় প্রশস্ত হবে অতি,
পূজে ব্রহ্ম জগতের পতি। ৩১

কর পতির যতন,
কর সন্তান পালন,
কর সব তব করণীয়,
ভুল'না সে যোগীর অমিয়। ৩২

ব্রহ্মরূপ আকাশেতে,
যে জীব পারে উড়িতে,
বহু চেষ্টা করিয়া না পারে,
মোহ ব্যাধ ধরিতে তাহারে। ৩৩

ঈশ্বর অতল জলে,
মন মীন কুতূহলে,
ডোবে যার হইয়া নির্ভয়,
তার কাল ধীবরে কি ভয়। ৩৪

দিনান্তেতে একবার,
ভক্তিভরে যুড়ি কর,

যে মানব পূজেনা ঈশ্বরে,
বিফল জীবন সেই ধরে। ৩৫

হোক বহু ধনী মানী,
হোক গো পাশ্চাত্য জ্ঞানী,
নিশ্চয় জানিবে তার মন,
অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয় বোন! ৩৬

যিনি জড় প্রাণাধার,
যিনি সৃষ্টি মূলাধার,
কি হবে জানিয়া সৃষ্টিতত্ব,
না জানিলে তাঁহার মহত্ব। ৩৭

যাঁহারে স্মরিলে পরে,
সর্ব্ব পাপ তাপ হরে,
রাখ তাঁরে দিবস শর্ব্বরী,
ভগ্নীগণ সবে প্রাণে পুরি। ৩৮

যুগ যুগান্তর ধরি,
ছুটিতেছে নরনারী,
পেতে অতুলন ভূমাধন।
পেতে সেই অমূল্য রতন। ৩৯

তবে কেন বা হেলায়,
বল, হারাত তাঁহায়,
হৃদিমাঝে তিনি নহেন সুদূর,
সসীমে অসীমে মিলন মধুর। ৪০

দয়াবিগলিতা গৃহস্থ রমণী।

কে এই রমণী—

করুণা নয়নে করুণা বচনে,
করুণা হৃদয়ে মাখা।
হস্তেতে সতত করুণার কাজ
চিন্তায় করুণা আঁকা।
সকল জীবের মাতৃ স্বরূপিনী
সরলতা মাখা মুখ,
সর্ব্বজীব থাকে, চেয়ে মুখ পানে
দয়ায় পূর্ণিত বুক।
স্নিগ্ধ সুবিমল, দয়া বারি ধারা
পড়িয়ে মরু হৃদয়ে,
ফোটে কত ফুল, সাজে কত শত
নব নব কিশলয়ে।
কৃতজ্ঞতা কত, প্রীতি শত শত
এ রমণী পানে ধায়।
এঁর দয়া ধারা, প'ড়ে মরু হৃদে
শোভা সৌরভ ছড়ায়।
এদেবীর চিন্তা, জগৎ বাসীর
দুঃখ দূর করি কিসে।

দয়ার প্রসার, কতই ইহাঁর
কি স্বদেশে কি বিদেশে।
কে কোথায় আছে, শিশুরা অনাথ,
দরিদ্র বিধবা নারী!
কে কোথায় আছে, দুঃখী তাপী জন,
অন্ধ খঞ্জ নিরাহারী।
সততই এই, চিন্তার উদয়
কথা কাজ সেই মত।
তাই নরনারী, দারুণ বেদনা
নিয়ে আসে শত শত।
প্রত্যুষে উঠিয়ে বিষ্ণু নাম স্মরি,
সময়ে করিয়ে স্নান।
প্রাতে কত শত, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ
কার্য্য হলো সমাধান!
প্রাতের কর্ত্তব্য, রাখি অসমাপ্ত,
না বসেন দেবী ধ্যানে,
পাছে কোন জন, যোগ গৃহ হতে
তাঁহারে ডাকিয়ে আনে।
বসিলেন দেবী, পূজিতে তাঁহায়
যিনি সারাৎসার ধন।

অনন্তে ভাবিয়ে, অনন্তের প্রেমে,
হইল বিভোর মন।
সেই প্রেম হতে, জগতের প্রেমে,
তরঙ্গ বহিয়া যায়।
হিমালয় হতে, উৎস উছলিয়া,
যথা, নদী বেগে ধায়।
সবে একে একে, করায়ে আহার
নিজে দুটী অন্ন নিয়ে।
বসিলেন দেবী, করিতে আহার,
কৃতজ্ঞতা ভরা হিয়ে।
মুখে অন্ন গ্রাস, তুলিবারে যেই
উপক্রম করে সতী।
কোথা থেকে এল, বৃদ্ধ অন্ধ এক,
ক্ষুধায় কাতর অতি।
অন্ধ বলে মাগো, কত দ্বারে, দ্বারে,
মাগিনু অন্ন জননী।
কেহ নাহি দিল, কেহ না শুনিল
বলে মা কঠোর বাণী।
ক্ষুধার জ্বালায়, প্রাণ যায়, যায়,
এ সময়ে দেয় গাল।

বলে মা তাহারা নিকাল হিঁয়াসে
মৎকর গোলমাল।
বলিতে বলিতে, দুটী চক্ষু দিয়ে,
অশ্রুর বহিল ধারা।
তা দেখিয়ে সতী, উঠিয়ে দাঁড়াল,
হয়ে যেন আত্মহারা।
বলেন অন্ধেরে, বস, বাবা বস!
অমৃত মাখা বচনে।
দিব অন্ন জল, কাঁদিও না আর,
দুঃখ না করিও মনে।
বলিয়া অন্ধেরে, দিলেন সকল
আপনার অন্নজল।
সুতৃপ্ত ভোজনে, অমিয় বচনে,
অন্ধ প্রাণ সুশীতল।
পরিজন বলে, কি করিলে বল!
হয়েচে অনেক বেলা।
এসময়ে অন্ন, কিছু নাই ঘরে,
কোথা থেকে এলো জ্বালা।
বলেন তখন, চুপ কর সবে,
অন্ধ দুঃখ পাবে মনে।

জ্বালা কিছু নয় ! স্বর্গীয় আরাম
হইল আমার প্রাণে ।

বোঝ না তোমরা, কি গভীর শান্তি
অভাব মোচন ক'রে !

কি জানি সে কি যে, অমিয় পূরিত,
শান্তি রসে হিয়া ভরে !

ও যে তৃপ্ত হয়ে, নব বস্ত্র প'রে
চলিল আনন্দে সুখে ।

ও যে হাত তুলে, করে আশীর্ব্বাদ
কৃতজ্ঞতা ভরা বুকে ।

ও আনন্দ হেরে, বহে শান্তি ধারা
মম মরমের তলে ।

কত স্বর্গ সুখ, কতই আরাম,
সেই শীতল হিল্লোলে ।

ধন্য আত্ম ত্যাগ, ধন্য এসংসারে ?
আত্ম ত্যাগী নরনারী ।

হৃদয় কাননে, সুবসন্ত জাগে
সতত তাঁদের হেরি ।

কত ফোটে ফুল, কতই সৌরভ,
কত বিহঙ্গম গায় ।

কত পিক তান,　　　কতই মুকুল,
　কতই মৃদুল বায়।
এ নহে গো জ্বালা!　　মানব হৃদয়
　হয় পবিত্র মহান।
এ নহে গো জ্বালা!　　পরম আরাম,
　বিধাতার কৃপাদান।